NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ সাধুর গ্রেফতারি আসলে বাংলাদেশের ভারতকে নিয়ে জুজুই

দাম্পত্য কলহে স্ত্রীকে গুলি করে খুনের চেষ্টায় অভিযুক্ত স্বামী ৬

কলকাতা ২৮ নভেম্বর ২০২৪ ১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৬৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 28.11.2024, Vol.18, Issue No. 167 8 Pages, Price 3.00

চিন্ময়কৃষ্ণকে গ্রেপ্তারি নিয়ে উত্তাল বাংলাদেশ

ইসকনকে নিষিদ্ধ করার আর্জি জানানো মামলা শুনবে হাইকোর্ট

ঢাকা, ২৭ নভেম্বর: বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নেতা চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের গ্রেপ্তারি নিয়ে চাপানউতোর অব্যাহত। এ বার ইসকনকে নিষিদ্ধ করতে চেয়ে সে দেশের হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হল। সেই সঙ্গে চট্টগ্রাম এবং রংপুরে জরুরি অবস্থা জারির আবেদনও জানানো হয়েছে আদালতে। চিন্ময়কৃষ্ণের গ্রেপ্তারি নিয়ে ওই দুই শহরে একাধিক গোলমালের ঘটনা ঘটেছে।

বাংলাদেশের সম্মিলিত সনাতন জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময়কৃষ্ণ ইসকনের পুণ্ডরীক ধামের অধ্যক্ষও বটে। রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে গত ২৫ নভেম্বর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। খারিজ হয়েছে জামিনের আবেদনও। আপাতত তিনি বিচারবিভাগীয় হেপাজতে রয়েছেন। আদালত নির্দেশ দিয়েছে, বন্দি অবস্থায় চিন্ময়ের ধর্মীয় অধিকার সুরক্ষিত রাখতে হবে। চিন্ময়কৃষ্ণের গ্রেপ্তারি এবং বাংলাদেশের উত্তপ্ত পরিস্থিতি নিয়ে ইতিমধ্যে নয়াদিল্লির তরফেও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। পাল্টা প্রতিক্রিয়া দিয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারও।

চিন্ময়কৃষ্ণের গ্রেপ্তারির পর বাংলাদেশে ইসকনের তরফে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে, যার নেতৃত্ব দিচ্ছেন চিন্ময়কৃষ্ণের অনুরাগীরাই। চিন্ময়ের মুক্তির দাবিতে মূলত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ পথে নেমেছেন। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের হাইকোর্টে আবেদন জানানো হয়েছে, ইসকনকে নিষিদ্ধ করা হোক। জরুরি অবস্থা জারি করা হোক চট্টগ্রাম এবং রংপুরে। এ বিষয়ে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের অবস্থান জানতে চেয়েছে আদালত। মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের তরফে ইসকনকে ‘ধর্মীয় মৌলবাদী সংগঠন’ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

মঙ্গলবার চিন্ময়কৃষ্ণকে আদালত থেকে বার করার সময় আইনশৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনী এবং আইনজীবীদের সঙ্গে তাঁর অনুগামীদের সংঘর্ষ বাধে। ঘটনায় এক আইনজীবী নিহত হয়েছেন। ওই সংঘর্ষে পুলিশকর্মী-সহ ৩৭ জন আহত হয়েছেন বলে খবর। আইনজীবীর মৃত্যুর প্রতিবাদে বুধবার চট্টগ্রাম আদালতে কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন আইনজীবীরা। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস এই হিংসার নিন্দা করেছেন।

হাসিনা সরকারের পতনের পর দেশজোড়া অশান্তির আবহে বেশ কিছু ধর্মীয় সংগঠন মিলে তৈরি করে সনাতনী জাগরণ মঞ্চ। মঞ্চের মুখপাত্র নির্বাচিত হয়েছিলেন চিন্ময়। তাঁরই ডাকে বাংলাদেশের শহিদ মিনার, চট্টগ্রাম ইত্যাদি নানা এলাকায় সমাবেশে যোগ দেন হাজার হাজার সংখ্যালঘু। চট্টগ্রামে সমাবেশের পর তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের মামলা করেছিলেন স্থানীয় এক বিএনপি নেতা। ওই মামলাতেই সোমবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গত ৫ অগস্ট বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকেই দেশ জুড়ে সংখ্যালঘুদের উপরে নির্যাতনের একের পর এক অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছে। অভিযোগ, দেশের নানা প্রান্তে সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ভাঙচুর চালানো হয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতেও। ইউনূস-পরিচালিত অন্তবর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পরেও পরিস্থিতি বদলায়নি বলে অভিযোগ। তবে ইউনূস সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা ও ধর্মীয় অধিকার সুনিশ্চিত করার আশ্বাস দিয়েছেন বারবার।

বাংলাদেশের অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ অভিষেক-সৌগতর

নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর: বাংলাদেশের পরিস্থিতির আঁচ ক্রমশ পড়তে শুরু করেছে এপার বাংলাতেও। ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময় দাস গ্রেপ্তার হওয়ার পর কলকাতায় প্রতিবাদ কর্মসূচি শুরু করেছে বিজেপি। এবার এই ইস্যুতে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল তৃণমূল। ফিরহাদ হাকিম, সৌগত রায়ের মতো নেতারা ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ ইস্যুতে মুখ খুলেছেন ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এবার এই বিষয়ে কথা বললেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার দিল্লিতে অভিষককে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি স্পষ্ট জানান, বাংলাদেশের বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যে অবস্থান নেবে, সেটাই মেনে নেবে তৃণমূল। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নাক গলাতে চাইছে না দল। তবে বাংলাদেশের ঘটনা প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, ‘এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।’ এদিকে, বাংলাদেশ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে পদক্ষেপ করার আর্জি জানিয়েছেন তিনি। তবে এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও কথা বলেননি তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সৌগত রায়ের বক্তব্য, ‘এটা রাজ্যের বিষয় নয়। কেন্দ্রীয় সরকারকে পদক্ষেপ করতে হবে।’

দল নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য, হুমায়ুন কবীরকে শোকজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আশঙ্কাই সত্যি হল। দলনেত্রীর নির্দেশ অমান্য করে দল নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করায় ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুয়ামুন কবীরকে শোকজ করল তৃণমূল। দলীয় সূত্রে খবর, তিন দিনের মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছে তাঁকে।

বুধবার বিধানসভায় আসেন হুমায়ুন। বিধায়ক জানিয়েছেন, তিনি বিধানসভায় এসেই শোকজের কথা জানতে পেরেছেন। হুমায়ুন বলেন, ‘শুনেছি আমাকে শোকজ করা হয়েছে। আমি হাতে কোনও চিঠি পাইনি। তবে আমার কথায় যদি দলের অস্বস্তি হয়, আমি তার জবাব দেব।’ সোমবার কালীঘাটে মমতার বাড়িতে তৃণমূলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক ছিল। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈঠকে মমতা স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন, দলের নেতারা চাইলে যেখানে খুশি যেতে পারবেন। কিন্তু দল নিয়ে যা খুশি তা-ই বলতে পারবেন না। এই দলীয় শৃঙ্খলা না মানলে তাঁকে প্রথমে শোকজ করা হবে। সংশ্লিষ্ট নেতাকে জবাব দিতে হবে। দলনেত্রীর ওই কড়া নির্দেশের পর দলীয় শৃঙ্খলারক্ষার প্রথম নজির তৈরি হল তৃণমূলে। তৃণমূল সূত্রেই খবর, মমতার নির্দেশ, পর পর তিন বার কোনও নেতা যদি একই ঘটনা ঘটান, তা হলে ওই নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হবে।

ঘটনাচক্রে, নেত্রীর নির্দেশের ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই দল নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন হুমায়ুন। তিনি বলেছিলেন, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে কয়েক জন ঘিরে রয়েছেন, যে ক’জন নিজেদের পরিকল্পনার মধ্যে রেখেছেন, তাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কতটা ভাল চান, পশ্চিমবঙ্গের শাসক হিসাবে তাঁকে দীর্ঘমেয়াদে দেখতে চান কি না, তা নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যাঁরা ক্ষমতায় আছেন, যাঁরা দলটাকে গুলিয়ে দিতে চাইছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে নিজের জায়গা ঠিক রাখতে চাইছেন, কানে মন্ত্রণা দিচ্ছেন, ২০২৬ সালে তাঁরা জবাব পাবেন। আমি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নেতা মানি। তৃণমূল যদি আগামী দিনে আমাকে টিকিট না দেয়, বেঁচে থাকলে অপকর্মের জবাব দেব।’ তৃণমূল সূত্রে খবর, বিধানসভার বাইরে দাঁড়িয়ে হুমায়ুনের ওই মন্তব্যে বেজায় অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছে দলীয় নেতৃত্বকে।

ট্যাব-কাণ্ডে আরও ২ মাথা ধৃত দুই জেলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকারের পোর্টাল ‘হ্যাক’ করেই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নম্বর পাল্টে ফেলে টাকা আত্মসাৎ! ট্যাব-কাণ্ডের অন্যতম মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে এমনই দাবি করল পুলিশ। মালদহের হরিশচন্দ্রপুর থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন মহম্মদ মোবারক হোসেন নামে এক ব্যক্তি। শুধু মালদহ নয়, উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁর এক স্কুলের ট্যাব কেলেঙ্কারিতে জড়িত এক মহিলাকেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আনোয়ারি খাতুন নামে ওই মহিলা উত্তর দিনাজপুরের বাসিন্দা।

হরিশচন্দ্রপুরের কনুয়া ভবানীপুর হাই স্কুলের একাধিক পড়ুয়া ট্যাবের টাকা পায়নি বলে অভিযোগ করেছিল। ঘটনার তদন্তে নেমে এ বার মোরাবককে ধরল ব হরিশচন্দ্রপুর থানার পুলিশ। তাঁর কাছ থেকে ৯৫টি সিম কার্ড, ৬৫টি এটিএম, বেশ কয়েকটি পেনড্রাইভ, দুটি মোবাইল এবং একটি ল্যাপটপ মিলেছে। তদন্তকারীদের অনুমান, বিভিন্ন সিম এবং এটিএম কার্ড ব্যবহার করে জালিয়াতির ফাঁদ পেতেছিলেন অভিযুক্ত। স্থানীয় সূত্রের খবর, মালদহের তিনটি স্কুল থেকে প্রতারণার অভিযোগ ওঠে। সেই তালিকায় ছিল কনুয়া ভবানীপুর হাইস্কুল। অভিযোগ, ৩৫ জন পড়ুয়ার ট্যাবের টাকা ঢুকে যায় অন্য অ্যাকাউন্টে। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে। অভিভাবকেরা ওই বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক রাজা চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু সে সময় প্রধানশিক্ষক ট্যাবের টাকা গরমিলের দায় পুরোটাই চাপিয়েছিলেন বিদ্যালয়ের করণিকের ঘাড়ে। তবে তদন্তে নেমে উঠে আসে অন্য তথ্য। পুলিশ সূত্রে খবর, বাংলার শিক্ষা পোর্টাল হ্যাক করে সেখানে পড়ুয়াদের অ্যাকাউন্ট নম্বর বদলানো হয়েছিল। পোর্টাল খতিয়ে দেখে মোবারকের নাম পায় পুলিশ। উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর থানার সহযোগিতায় অভিযুক্তকে হেপাজতে নেয় হরিশচন্দ্রপুর থানার পুলিশ। এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত কি না, তা জানার চেষ্টা চলছে।

আলোচনার মধ্যে মাইক বন্ধ, প্রতিবাদে বিধানসভায় ওয়াক আউট বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিজেপি বিধায়ক তাপসী মণ্ডলের মাইক বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগে বুধবার বিক্ষোভে উত্তাল হল বিধানসভা। ওয়াকআউট করে বিজেপি। নারী নির্যাতনের অভিযোগ তুলে ওয়াকআউট করে বিজেপি। বিধানসভার বাইরে এসে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি বিধায়করা।

বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ বলেন, ‘আরজি করের ঘটনার পরেও আমাদের রাজ্যে নারী ও শিশুদের ওপর নির্যাতন চলছেই। শারীরিক অত্যাচার ও খুন ক্রমবর্ধমান। এর বিরুদ্ধে আমাদের মহিলা বিধায়করা এদিন বিধানসভায় একটি মুলতুবি প্রস্তাব জমা করেন। এই মুলতুবি প্রস্তাবের ভাষ্যে এডিটেড পার্ট তাঁদেরকে পড়তে দেওয়া হয়। কিন্তু আলোচনার সুযোগ রাখা হয় না। আমাদের বিধায়ক তাপসী মণ্ডল, শিখা চট্টোপাধ্যায়, মালতি রাভা, চন্দনা বাউড়ি সবাই মিলে যখন প্রতিবাদ করেন, তখন তাপসী মণ্ডলের মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়।’ তাঁর বক্তব্য, ‘আসলে তাপসী মণ্ডলের যে মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, সেটা আসলে পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য মহিলা ও শিশুদের কথা বলার মাইক ছিল। তাঁদেরই কণ্ঠরুদ্ধ করা হয়েছে।’ তাঁর কথায়, স্পিকারের এই আচরণের প্রতিবাদ করতেই তাঁরা ওয়াকআউট করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে শঙ্কর বলেন, ‘আসলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পরই বলেছিলেন, বিরোধীদের মুখে সেলোটেপ মেরে দিতে। এদিন স্পিকার সেটাই করেছেন। এটা তো মুখ্যমন্ত্রীর আচরণেরই ভাষ্য।’ যদিও বিধানসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন যে এডিটেড ভার্সনই পড়তে হবে, সেটাই নিয়ম। কিন্তু তাপসী মণ্ডল তার বাইরের অংশ পাঠ করছিলেন বলে সেটা রেকর্ড না করার নির্দেশ দেন তিনি। তাও তাপসী মণ্ডল বলতে থাকলে মাইক বন্ধের নির্দেশ দেন স্পিকার। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবারই বাংলাদেশে চিন্ময়কৃষ্ণ দাস গ্রেপ্তারির আঁচ পড়ে বিধানসভায়। প্রতিবাদে সোচ্চার হয় বিজেপি। বিধানসভার বাইরে মিছিলও করেন বিজেপি বিধায়করা। আগামী দিনে কলকাতায় রাস্তায় নামার কর্মসূচিও ঘোষণা করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

ইডির জালে প্রয়াগ গ্রুপের ২ ডিরেক্টর

নিজস্ব প্রতিবেদন: আর্থিক তছরূপের মামলায় গ্রেপ্তার প্রয়াগ গ্রুপের দুই ডিরেক্টর। আলিপুরের বাড়ি থেকে সংস্থার কর্ণধার বাসুদেব বাগচিকে গ্রেপ্তার করেছে ইডি। তাঁর ছেলে অভীককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে মুম্বই থেকে। বাড়িতে টানা তল্লাশির পর এই গ্রেপ্তারি বলেই খবর। জানা গিয়েছে, প্রয়াগ গোষ্ঠীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ কত, এর সঙ্গে কোনও প্রভাবশালীর যোগ রয়েছে কি না, থাকলে তারা কারা, কীভাবে যুক্ত সবটা জানতেই ধৃতদের নিজেদের হেপাজতে রেখে জেরা করতে চায় ইডি। উল্লখ্য, এর আগে ২০১৭ সালের ১৫ মার্চ, চিটফান্ড মামলায় প্রয়াগ গোষ্ঠীর দুই ডিরেক্টর বাবা-ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছিল সিবিআই। ১৯৯৭ সালে ব্যবসা শুরু করেছিল প্রয়াগ গ্রুপ। ইডির অভিযোগ, এই অর্থলগ্নি সংস্থা বাজার থেকে ২ হাজার ৮০০ কোটি টাকা তুলেছে। যার মধ্যে ১ হাজার ৯০০ কোটি টাকা তারা ফেরত দেয়নি। গত জুলাইয়ে ইসিআইআর করে তদন্ত শুরু করে ইডি। মঙ্গলবার দুই কর্ণধারের কলকাতা ও মুম্বইয়ের ঠিকানায় হানা দেন ইডি আধিকারিকরা। দিনভর চলে তল্লাশি। রাতে আলিপুরের বাড়ি থেকে সংস্থার কর্ণধার বাসুদেব বাগচিকে গ্রেপ্তার করে ইডি। ছেলে অভীককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে মুম্বই থেকে।

ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কায় তামিলনাড়ুর আট জেলায় দুর্যোগের পূর্বাভাস

নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর: দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া গভীর নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে চলেছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর (ইন্ডিয়ান মেটিওরোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট বা আইএমডি)। উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণ করে তাদের পূর্বাভাস, আগামী দু’দিনে ঘূর্ণিঝড়টি ক্রমশ উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিমে তামিলনাড়ু উপকূলের দিকে অগ্রসর হবে। আর এর প্রভাবে আগামী দু’-তিন দিন তামিলনাড়ুর আট জেলায় দুর্যোগ চলার পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস।

তামিলনাড়ুর আঞ্চলিক আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে চেন্নাই, ময়িলাদুথুরাই, তিরুভারুর, নাগাপট্টিনম, তিরুভাল্লুর, কাঞ্চিপুরম, চেঙ্গলপেট এবং কাড্ডালোর জেলায়। ইতিমধ্যেই এই আট জেলায় সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসাবে স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখা হয়েছে। নাগাপট্টিনম, তিরুভারুরের মতো উপকূলবর্তী জেলায় মঙ্গলবার থেকেই আবহাওয়া পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। তাই মঙ্গলবার থেকেই সেখানে স্কুল-কলেজ বন্ধ।

দুর্যোগ পরিস্থিতির মোকাবিলায় মঙ্গলবারই উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে এমন জেলাগুলিতে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা দল মোতায়েন করার নির্দেশ দেন তিনি। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ১,৬৩৪টি ত্রাণশিবির প্রস্তুত রাখছে রাজ্য প্রশাসন। আপৎকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলায় জেনারেটর, নৌকোও মজুত রাখা হচ্ছে। দুর্যোগ বাড়লে চেন্নাই বিমানবন্দরে বিমান পরিষেবাও ব্যাহত হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ঘূর্ণিঝড়টি তৈরি হলে তার নাম হবে ‘ফেনজল’। নামকরণটি করেছে সৌদি আরব। অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে উত্তর আন্দামান সাগর এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলে সৃষ্ট ঘূর্ণাবর্ত আরও ঘনীভূত হয়ে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়। সেটির নাম ছিল ‘ডেনা’।

কাজ চলবে পুরনো প্যান কার্ডেই

■ সদ্য ২৪ ঘণ্টা আগে নতুন প্রযুক্তির প্যান কার্ড চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। অত্যাধুনিক সেই প্যান কার্ডে থাকবে ‘ডায়নামিক কিউআর কোড’। এই নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি দেখা দেওয়ায় মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়, যাঁদের কাছে এখন প্যান কার্ড রয়েছে, তাঁদের এই নতুন প্যান কার্ডের জন্য আবেদন করতে হবে না। পার্মানেন্ট অ্যাকাউন্ট নম্বরও বদলের প্রয়োজন নেই। কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক জানিয়েছে, যাঁদের প্যান কার্ড রয়েছে, তাঁদের নতুন ব্যবস্থায় নতুন কার্ডের প্রয়োজন নেই। তবে প্যানে নাম, ঠিকানা, ই-মেল, মোবাইল নম্বর বদলের প্রয়োজন হলে নতুন প্যান কার্ডের জন্য আবেদন করা যেতে পারে। সে জন্য আধুনিক প্যান কার্ড ব্যবস্থা বা ‘প্যান ২.০’ চালু হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

মুলতুবি অধিবেশন

■ আদানি ‘ঘুষকাণ্ডে’ আলোচনার দাবি জানায় বিরোধীরা। শুধু আদানি নয়, মণিপুর প্রসঙ্গও ওঠে বুধবারের অধিবেশনে। লোকসভা এবং রাজ্যসভা; সংসদের দুই কক্ষেই আলোচনার দাবিতে হট্টগোল শুরু হয়। যার জেরে আলোচনা ছাড়াই দ্বিতীয় দিনও মুলতুবি হয়ে যায় সংসদের উভয় কক্ষে।

‘মোদির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত’

■ মুখ্যমন্ত্রী নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপরেই ছাড়লেন শিবসেনা প্রধান একনাথ শিণ্ডে। মোদিকে ‘পরিবারের প্রধান’ বলে সম্বোধন করে জানালেন, প্রধানমন্ত্রী যা সিদ্ধান্ত নেবেন, তাতেই সমর্থন জানাবে শিবসেনা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৫/১১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১০ নং এফিডেভিট বলে আমি Mousumi Pal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Biswanath Pal ও B. N. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৬/১১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৭৯৩১ নং এফিডেভিট বলে Chitradeep Sur S/o. Uday Sankar Sur ও Chitradeep Sur S/o. Lt. U. S. Sur সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৫/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫১৭৫ নং এফিডেভিট বলে Saiyed Korban Ali S/o. Saiyed Mohammad Hossen ও Korban Ali S/o. Mahammad Hossen সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/১১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৭৮৬৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Saokat Ahmed (old name) S/o. Ramjan Ali Mallick R/o. Bhatua, Rajhat, Polba, Hooghly-712123, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Saukat Ahmed (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Saokat Ahmed & Saukat Ahmed S/o. Ramjan Ali Mallick উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Sultan Ahmed.

নাম-পদবী

গত ২৭/১১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৭৯৫৩ নং এফিডেভিট বলে Jhantu Kumar Biswas S/o. Late Bishnupada Biswas ও Jhantu Biswas S/o. B. P. Biswas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পরিবর্তন

আমি **Dipa Biswas,** স্বামী সুমিত বিশ্বাস, সাকিন ২৩৩/৯/১, বিবেকানন্দ নগর, ইস্ট কাপতি পাড়া রোড, শ্যামনগর, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩১২৭, পশ্চিমবঙ্গ, ১৮ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতা সমীপে হলফনামা দাখিল বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের জন্ম শংসাপত্রে ভুলক্রমে আমার নাম **Dipa Mondal Biswas** হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। **Dipa Biswas** এবং **Dipa Mondal Biswas** এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

বিজ্ঞপ্তি

পঃবঃ সরকারের ভূমি দপ্তরের গত ইং ২৭/০২/২০২৪ তারিখের আদেশ অনুসারে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি হইতেছে যে, আমি পাঁচুগোপাল বিশ্বাস, পিতা নিরাঞ্জন বিশ্বাস, সাং ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী রোড, পোঃ শক্তিনগর, থানা কোতয়ালী, জেলা নদীয়া, কৃষ্ণনগর থানার অর্ন্তগত ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজার আর এস ১২৮৯৬ ও ৩২৬৬৫ এল আর ২৩৮৭০ দাগের আর এস ৩২৭১ এল আর ২৭১২৯ খতিয়ান থেকে ১২ শতক সম্পত্তি গত ইং ০৭/০২/২০২৩ তারিখে A.D.S.R কৃষ্ণনগর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-1377/2023 নং একখানি আমমোক্তারনামা দলিল বলে মূল মালিক প্রভাত সাহা ওরফে প্রভাত কুমার সাহা সাং ২ নং যতীন সাহা রোড, পোঃ শক্তিনগর, থানা কোতয়ালী, জেলা নদীয়া মহাশয়ের দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়াছি এক্ষনে অর্পন কুন্ডু, পিতা অমল কুন্ডু, সাং ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী রোড, পোঃ শক্তিনগর, থানা কোতয়ালী, জেলা নদীয়ার ০২/০২/২০২৪ তারিখে A.D.S.R অফিসে ১১৩৪/২০২৪ নং দলিলে আর এস ১২৮৯৬ এল আর ২৩৮৭০ দাগের আর এস ৩২৭১ এল আর ২৭১২৯ খতিয়ান থেকে ৪.১৩ শতক বিক্রয় করিয়াছি। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে B.L & L.R.O কৃষ্ণনগর-১ ও A.D.S.R কৃষ্ণনগর অফিসে যোগাযোগ করুন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৮শে নভেম্বর। ১২ই অগ্রহায়ণ। বৃহস্পতিবার। ত্রয়োদশী তিথি। জন্মে তুলা রাশি, অষ্টোত্তরী বুধের ও, বিংশোত্তোরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : প্রাপ্তি। বিদ্যা ভাগ্য ভালো। আজ বাধা থাকলেও, নতুন কিছু করার শক্তি পাবেন। বৈবাহিক জীবনে কিছু সমস্যা আসছে, প্রতিবেশীর দ্বারা সমাধান। ঋর কর্ম ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান বৃদ্ধির সুযোগ। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

বৃষ রাশি : মানষিক ভাবে ভাল। সম্পর্কে শুভত্ব আনতে চেষ্টা করতে হবে। পরিবার এর কোন গোপন কথা, সমস্যা তৈরি করতে পারে। এক প্রবীনা সদস্য র ভুল বাক্য দ্বারা হঠাৎ করেই সমস্যা হবে। যারা কম্পিউটার টেকনোলজি বিভাগে কাজ করছেন, তারা সম্মান পাবেন। মন্ত্র গণ গণশায় নমঃ। শুভ রং ঘিয়ে। শুভ দিক উত্তর।

মিথুন রাশি : কিছু শুভ। মানুষ চিনতে ভুল করেছেন। তৃতীয় ব্যক্তির জন্য পরিবারে, ভুল বোঝাবুঝি হবে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য আজ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। বিশ্বাস করে যাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, নজর রাখুন সেই দিকে। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক পূর্ব।

কর্কট রাশি : তর্কে জিততে পারবেন না। নৈরাশ্য হতাশা গ্রাস করবে মনটাকে। নতুন বন্ধুত্বের অনুরোধ, কেন উপেক্ষা করছেন? সময় দিন, শুভ হবে। সম্পত্তি দখল নিয়ে মামলা শুরু হতে পারে। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : খুব ভালো যোগাযোগ হবে। সবাই সামনে আপনার কথা মেনে নিয়ে, পিছনে বসে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের করছে। সতর্ক থাকুন। খাদ্যদ্রব্যর ব্যবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। মন্ত্র ওম গন গণেশায়। শুভ রং। হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : পরিবার পরিজন সবাই আজ আপনার সহযোগ করবেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। প্রবীন নাগরিক হিসেবে আজ আর্থিক সাহায্য পাবেন। তবে পুরাতন কোন মামলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : এক বান্ধব দ্বারা সুসংবাদ প্রাপ্তি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। আজ মন খুলে বান্ধব দের সাথে কথা বলতে পারেন। শুধু সন্ধ্যার পর অপরিচিত র ফোন না ধরা ভাল। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। যারা কস্মেটিক্স ব্যবসা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি নিশ্চিত। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : দুঃখ প্রাপ্তি। সতর্ক থাকুন। আজ হয়রানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোন সমস্যা তৈরী হবে ব্যাংক লোন নিয়ে। কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কিছু প্রমান দিতে হতে পারে। রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের সাথে শুভ। মন্ত্র শন শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : বিবাহিত জীবনের জন্য শুভ। আজ ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে কোন তৃতীয় ব্যক্তির ব্যবহারে সমস্যা তৈরী হতে পারে। একটু সতর্ক থাকুন, ছলনা কারী স্বজন কে আজ চিনতে পারবেন। মোটর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজে আজ সফলতা। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

মকর রাশি : শান্তির বাতাবরন পরিবারে। ফোন কলে আজ লাভ প্রাপ্তি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা শুভ। যারা উচ্চ বিদ্যা তে আছেন, সফলতা অর্জন করতে পারবেন। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে শুভ। লৌহ আকরিক ব্যবসা তে ধন প্রাপ্তি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : ধার্মিক আধ্যাত্মিক মন যুক্ত দিন। আপ্যায়ন ভাল, তবে আজ দুই পরিচিত মানুষ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হবে। সবাই আপনার মতো সরলতায় পূর্ন নয়। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : প্রতিবাদ না করাটা ভাল। আজ সত্য উদঘাটন হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে কষ্ট। মনের মানুষ কে ভুল বুঝে কষ্ট পাবেন। আর্থিক স্থিতি শুভ। প্রেমিক যুগল, বয়স্কদের সাহায্যে নিয়ে এগিয়ে যাও, শুভ হবে। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

আমমোক্তারনামা

লিখিতং ঃ আমি মিলন বাড়ৈ, পিতা শ্রী রবীন বাড়ৈ সাং সাগুলা জি বি কলোনী, পোঃ সাগুলা, থানা কল্যাণী, জেলা নদীয়া নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি আমি বিগত ২৭/১২/২০২২ তারিখে কল্যাণী এ.ডি.এস. আর অফিসের এ.ডি.এস.আর অফিসের I নং বহির ৬৮৮৩ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে সুভাষ সরকার এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়া বিক্রয় করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হই। উক্ত আমমোক্তার দলিল বিষয়ে যদি কাহারও কোন আপত্তি বা অভিযোগ থাকে তাহলে ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে অভিযোগ জানাইবেন।
তপশীল সম্পত্তির পরিচয় ঃ জেলা নদীয়া, থানা কল্যাণী, মৌজা ৮০ নং সগুলা, এল আর খতিয়ান ১১৩১/১ নং, আর এস ও এল আর দাগ ৪৪৩, জমির পরিমান ৬.৬ শতক
প্রসেনজিৎ সরকার, আলাইপুর, চাকদহ, নদীয়া

আমমোক্তারনামা

লিখিতং ঃ আমি নিরঞ্জন মন্ডল, পিতা মৃত সারথী মন্ডল, সাং জঙ্গল, পোঃ মদনপুর, থানা চাকদহ, জেলা নদীয়া নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি আমি বিগত ১৮/০৬/২০১৮ তারিখে কল্যাণী এ.ডি.এস. আর অফিসের IV নং বহির ১৯১ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে মায়া দাস দিং এর পক্ষে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়া বিক্রয় করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হই। উক্ত আমমোক্তার দলিল বিষয়ে যদি কাহারও কোন আপত্তি বা অভিযোগ থাকে তাহলে ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে অভিযোগ জানাইবেন।
তপশীল সম্পত্তির পরিচয় ঃ জেলা নদীয়া, থানা চাকদহ, মৌজা ৯৫ নং জঙ্গল, এল. আর খতিয়ান ২৯৬ নং আর. এস ও এল. আর দাগ ৯০৪, জমির পরিমান ৪০ শতক
প্রসেনজিৎ সরকার, আলাইপুর, চাকদহ, নদীয়া

আমমোক্তারনামা

লিখিতং ঃ আমি শুভঙ্কর চক্রবর্ত্তী, পিতা মৃত সমীর চক্রবর্ত্তী সাং সগুলা, থানা কল্যানী, জেলা নদীয়া নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি আমি বিগত ১৮/০৬/২০২৪ তারিখে কল্যানী এ.ডি.এস.আর অফিসের I নং বহির ৩১৬৯ নং রেজিষ্ট্রিকৃত আমমোক্তার নামা দলিলমূলে ১) ডলি চক্রবর্ত্তী স্বামী শ্রী সমীর চক্রবর্ত্তী ২) শ্রীমতি অনুশীলা মজুমদার, পিতা সমীর চক্রবর্ত্তী ৩) দিপঙ্কর চক্রবর্ত্তী, পিতা সমীর চক্রবর্ত্তী ৪) ছন্দা মল্লিক, স্বামী বেচারাম মল্লিক ৫) ইলা ভট্টাচার্য্য, স্বামী দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য সকলের পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়া বিক্রয় করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হই। উক্ত আমমোক্তার দলিল বিষয়ে যদি কাহারও কোন আপত্তি বা অভিযোগ থাকে তাহলে ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে অভিযোগ জানাইবেন।
তপশীল সম্পত্তি পরিচয় ঃ জেলা নদীয়া, থানা কল্যানী, মৌজা ৮০ নং সগুলা, এল.আর খতিয়ান ২০৩১ নং, এল.আর দাগ ১৪৪৫ নং দাগে, জমির পরিমান ১২, এল. আর দাগ ১৪৪৮ নং দাগে, জমির পরিমান ১২ শতক, এল. আর দাগ ১৪৪৯ নং দাগে, জমির পরিমান ০১, এল আর দাগ ১৪৫০ নং দাগে, জমির পরিমান ০১
প্রসেনজিৎ সরকার, আলাইপুর, চাকদহ, নদীয়া

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা – হুগলী, সদর -চুঁচুড়াস্থিত ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং - ১৫/২০২৩
শ্রী অরিজিৎ সাহা, পিতা - শ্রী স্বপন কুমার সাহা, সাং- সোমসপুর, পোঃ ও থানা- ধনিয়াখালি, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২৩০২।
.....**দরখাস্তকারী**

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, দরখাস্তকারী অধুনামৃত **বৈদ্যনাথ সাহা,** পিতা- স্বর্গীয় কালিপদ সাহা, সাং- সোমসপুর, পোঃ ও থানা- ধনিয়াখালি, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২৩০২ দ্বারা নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি লইয়া সম্পাদিত উইল বা চরম ইচ্ছা পত্রটির প্রবেট প্রাপ্ত হইবার নিমিত্তে উক্ত আদালতে অত্র মোকদ্দমা দাখিল করিয়াছে।

যদি উক্ত বৈদ্যনাথ সাহা মহাশয়ের কেহ উত্তরাধিকারী বা তাহার উক্ত উইলটির বা উক্ত উইলের লিখিত সম্পত্তির প্রতি অধিকারী থাকে বা কেহ আপত্তি দাখিল করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন সেক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি জারীর তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তিনি স্বয়ং বা উকিল দ্বারা উপস্থিত হইয়া আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন নচেৎ আইন মোতাবেক পরবর্ত্তী শুননী ও আদেশ হইবে।

তপশীল সম্পত্তি

৬৮ শতক পরিমিত হুগলী জেলার কেশবপুর মৌজায় অবস্থিত, ২২ শতক পরিমিত হুগলী জেলার ধনিয়াখালী থানার অন্তর্গত সোমসপুর মৌজাস্থিত গৃহাদীসহ সম্পত্তি, ০৪ শতক পরিমিত হুগলী জেলার ধনিয়াখালী থানার অন্তর্গত সোমসপুর মৌজাস্থিত একটি অফিসঘর ও গোডাউন।
জেসমিন রাইসমিল প্রাইভেট লিমিটেডের ১৫০০ শেয়ার, পূর্ন কোল্ড স্টোরেজ প্রাইভেট লিমিটেড ২৫০০০ শেয়ার, রূপবানী সিনেমা প্রাইভেট লিমিটেডের ১০টি শেয়ার, শ্রীদূর্গা সিনেমা প্রাইভেট লিমিটেডের ১২০টি শেয়ার, তারামা ফ্লিম প্রাইভেট লিমিটেডের ১০টি শেয়ার ও বিবেকানন্দ হিমঘর প্রাইভেট লিমিটেডের ১০০০ শেয়ার।
হুগলী প্রোজেক্টস এলএলপি এর লভ্যাংশ ও মুলধনের ১০.৬৪ শতাংশ ও ১,৫৯,০০০ টাকা মুলধন এবং বৈদ্যনাথ সাহা ও স্বপন কুমার সাহা নামক এ.ও.পি এর সদস্য হিসাবে লভ্যাংশের ৯৯ শতাংশ।
০২/০২/২০১৭ তারিখের বিষ্ণুকুমার সরফ-এর মুল্যায়ন দ্বারা মুল্যায়িত বৈদ্যনাথ সাহা মহাশয়ের নাম বরবার সমস্ত অলঙ্কার, সোনার গহনাদি, কয়েন, রূপোর বাসন, রূপোর সামগ্রী ও রূপোর কয়েন।
বৈদ্যনাথ সাহা মহাশয়ের নাম বরাবর বন্ড পিপিএফ, ফিক্সড ডিপোসিট, নগদ ও ব্যাঙ্কে জমাকৃত অর্থ এবং অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি।
বৈদ্যনাথ সাহা মহাশয়ের নাম বরাবর সমস্ত শেয়ার, বন্ড, ডিপোসিট রিসিপ্ট, ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট যাহাতে তিনি একমাত্র হোল্ডার বা যৌথ প্রথম হোল্ডার। ইতি -
দরখাস্তকারীর পক্ষে
রাজেশ কুমার মন্ডল (এ্যাডভোকেট)
আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরন সিং (সেরেস্তাদার)
জেলা - হুগলী, সদর -চুঁচুড়াস্থিত ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত

সমীর পল্লে মহাশয় ইংরাজীর ২৩.০৯. ২০২১ তারিখে শ্রীমতী কুহেলী কোলে মহাশয়াকে ১১৫৭ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, হাওড়ার ডি. এস. আর. রেজিষ্ট্রী অফিসে, বর্তমানে এই দলিল বলে শ্রীমতী ঝর্না সাঁতরা মহাশয়া জমি রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন। এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকে বালী জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। * মৌজা- বালী, জে.এল.-১৪, হাল দাগ নং-২৫২।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমি, আমার মক্কেল **শ্রী বিপ্লব গুপ্ত,** পিতা- শক্তি গুপ্ত, সাকিন- ভাটিয়া বস্তি কদমা, জামশেদপুর, পূর্ব সিংভূম, ঝাড়খন্ড, এরপক্ষে এই মর্মে সমস্ত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিতেছি যে, **বিক্রেতাগন:- ১) শ্রী হেমন্ত নায়েক, ২) শ্রী আনন্দ নায়েক** উভয়ের পিতা-৺সুরেন্দ্র নায়েক সাং- কাশিডাঙ্গা, পোঃ- নারদা, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- ঝাড়গ্রাম। **৩) শ্রী বসন্ত নায়েক** পিতা-৺সুরেন্দ্র নায়েক সাং- এস.কে. চ্যাটার্জী রোড, পোঃ ও থানা- ঘোলা, জেলা- উত্তর চব্বিশ পরগনা। **৪) শ্রীমতী ঐলা দন্ডপাট,** স্বামী- রঞ্জিত দন্ডপাট সাং- নাকিপাড়া, পোঃ- তপশিয়া, থানা- বেলেবেড়া, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর। **৫) শ্রীমত্যা লক্ষ্মী নায়েক,** স্বামী- ৺শ্রীমন্ত নায়েক। **৬) শ্রী তারিনী নায়েক, ৭) শ্রী শম্ভু নায়েক** উভয়ের পিতা-৺শ্রীমন্ত নায়েক, সাং- কাশিডাঙ্গা, পোঃ- নারদা, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- ঝাড়গ্রাম, **৮) শ্রীমতী চারুবালা নায়েক,**স্বামী- শ্রী নিত্যানন্দ নায়েক সাং- ডুমুরিয়া, পোঃ- ডুমুরিয়া শিরীষবনী, থানা- সাঁকরাইল, জেলা-ঝাড়গ্রাম। **৯) শ্রীমতী নয়ন নায়েক** স্বামী- শ্রী নিত্যানন্দ নায়েক সাং- গোবিন্দপুর, পোঃ- পাথরা, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- ঝাড়গ্রাম। **১০) শ্রীমতী সবিতা নায়েক** স্বামী- শ্রী খগেন নায়েক সাং- কয়তা, পোঃ- মদনমোহনচক, থানা- খড়গপুর জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর।
জেলা- ঝাড়গ্রাম, সাঁকরাইল থানা অন্তর্গত গোবিন্দপুর মৌজাস্থিত ১৭২ নং জে.এল. ভুক্ত ৪০৮ নং খতিয়ান ভুক্ত ১/৫৩০ দাগ ভুক্ত ৯৩ ডেসিমাল সম্পত্তি সম্পর্কে ঝাড়গ্রাম ADSR অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৩১/২০১৯ নং আমমোক্তার নামা মূলে **শ্রী প্রভাত দন্ডপাট,** পিতা- শ্রী শংকর দন্ডপাট, সাকিন - যমুনবলি, থানা- কোতয়ালী, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, মহাশয় কে তাঁহাদিগের আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়া উপরে লিখিত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার অধিকার প্রদান করিলে উক্ত আমমোক্তার নামা বলে ১৩.০৫.২০২১ তারিখে সম্পাদিত ADSR ঝাড়গ্রাম অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ১৫২০/২০২১ নং বিক্রয় কোবালা মূলে উক্ত সম্পত্তি আমার মক্কেল উক্ত **শ্রী বিপ্লব গুপ্ত** মহাশয় কে ৩,৫৫,৬০২/- টাকা মূল্যে বিক্রয় পূর্বক হস্তান্তর করিয়াছেন। উক্ত দলিল সম্পর্কে কাহারও কোনরূপ আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিবসের মধ্যে নিম্ন লিখিত ফোন নং এ অথবা রোহিনী B. L. & L.R.O. অফিসে লিখিত ভাবে জানাইবেন।
ফোন নং-৯৭৩২৫৩৮১৬১
Sk. Manzur (Advocate)
Judges' Court, Paschim Medinipur, 25/11/24.

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল রাজা দত্ত পিতা- রমেশ দত্ত সাং- বামনপাড়া, থানা- ধুবুলিয়া, জেলা-নদীয়া কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে ২৮-০৬-২০২৪ তারিখে I-6566/24 নং কোবলা দলিলে সম্পত্তি খরিদ করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত দলিলের ৭ নং বিক্রেতা মুড়াগাছা সলিল কুমার সরকার পিতা- মৃত চণ্ডিচরণ সরকার গত ইং ০৯-০৩-২০২৩ তারিখে ঐ অফিস হইতে IV/24 নং আমমোক্তার দলিল বলে তার পুত্র, ভাইপো, দাদা, বৌদি ও ভাইঝি যথা ১। সত্যনারায়ন সরকার পিতা- সলিল কুমার সরকার ২। শীলা সরকার স্বামী- ৺গোপীনাথ সরকার, ৩) সৌরিশ গোপীনাথ সরকার ওরফে সৌরীশ সরকার পিতা- মৃত গোপীনাথ সরকার, ৪। সঞ্চিতা সরকার, স্বামী- দেবাশীষ দে পিতা- ৺গোপীনাথ সরকার ৫। নীলরতন সরকার পিতা-৺চণ্ডিচরণ সরকার ৬। সৌমেন সরকার, পিতা- নীলরতন সরকার। এদের সকলের নিকট হইতে আমমোক্তার পান এবং তিনি অর্থাৎ সলিল কুমার সরকার স্বয়ং ও সকলের পক্ষের হইয়া নিম্ন তপশিল বর্ণিত সম্পত্তি আমার মক্কেলের বরাবর বিক্রয় করেন। এক্ষণে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি তার নামে রেকর্ড করাইতে ইচ্ছুক। এই ব্যাপারে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ধুবুলিয়া B.L & L.R. O অফিসে অথবা আমার সহিত ৬২৯৬৭৫৫৮৬৬ নম্বরে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় আইনত কাজ হইবে।

তপশীল সম্পত্তি

জেলা-নদীয়া, থানা- ধুবুলিয়া, মৌজা- ৫ নং বামনপাড়া, L.R খতিয়ান নং ১৬৭ R.S. ও L.R.দাগ নং ৮২২ পরিমান- ২১শঃ ঐ খতিয়ানে ৮২৪ নং দাগে ১৯ শঃ মোট ৪০ শঃ।
Biswanath Ghosh
Advocate
Krishnagar Judge Court,
Nadia

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর ১ম সিভিল জুনিয়ার ডিভিশন আদালত
Title Suit Case No. 159/2008
শ্রীমতী শোভারানী ঘোড়াই এবং দীং
........**বাদীগন।**
-বনাম-
শ্রী রামেশ্বর পাল দীং, ... বিবাদীগন।
দোলা ব্রহ্ম, পিতা-৺ দামোদর ব্রহ্ম, সাকিন-লুটুনিয়া, পোঃ-লুটুনিয়া, থানা-সবং, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর।
..... বিবাদিনী।

এতদ্বারা আপনাকে জানানো যাইতেছে, উপরোক্ত আদালতে শ্রীমতী শোভারানী ঘোড়াই দীং বাদী শ্রেনীভুক্ত হইয়া আপনাদের বিরুদ্ধে নালিশী তপশীল বর্নিত উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছে উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে আপনাদের কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা উপযুক্ত উকিলবাবুগনের দ্বারা হাজির হইয়া কারন দর্শাইবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।
ইতি
অনুমত্যানুসারে
শ্রী রবীন্দ্র নাথ গুছাইত
সেরেস্তাদার,
১ম সিভিল জজ জুনিয়ার ডিভিশন আদালত, পশ্চিম মেদিনীপুর
১৯/১১/২৪

বিজ্ঞপ্তি

সবার জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, আমরা শ্রী দীনেশ কুমার রাম ও শ্রী দিলীপ কুমার রাম, উভয়ের পিতা- রাজ কুমার রাম, গরিফা মৌজা নিবাসী থানা- নৈহাটী, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩১৬৬, বিগত ইংরাজী ৮-১১-১৭ তারিখে ৭৯১৬ নং দলিল মূলে নৈহাটী এ. ডি. এস. আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২ কাঠা ১ ছঃ ২ বর্গফুট জমি খরিদ করি। যাহা গরিফা মৌজা, জে.এল. নং- ২, খতিয়ান আর. এস ৩২৪, ৩২৫, এল. আর ৫৩৭৩, ৫৩৮৮, দাগ নং- আর.এস. ১৯০৮। ১৯৮৭, এন. আর ৩৩৩৮,
নিম্নলিখিত পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী দ্বারা রেজিষ্ট্রি হয়েছে-
১) ১ নং ও ২ নং বিক্রেতা মনিন্দ্র নাথ রায় ও অসীমা গুপ্তর পক্ষে আমমোক্তার শ্রী কৃষ্ণ কিশোর রায় যথাক্রমে পাওয়ার নং ৪০৭১ ও ৪৩২৩, এ.ডি.এস.আর নিউ দিল্লী, তাং যথাক্রমে ৭।৭।১৯৯৪ ও ৯।৭।৯৪,
২) ৮ নং হইতে ১১ নং বিক্রেতার পক্ষে এ্যাটর্নী শ্রী সৌমিত্র রায় যাহা ইংরাজী ২।৪।৯৩, এ.ডি.এস.আর হাওড়া, পাওয়ার নং - ২,
৩) ১৪ নং বিক্রেতার পক্ষে এ্যাটর্নী নুপুর রায়, পাওয়ার নং - ৩৩৮৪, তাং -২২।৪।২০১৬, এ.ডি.এস.আর ভাসাই জেলা- খান, মহারাষ্ট্র, ৪) ২১ ও ২২ নং বিক্রেতার পক্ষে এ্যাটর্নী শুভজিৎ গুপ্ত, পাওয়ার নং- ৬৫৪, তাং ১৬।৯।২১৬, এ.ডি.এস.আর জনাই, জেলা-হুগলী।
উপলিখিত পাওয়ারগুলির, বিরুদ্ধে যদি কাহারও কোন অভিযোগ থাকে তিনি যেন নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট ১৫ দিনের মধ্যে জানাইতে পারেন, তবেই এই অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে ও বিবেচনা করা হইবে, ১৫ দিন পরে কোনও অভিযোগ নামঞ্জুর হইবে।
সুবীর কুমার সরকার
এ্যাডভোকেট
ব্যারাকপুর কোর্ট
মোঃ- ৯১৬৩৪৬৩৮৪৯

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

বাড়ি থেকে ডেকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হত্যার চেষ্টা, এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: গভীর রাতে বাড়ি থেকে ডেকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা, চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটে হাওড়ার জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত পোলকুস্তিয়া দীপা এলাকায়। জন্মসূত্রে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দা অসিত ভূঁইয়া নামের এক ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে দীপা এলাকায় ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। বাড়িতে তিনি সেলাইয়ের কাজ করতেন বলেই স্থানীয় সূত্রে খবর। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, মঙ্গলবার গভীর রাতে আনুমানিক রাত একটা নাগাদ মুখ বাঁধা অবস্থায় এক ব্যক্তি অসিত ভূঁইয়ার বাড়িতে আসেন। তাকে বাড়ির বাইরে ডেকে নিয়ে যান। এরপরই আচমকাই তার উপরে ধারালো ছুরি দিয়ে আঘাত করতে শুরু করেন।

শীতের গভীর রাতে তার আর্ত চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এলে ওই হামলাকারী বেগতিক দেখে পালিয়ে যায়। প্রতিবেশীরাই তারপরে তাকে ঘটনা স্থল থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য আমতা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। পুলিশেও খবর দেওয়া হয়। সেখানেই ওই ব্যক্তি চিকিৎসাধীন রয়েছে। তার শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। হামলাকারীর খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ আধিকারিকরা। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ। ঘটনার জেরে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়।

বাংলাদেশের সনাতনীদের উপর ক্রমাগত বেড়ে চলা অত্যাচারের প্রতিবাদে ও বাংলাদেশের হিন্দুদের অস্তিত্ব রক্ষার অন্যতম মুখ, বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র প্রভু চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি পরিষদীয় দলের বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশন অভিযান।

এয়ারপোর্ট মেট্রো স্টেশন ‘জয় হিন্দ’র কাজের অগ্রগতি বিষয়ে রিভিউ মিটিং করলেন মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানজার পি উদয় কুমার রেড্ডি, এছাড়া ছিলেন মেট্রোর অন্যান্য আধিকারিকরা।

পাঁচ বছরের শিশুকন্যাকে যৌন নির্যাতন, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি : পাঁচ বছরের কিশোরীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল বাগডোগরা থানার পুলিশ। অভিযুক্তের নাম অপূর্ব দেবনাথ। বুধবার ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই বাগডোগরার গোসাইপুর এলাকায় উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়। বিক্ষুব্ধ জনতা অভিযুক্তের বাড়িতে ভাঙচুর চালায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দু'দিন আগে অভিযুক্তরা ওই এলাকার এক পাঁচ বছরের শিশু কন্যাকে চকোলেটের প্রলোভন দেখিয়ে বাড়িতে নিয়ে যায় এবং যৌন হয়রানি করে। ঘটনার দুই দিন পর শিশুটির শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। এরপর শিশুটির মা তাকে জিজ্ঞাসা করলে গোটা ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন ক্ষিপ্ত হয়ে অভিযুক্তের বাড়িতে ভাঙচুর শুরু করে। খবর পেয়ে বাগডোগরা থানার বিপুল সংখ্যক পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। নির্যাতিতার পরিবারের তরফে বাগডোগরা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

বালাজি দর্শনে যশ-নুসরত

নিজস্ব প্রতিবেদন: নতুন কাজ শুরুর আগে বালাজি দর্শনে পৌঁছলেন যশ-নুসরত। সোমবারই তিরুপতিতে পৌঁছেছেন তারকাজুটি। বুধবার সেখান থেকেই সকলকে চমকে দিলেন নতুন খবর দিয়ে। দক্ষিণী সাজে ধরা দিলেন তারকাজুটি। যশ-নুসরত বর্তমানে তাঁদের প্রযোজনা সংস্থা ওয়াইডি ফিল্মস-এর কাজে ব্যস্ত। সেই সংস্থার ব্যানারেই তৈরি হচ্ছে তাঁদের নতুন সিনেমা ‘আড়ি’। যে ছবির প্রস্তুতি আপাতত তুঙ্গে। হাতে আর মাত্র কয়েকটা দিন। ডিসেম্বর মাসেই ‘আড়ি’র শুটিং শুরু করতে চলেছেন নুসরত জাহান এবং যশ দাশগুপ্ত। আর তার প্রাক্কালেই পৌঁছে গিয়েছেন অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি মন্দিরে বালাজি দর্শনে। মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য একসঙ্গে পুজো দিয়ে মন্দির চত্বরেই ক্যামেরার সামনে ধরা দিয়েছেন যুগলে। বুধবার যশ এবং নুসরত সেসব ছবি পোস্ট করতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল।

ভারত ভ্রমণে এসে অস্বাভাবিক মৃত্যু জার্মান পর্যটকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলায় এসে অস্বাভাবিক মৃত্যু হল এক জার্মান পর্যটকের। এই জার্মান পর্যটকের নাম রিচার্ড কার্ল ম্যাক্স। সূত্রের খবর, হাওড়ার বি গার্ডেন থেকে স্পেশ্যাল ক্রুজে বুধবার উত্তরপ্রদেশের বেনারস যাওয়ার কথা ছিল বেশ কয়েকজন জার্মান পর্যটকের। এই দলেই ছিলেন ৯১ বছরের রিচার্ড কার্ল ম্যাক্স। তার আগেই ঘটে যায় অঘটন। আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই বিদেশি পর্যটক। দ্রুত তাঁকে হাওড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষ রক্ষা হয়নি। চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ সূত্রে খবর, গত ২০ নভেম্বর এক দল বিদেশি কলকাতায় আসেন। সেই দলে ছিলেন ২৪ জন জার্মান এবং ১৪ জন আমেরিকান। কলকাতা ঘুরে তাঁদের বেনারস যাওয়ার কথা ছিল। সেই মতোই হাওড়া থেকে স্পেশ্যাল ক্রুজে চেপেই গন্তব্যে পাড়ি দেওয়ার কথা ছিল বিদেশি পর্যটকদের। বুধবার ‘গঙ্গা বিহার’ নামে একটি ক্রুজও ঠিক করা ছিল তাঁদের জন্য। কিন্তু তার আগেই ঘটে যায় এই দুর্ঘটনা।

এদিকে পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পারে মঙ্গলবার রিচার্ড কার্ল ম্যাক্স নামে ওই জার্মান পর্যটককে অচৈতন্য অবস্থায় হাওড়ার একটি হাসপাতালে নিয়ে যান তাঁর সঙ্গীরা। চিকিৎসকেরা রিচার্ডকে পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে হাসপাতালে আসে বি গার্ডেন থানার পুলিশ। মৃতের সঙ্গীদের এবং তাঁরা যেখানে ছিলেন সেখানকার লোকেদের সঙ্গে কথা বলেন তদন্তকারীরা। কী ভাবে মৃত্যু হল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে খবর পুলিশ সূত্রে। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

সিআইআই-এর উদ্যোগে একটি আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিআইআই ইস্টার্ন রিজিয়নের উদ্যোগে সিজিএসটি ও সেন্ট্রাল এক্সাইজ কলকাতার চিফ কমিশনার শ্রবণ কুমার এবং সিজিএসটি ও সেন্ট্রাল এক্সাইজ কলকাতার প্রিন্সিপাল কমিশনার মনোজ কুমার কেডিয়ার সঙ্গে কলকাতায় বিভিন্ন শিল্প সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে এক মতবিনিময়ের আয়োজন করা হয়। শ্রবণ কুমার সম্প্রতি জিএসটি-তে প্রবর্তিত কয়েকটি ধারা নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। যার মধ্যে রয়েছে ১১এ, ১৬ (৫) ৭৪এ এবং ১২৮এ। এর পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে শ্রবণ কুমার বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি এও বলেন, অর্থমন্ত্রী সম্প্রতি যে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করেছেন, তাতে ই ও ডিবি-র সহজীকরণ, বিবাদ নিস্পত্তি এবং শিল্পের অতীত চাহিদা মেটাতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আপডেট দেওয়া হয়েছে।

এর পাশাপাশি শ্রবণ কুমার এও উল্লেখ করেন যে ২ থেকে ৩ শতাংশ জিএসটি করদাতাদের সমস্যা রয়েছে, যা সাধারণত তাদের জমা দেওয়া তথ্যের সঙ্গে সম্মতি যাচাই করার জন্য নির্বাচিত হয়। তিনি আরও বলেন, জিএসটি পোর্টালের অভ্যন্তরে আইএমএস (ইনভয়েস ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস) হল জিএসটিএন-এর নতুন বৈশিষ্ট্য, যা প্রতিটি ইনবার্ড ইনভয়েসের মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটিকে সহজ করবে এবং সেগুলির বিরুদ্ধে পৃথক পদক্ষেপ নেবে। আইএমএস প্রাপক করদাতাদের একটি একক ইন্টারফেস থেকে প্রতিটি অভ্যন্তরীণ চালানের সিদ্ধান্তগুলি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করতে সহায়তা করে।

প্যাটন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সঞ্জয় বুধিয়া বলেন, জিএসটি একটি হাতিয়ার হিসেবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারতীয় ব্যবসাগুলিকে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এটি ভারতের কর ব্যবস্থাকে বৈশ্বিক সর্বোত্তম পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্য করা ব্যবসা করার সহজতাকে উন্নত করেছে।

ভবা পাগলা মহাসম্মেলন দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপিঠ মন্দিরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ৩৯ তম ভবা পাগলা মহা সম্মেলন শুরু হল দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠ মন্দিরে। মঙ্গলবার রাতে প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী স্বাগতা লক্ষ্মী দাশগুপ্তের উদ্বোধনী সংগীতের মধ্য দিয়ে মহাসম্মেলনের শুভ সূচনা হল। ভবা পাগলার এই মহাসম্মেলন চলবে আগামী পয়লা ডিসেম্বর পর্যন্ত। মহাসম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন আদ্যাপীঠের সাধারণ সম্পাদক কাম ট্রাস্টি ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই, আচার্য গোপাল ক্ষেত্রী প্রমুখ।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা, ২৮ নভেম্বর ২০২৪, ১২ অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার

জোড়াফুল শিবিরে প্যানেলিস্টদের নামের তালিকা চূড়ান্ত হাইকম্যান্ডের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জোড়াফুল শিবিরে মুখপাত্রের পর এবার প্যানেলিস্টদের তালিকাও চূড়ান্ত করে ফেলল দল। যা নিয়েও রাজনৈতিক মহলে চলছে চাপানউতোর। টিভি প্যানেলিস্টের ১২ জনের তালিকা থেকে বাদ পড়ছে অনেক পুরনো মুখ। নতুন তালিকায় জায়গা পেয়েছেন জয়া দত্ত, মোশারফ হোসেন, সন্দীপন সাহারা। আগে থেকেই ছিলেন দেবাংশু ভট্টাচার্যের মতো নেতারা। তবে এবারে এই তালিকায় নাম নেই অরূপ চক্রবর্তী, ঋজু দত্ত, সুদীপ রাহা, কোহিনুর মজুমদারের। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বড় অংশের মতে, বাদ পড়া প্রত্যেকেই 'অভিষেকপন্থী' বলে পরিচিত।

প্রসঙ্গত, সোমবার কালীঘাটে দলের কর্মসমিতির বৈঠকে আবার ঠিক হয়েছে এখন থেকে আর সব বিষয়ে কথা বলবেন না তৃণমূলের মুখ পাত্ররা। থাকছে নির্দিষ্ট ভাগ। ঠিক হয়েছে এখন থেকে শুধুমাত্র দিল্লির রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, কীর্তি আজাদ, ডেরেক ও ব্রায়েন, সাগরিকা ঘোষ, কাকলি ঘোষ দস্তিদার ও সুস্মিতা দেবেরা। অন্যদিকে অর্থনীতির বিষয়ে কথা বলবেন, অমিত মিত্র, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। শিল্প বিষয়ক মুখপাত্রের দায়িত্বে থাকছেন, শশী পাঁজা ও পার্থ ভৌমিক। উত্তরবঙ্গ সম্পর্কে বলবেন গৌতম দেব, উদয়ন গুহ, প্রকাশ চিক বরাইক। বিধানসভা সংক্রান্ত ইস্যুতে জনসমক্ষে কথা বলতে দেখা যাবে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, মলয় ঘটক, মানস ভুঁইয়া, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, কুণাল ঘোষ, শশী পাঁজা ও সুমন কাঞ্জিলালদের। চা বাগানের বিষয়ে কথা বলবেন শুধু মলয় ঘটক। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, ২১ জুলাইয়ের মঞ্চে রদবদলের কথা শোনা গিয়েছিল তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে। তারপর থেকে সাংগঠনিক স্তরে রদবদল নিয়ে ব্যাপক জল্পনা শুরু হয়ে যায়। এরইমধ্যে এবার নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্ব নিয়েও চাপানউতোর তৈরি হয়ে গিয়েছে দলের অন্দরে। মুখপাত্রদের তালিকা বদলে সেই চাপানউতোর যেন আরও তীব্র হয়েছে। ভরতপুরের হুমায়ুন কবীর আবার বিস্ফোরক দাবি করে বসেছেন। তাঁর মতে, দলে অভিষেককে কোণঠাসা করার চেষ্টা চলছে। তাঁর নিশানায় দলেরই কিছু প্রবীণ নেতা। দলের অন্দরে 'অস্বস্তি' তৈরি হতেই তাঁকে শোকজও করেছে দল।

শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ পার্থ, জামিন পেতে মরিয়া প্রাক্তন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জামিন পেতে মরিয়া পার্থ চট্টোপাধ্যায়। নিয়োগ মামলায় জামিন পেয়েছেন একের পর এক অভিযুক্ত। এমনকী মঙ্গলবার জামিন পেয়েছেন শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগে সোমবার জামিন পেয়েছেন অর্পিতা মুখোপাধ্যায়। এরপরই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তবে পার্থর আইনজীবী মুকুল রোহতগীর স্পষ্ট বক্তব্য, অর্পিতাকে নিয়ে কোনও চিন্তাই নেই। তিনি বলেন, 'আই হ্যাভ নো কনসার্ন ফর হার।'

বুধবার সুপ্রিম কোর্টে ছিল পার্থর জামিন সংক্রান্ত মামলা। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের হাতে থাকা প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জামিন চান তিনি। সেই জামিনের আবেদনের শুনানি স্থগিত হয়ে গিয়েছে। পরবর্তী শুনানি সোমবার। পার্থ চট্টোপাধ্যায় কতদিন ইডি এবং সিবিআই হেপাজতে ছিলেন, সেই সম্পর্কিত তথ্য ইডি এবং সিবিআই-এর কাছে চান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং উজ্জ্বল ভুঁইয়া।

শুনানি পর্বে ইডি-র পক্ষে আইনজীবী অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু বলেন, 'পার্থ জামিন পেলে তথ্য-প্রমাণ লোপাট এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করবেন। অর্পিতা নিজের স্টেটমেন্টে জানিয়েছেন, অর্পিতা পার্থকে নিয়ে ভীত।' এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতেই রোহতগী বলেন, আমার ওঁকে নিয়ে কোনও চিন্তা নেই।

একইসঙ্গে অর্পিতার জামিনকে হাতিয়ার করেই পার্থর জামিন নিশ্চিত করার মরিয়া চেষ্টা তাঁর আইনজীবীর। আদালতে রোহতগীর দাবি, 'অর্পিতার বাড়ি থেকে টাকা উদ্ধার হয়েছে। পার্থর বাড়ি থেকে কোনও টাকা উদ্ধার হয়নি। অর্পিতা ট্রায়াল কোর্ট থেকে জামিন পেয়েছে। তাহলে তিনি কেন জামিন পাবেন না তা নিয়ে এদিন প্রশ্ন তোলেন তিনি। এছাড়াও আইনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে মুকুল রোহতগী বলেন, ২৮ মাস অর্থাৎ প্রায় আড়াই বছর জেলে আছেন পার্থ। আইনের সংস্থান অনুযায়ী, যদি কেউ প্রথমবারের অভিযুক্ত হয় তাহলে মোট শাস্তির এক-তৃতীয়াংশ সময়ে কেউ জেলে থাকলে তাকে জামিন দিতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন, আর্থিক প্রতারণার মামলায় সর্বোচ্চ সাত বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে। অর্থাৎ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, এক তৃতীয়াংশ সময় জেলে কাটিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ট্রায়াল শুরু হয়নি। একইসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে, পার্থর ৭৩ বছর বয়স। তিনি অসুস্থ।

এরই প্রেক্ষিতে অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু জানান, 'প্রায় ৫০০০০ যোগ্য ছাত্র-ছাত্রীর জীবন বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছে। পার্থ চট্টোপাধ্যায় গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী ছিলেন। গ্রেপ্তারের পর ডাক্তারের উপর প্রভাব খাটিয়ে মিথ্যা অসুস্থতার বাহানা করেছিলেন। বৃহত্তর স্বার্থে তার জামিন হওয়া উচিত নয়।' একই সঙ্গে এদিন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিন মামলার শুনানি চলাকালীন ইডি-র কনভিকশন রেট অর্থাৎ দোষী সাব্যস্ত করার হার কত, তা জানতে চান বিচারপতি। উত্তরে অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু জানান, এই মামলায় ১০০ শতাংশ কনভিকশন হবে। বিচারপতি বলেন, 'এটা পুরোটাই স্পেকুলেশন।' ইডি-র সাফল্যের হার যে খারাপ, সে কথাও উল্লেখ করে সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি বিচারপতি ভুঁইয়া এও বলেন, 'এভাবে আর কতদিন রাখা সম্ভব? এটাই প্রশ্ন। এই মামলায় ২ বছর পার হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। আড়াই-তিন বছর খুব একটা কম সময় নয়। যদি উনি দোষী সাব্যস্ত না হন, তাহলে কী হবে?'

এরপরই বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং উজ্জ্বল ভুঁইয়ার বেঞ্চ পর্যবেক্ষণে বলেন, 'এই মামলার তদন্ত শেষ করা যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ। ফলে অনির্দিষ্টকাল কাউকে জেলে রাখা যায় না।' আদালত জানতে চায়, মোট কত সময় ইডি এবং সিবিআই হেপাজতে ছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। আগামী সোমবারের মধ্যে এই তথ্য জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে বেঞ্চ।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতোই নৈহাটিতে যাত্রা শুরু বড়মা পুলিশ আউট পোস্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মঙ্গলবার বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মা-মাটি-মানুষের নামে নৈহাটির অরবিন্দ রোডের বড়মার কাছে পুজো দিতে এসেছিলেন। পুজো দিতে এসে মুখ্যমন্ত্রী মন্দির চত্বরে পুলিশ ফাঁড়ি করার কথা বলেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর সেই নির্দেশ মতোই বড়মা মন্দিরের তৃতীয় তলে যাত্রা শুরু হল ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের নৈহাটি থানার অধীনস্থ বড়মা পুলিশ আউট পোস্টের। বুধবার বিকেলে সেই বড়মা পুলিশ আউট পোস্টের উদ্বোধন করেন ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এদিন হাজির ছিলেন নৈহাটির নবনির্বাচিত বিধায়ক সনৎ দে, পুরপ্রধান অশোক চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া বলেন, ইদানিং বড়মা দর্শনে প্রচুর ভক্তের সমাগম হচ্ছে। তার প্রমাণ মিলেছে কালী পুজোর সময় এবং বড়মা বিসর্জনের দিন। তাছাড়া জলপথ, সড়কপথ এবং রেলপথে প্রতিদিন দশ থেকে কুড়ি হাজার মানুষ বড়মাকে দর্শন করতে আসেন। পুলিশ কমিশনার আরও বলেন, দর্শনার্থীদের নিরাপত্তায় মূলতঃ মহিলা ভক্তদের সুরক্ষার জন্য 'বড়মা পুলিশ আউট পোস্ট' চালু করা হল। আপাততঃ এই আউট পোস্টে একজন এসআই-সহ তিনজন এএসআই, আটজন কনস্টেবল এবং আটজন সিভিক ভলান্টিয়ার নিযুক্ত করা হয়েছে।

বকেয়া পেনশন-সহ নানা দাবিতে সোচ্চার নৈহাটি পুরসভার অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বকেয়া পেনশন ও গ্র্যাচুইটি-সহ একাধিক দাবিতে বুধবার সোচ্চার হলেন নৈহাটি পুরসভার অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা। সিটু সমর্থিত নৈহাটি পুর শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের তরফে অবিলম্বে বকেয়া পেনশন ও গ্র্যাচুইটি প্রদান-সহ একাধিক ইস্যুতে এদিন পুরসভা কম্পাউন্ডের বিভিন্ন জায়গায় পোস্টার সাটানো হয়। নিয়মিতভাবে মাসের প্রথম সপ্তাহে পেনশন প্রদান-সহ একাধিক দাবিতে তারা পুরপ্রধান অশোক চট্টোপাধ্যায়ের কাছে দরবারও করেন। পুরপ্রধান অশোক চট্টোপাধ্যায় দাবিগুলো ভেবে দেখার আশ্বাসও দিয়েছেন। পুরসভার অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী আশিস ভট্টাচার্য বলেন, এমাসে এখনও পেনশন মেলেনি। বকেয়া গ্র্যাচুইটির টাকাও মেলেনি। আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে পেনশনের টাকা না মিললে, তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন। সিটুর নৈহাটি পুর শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সম্পাদক মানিক অধিকারী বলেন, মূলতঃ তাঁরা বকেয়া পেনশন ও গ্র্যাচুইটি প্রদানের দাবি জানিয়েছেন পুরপ্রধানের কাছে। তাছাড়া অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ীকরণ করা হচ্ছে না। পুর কর্মচারীদের পিএফের টাকা জমা পড়ছে না।

অস্থায়ী কর্মীরা ইপিএফের ব্যালেন্স দেখতে পারছেন না। এসব বিষয়গুলো পুরপ্রধানকে জানানো হয়েছে।

দুই অধ্যাপকের সাসপেন্ডের দাবিতে তপ্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। মঙ্গলবার সন্ধেয় প্রথমে মাস কমিউনিকেশনের বিভাগে তালা দিয়ে দিল পড়ুয়ারা। অভিযোগ, পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন না করেই নম্বর দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই দু'জন অধ্যাপককে শোকজ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, এমনটাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর। এঁদের খাতা দেওয়ার প্রক্রিয়া থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নেওয়ার দাবি জানিয়েছে অধ্যাপক সংগঠন জুটা। এরই পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের পিএইচডি অ্যাডমিশনেও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনার জেরে তদন্ত কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছেন বিভাগীয় প্রধান।

প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা এবং গণজ্ঞাপন বিভাগে নম্বর কারচুপির অভিযোগ প্রকাশ্যে আসে। যাদবপুরের সাংবাদিকতা এবং গণজ্ঞাপন বিভাগের পড়ুয়াদের অভিযোগ ছিল, ইন্টারনাল পরীক্ষার খাতা না-দেখেই নম্বর বসিয়েছেন শিক্ষক। শুক্রবার বিভাগীয় প্রধান পরীক্ষার্থীদের খাতা দেখানোর পর সেই অভিযোগ আরও জোরাল হয়ে ওঠে। পরীক্ষার নম্বর নিয়ে বিতর্কের মাঝেই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ডিএসও এবং এসএফআই সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ক্যাম্পাস। ফ্লেক্স ছেড়া নিয়ে বচসার শুরু। পড়ুয়াদের অভিযোগ, সংঘর্ষের সময়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন নিরাপত্তারক্ষীরা। এই নিয়ে অবশ্য ডিন অফ স্টুডেন্টসের দাবি, নিরাপত্তার বিষয়টি দেখেন রেজিস্ট্রার।

সাংবাদিকতা বিভাগের পড়ুয়ারা জানান, 'উপাচার্যের কাছে আমাদের আবেদন, আরও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ করুক। ইতিমধ্যেই এখানে থ্রেট সিন্ডিকেট অ্যাক্টিভ হয়ে গিয়েছে। সায়ন্তন চট্টোপাধ্যায়দের বাঁচাতে কন্ট্রোলারদের হুমকি দিচ্ছে।'

অসুস্থ বউমা ও বৃদ্ধা শাশুড়িকে বেহুঁশ করে লুট, গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের শহরে লুটের ঘটনা। প্রশ্ন নিরাপত্তা নিয়ে। অভিযোগ, দক্ষিণ শহরতলির হরিদেবপুরে ক্যানসার আক্রান্ত এক গৃহবধূ ও তাঁর বয়স্ক শাশুড়িকে খ ুনের চেষ্টা চালায় এক দম্পতি। এমনকী চিকিৎসার জন্য রাখা চার লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দেয় এই দম্পতি। হরিদেবপুর থানায় অভিযোগ দায়ের হলে দুজনকেই গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অভিযুক্ত দম্পতি আগেও একই ধরনের অপরাধ করেছে কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

কয়েকমাস আগে হরিদেবপুরের বাসিন্দা অভিজিৎ দাসের বাড়িতে তাঁর অসুস্থ স্ত্রী ও মাকে দেখাশোনার কাজ নেন অভিযুক্ত বৈদ্য ও সঞ্জু সরকার। তাঁরা নিজেদের স্বামী-স্ত্রী হিসাবে পরিচয় দেন। অভিজিৎবাবু রাজাবাজারের একটি নামী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। তাঁর স্ত্রী ক্যানসার আক্রান্ত। মা বয়সজনিত কারণে অসুস্থ। অভিযুক্ত দম্পতি কাজে যোগ দেওয়ার পর সব ঠিকই চলছিল। কিন্তু হঠাৎই কাজ ছেড়ে দেন তাঁরা। তবে মঙ্গলবার দুপুর গড়িয়ে বিকেলে অভিজিতের বাড়িতে হাজির হন তাঁরা।

তারপর খোঁজখবর নেওয়ার ভান করে কথার মাঝে শাশুড়ি ও বউমাকে জোর করে চামচে মাদক জাতীয় তরল খাইয়ে দেন। দুজনে অবচেতন হয়ে পড়লে শুরু হয় লুট শুরু করে। আলমারি খুলে চিকিৎসার জন্য রাখা টাকা নিয়ে পালিয়ে যান প্রতারক দম্পতি। হরিদেবপুর থানার পুলিশ তদন্তে নেমে ওই দম্পতির ছবি, মোবাইলের সূত্র ধরে তাঁদের গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের থেকে চুরি যাওয়া টাকা উদ্ধার হয়েছে।

বাংলায় নারী নির্যাতনের প্রতিবাদ জানিয়ে বিধানসভা থেকে বিজেপি বিধায়কদের ওয়াক আউট।

শীত পরতেই শুরু বিকিকিনি। ধর্মতলায় ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

রেড রোডে পথ দুর্ঘটনা, আহত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পথে নেমে সচেতন হচ্ছেন না তিলোত্তমাবাসী। সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ-বলে যতই পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে সচেতনতার বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করা হোক না কেন, তাতে থোড়াই কেয়ার। ফলে প্রায় প্রতিদিনই ঘটছে পথ দুর্ঘটনা। যার থেকে বাদ পড়েনি বুধবারও। এদিন রেড রোডে দুর্ঘটনায় পড়ল গাড়ি। বুধবার দুপুরের ব্যস্ত সময় গাড়িটি রাস্তায় উল্টে যায়। ওই উল্টে যাওয়া গাড়ি থেকে গাড়ির চালক এবং দুই মহিলা যাত্রীকে পুলিশ উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে পাঠায়।

এদিকে এই ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, এসএসকেএম হাসপাতালের দিক থেকে ধর্মতলার দিকে যাচ্ছিল গাড়িটি। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে যাওয়ার সময়ে সেটি ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। এরপর একটি বাতিস্তম্ভে ধাক্কা মেরে সেটি উল্টে যায়। পথ চলতি যাত্রীরা কোনওমতে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি থেকে তিনজনকে বের করে আনেন। কোনও মতে সকলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ট্র্যাফিক পুলিশের কর্তারা জানিয়েছেন, কী করে এই ঘটনা ঘটল তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

কাউন্সেলিংয়ে যোগ দিলেন না চাকিরপ্রার্থীদের একাংশ, রয়ে গেল একাধিক শূন্যপদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চাকরি পেয়েও চাকরির জন্য প্রয়োজনীয় কাউন্সেলিংয়ে যোগদানই করলেন না বিরাট পরিমাণের চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ। ফলে কার্যত নজিরবিহীনভাবে উচ্চ প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগে প্রথম দফার কাউন্সেলিং শেষে একাধিক শূন্যপদ রয়েই গেল। উচ্চ প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাউন্সেলিং শুরু হয় গত ১১ নভেম্বর থেকে। এই পর্বের কাউন্সেলিং শুধুমাত্র বাংলা মাধ্যমের স্কুলগুলি জন্য ধার্য করা হয়। প্রথম দিন ৭০৭ জন চাকরিপ্রার্থীকে ডাকা হয়েছিল অনুমোদনপত্র হাতে নেওয়ার জন্য। এর মধ্যে বাংলায় শিক্ষকতা করার জন্য ৩৫০ জনকে এবং ইংরেজি বিষয়ে শিক্ষকতার জন্য ৩৫৭ জনকে ডাকা হয়। সেবারেও সাতশোরও বেশি চাকরিপ্রার্থীর মধ্যে অনুপস্থিত

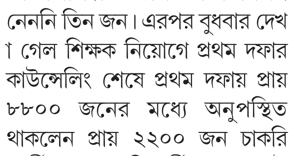

ছিলেন ১৪৪ জন। আবার কাউন্সেলিংয়ে এসেও নিয়োগপত্র নেননি তিন জন। এরপর বুধবার দেখা গেল শিক্ষক নিয়োগে প্রথম দফার কাউন্সেলিং শেষে প্রথম দফায় প্রায় ৮৮০০ জনের মধ্যে অনুপস্থিত থাকলেন প্রায় ২২০০ জন চাকরি প্রার্থী। চাকরিপ্রার্থীদের এই অনুপস্থিতির জেরে একাধিক পদ শূন্য তৈরি হয়ে গেল।

সূত্রে খবর, বাংলা, ইংরেজি বিষয়ের পাশাপাশি বিজ্ঞান বিভাগেও একাধিক চাকরিপ্রার্থী কাউন্সেলিংয়ে যোগ দিতেই এলেন না। ফলে এবার ওয়েটিং লিস্ট থেকে কাউন্সেলিং শুরু করা হবে বলে জানানো হয়েছে এসএসসির পক্ষ থেকে। ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকেই ওয়েটিং লিস্ট থেকে ফের শূন্য পদ ভর্তি করতে কাউন্সেলিং শুরু করবে এসএসসি।

প্রসঙ্গত, আইনি জটিলতার কারণে দীর্ঘদিন উচ্চ প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগ থমকে ছিল। এই সময়কালের মধ্যে অনেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি করছেন বা কেউ শিক্ষকতার চাকরি থেকে সরে অন্যান্য সরকারি চাকরিতে যোগদান করেছে। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ১৪ হাজার ৫২ জনের উচ্চ প্রাথমিকের চাকরি নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছে মহামান্য কলকাতা হাইকোর্ট। সেই মতো ধারাবাহিক কাউন্সেলিং করে চলেছে এসএসসি। নতুন করে যাতে আইনি জটিলতা সৃষ্টি না হয়, তার জন্য সংশোধিত শূন্যপদের তালিকা প্রকাশ করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন।

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের আবাসনের নিচ থেকে উদ্ধার যুবকের রক্তাক্ত দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালিগঞ্জ: বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের এক আবাসনের নিচ থেকে উদ্ধার হল যুবকের রক্তাক্ত দেহ। স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই আবাসনেরই চার তলায় থাকতেন যুবক। ওই যুবকের পকেট থেকে একটি চিরকুট পাওয়া গিয়েছে। মিলেছে, কিছু ওষুধও। পুলিশ জানতে পেরেছে, ওষুধগুলো মানসিক অবসাদ কাটানোর। এদিকে দেহ উদ্ধারের পরই তা পাঠানো হয় ময়নাতদন্তের জন্য। সূত্রে খবর, বুধবার সকালে আচমকাই আবাসনের বাসিন্দারা, ওপর থেকে ভারী কিছু পড়ার শধ শুনতে পেয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। দেখতে পান, রক্তাক্ত অবস্থায় যে যুবক পড়ে রয়েছেন, তিনি ওই আবাসনেরই চার তলার বাসিন্দা। এরপরই খবর যায় বালিগঞ্জ থানায়। পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ওই যুবকের দেহে তল্লাশি চালিয়ে এক পকেট থেকে একটি চিরকুট উদ্ধার করেন। তাতে কিছু লেখা ছিল। অন্য পকেট থেকে মানসিক অবসাদের ওষুধ উদ্ধার হয়। পুলিশ মনে করছে, ওই যুবক মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। প্রাথমিকভাবে এটিকে আত্মহত্যার ঘটনা বলেই মনে করছে পুলিশ। ময়নাতদন্তের পর কী কারণে মৃত্যু, তা স্পষ্ট হবে।

সম্পাদকীয়

আলো দূষণ একটি নীরব বিপদ, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে — একে প্রতিরোধ করতেই হবে

আলো দূষণ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, যেমন চোখ ঝলসানো আলো যা চোখে ব্যথা সৃষ্টি করে এবং দৃষ্টিশক্তিকে বিঘ্নিত করে। 'স্কাইগ্লো' বা আকাশ আলোকিত করা আলো, যেমন শহরের কৃত্রিম আলো, রাতের আকাশকে এত উজ্জ্বল করে তোলে যে তারাগুলি আর দেখাই যায় না। 'লাইট ট্রেসপাস' বা আলোর অনুপ্রবেশ, যেখানে একটি স্থানের আলো অন্য স্থানে পৌঁছে বিরক্তি বা সমস্যা সৃষ্টি করে, 'ক্লাটার' বা আলোর জট, যেখানে অনেক আলো এক সঙ্গে জমা হয়ে দৃষ্টিশক্তি ও পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে। বিশ্বে অধিকাংশ মানুষ বসবাস করেন আলো দূষিত অঞ্চলে। শহুরে এলাকায় এই পরিমাণ আরও বেশি। অতিরিক্ত আলোর কারণে ঘুমের চক্র বিঘ্নিত হওয়ায় মানসিক চাপ, বিষণ্ণতা এবং দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য সমস্যা যেমন স্থূলতা, ডায়াবিটিস এবং হৃদ্‌ রোগে ভুগছেন অসংখ্য মানুষ। অদক্ষ হাতে আলো লাগানোর কারণে প্রতি বছর বিপুল আর্থিক ক্ষতি হয়, যেটি মূলত শক্তির অপচয়। প্রতি বছর অসংখ্য পাখি আলোর কারণে মৃত্যুবরণ করে, মূলত বাতিস্তম্ভগুলিতে আঘাত পেয়ে বা অভিবাসন চলাকালে বিভ্রান্ত হয়ে। আলো দূষণ রোধ করার জন্য আমাদের এখনই সচেতন হতে হবে। যেমন অকারণ ও অপ্রয়োজনীয় আলো বন্ধ রাখা। শক্তি সঞ্চয়কারী এলইডি আলোর ব্যবহার বাড়াতে হবে। রাস্তা ও বাড়ির আলোকসজ্জা সঠিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বিজ্ঞাপনের বোর্ড ও দোকানের আলোর পরিমাণ ও সময় সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত রাখতে হবে। মানুষকে আলো দূষণের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জানাতে হবে। এ ছাড়াও নীতিনির্ধারকদের আলো দূষণ রোধে আইন প্রণয়নের জন্য উদ্যোগ করতে অনুরোধ করি। আলো দূষণ একটি নীরব বিপদ, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে। এটি রোধ করতে ব্যক্তি, সমাজ এবং সরকারের যৌথ প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

শব্দবাণ-১১৫

১			■	২		৩
	■	■	■	■	■	
	■	■	৪	■	■	
■	■	৫			■	■
৬	■	■		■	■	৭
	■	■	■	■	■	
৮			■	৯		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. বাদ্যকর, বাজনাদার ২. বাতিল, অগ্রাহ্য ৫. কর্মক্ষম ৮. — মারলে ধোকড় হয় ৯. হিন্দুদের এক পদবি।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. বাচাল ৩. জমাট, সরগরম ৪.অতি রক্ষণশীল ৬.ঘনত্ব ৭.কপালের হাড়।

সমাধান: শব্দবাণ-১১৪

পাশাপাশি: ১. বারিপ্রবাহ ৪. রসা ৫. কলাপ ৭. ললনা ৯. খাত ১১. কপালফেরা।

উপর-নীচ: ১. বার্ধুষিক ২. প্রভু ৩. হরতাল ৬. পলাতক ৮. নামকরা ১০. ভাল।

জন্মদিন

আজকের দিন

সদানন্দ বিশ্বনাথ

১৯২২. *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ভগবত ঝা আজাদের জন্মদিন।*
১৯৪৫ *বিশিষ্ট লেখক অমর গোস্বামীর জন্মদিন।*
১৯৬২ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় সদানন্দ বিশ্বনাথের জন্মদিন।*

সাধুর গ্রেফতারি আসলে অশান্ত বাংলাদেশ জুড়েই চলতে থাকা ভারতকে নিয়ে জুজুই

তন্ময় সিংহ

যে কোন দেশের পক্ষেই তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি যদি নিরাপদে চলে, নির্বাচিত সরকার যদি স্থায়ী হয়, যদি শান্তি বজায় থাকে তার থেকে কূটনৈতিক ভাবে ভালো সেই প্রতিবেশী দেশটির আর কিছু হয় না। ভারতের ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে উপমহাদেশে এক অস্থির পরিস্থিতি। পাকিস্তানে নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জন্য মানুষের প্রাণহানি ও ইমরান খানের জেলমুক্তির জন্য ব্যাপক আন্দোলন নিয়ে অস্থির। শ্রীলঙ্কা দীর্ঘদিন পর নতুন সরকার নির্বাচিত করে আগামীর দিকে তাকিয়ে। আরেক প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ তদারকি সরকারের নীরব সমর্থনে এক ধরনের ধর্মীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করার দিকে এগিয়ে চলেছে অন্ধ ভারত বিরোধিতার সাথে সাথে। কয়েকটি দৃশ্যের অবতারণা করলেই আমরা বুঝতে পারবো এই দেশগুলির বর্তমান অবস্থা কি।

দৃশ্য এক- বিমানবন্দর থেকে গোয়েন্দাদের হাতে গ্রেফতার হলেন বাংলাদেশের ইসকনের অন্যতম সাধু ও বর্তমানে দেশের তিন কোটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ও সনাতনী জাগরন জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী। গ্রেপ্তারের পরবর্তীতে সঙ্গে থাকা পার্ষদদের কিছু জানানো হলো না, তারা ধাওয়া করে দেখল ঢাকার ডিবি অফিসে হাজির কালো কাঁচে ঢাকা গাড়ি।

দৃশ্য দুই- নিম্ন আদালতে জানানো হলো গত ৩১ শে অক্টোবর বিএনপি নেতা ফিরোজ খান, যিনি পরবর্তীতে বহিষ্কৃত হন, অভিযোগ জানান ২৫ শে অক্টোবর চট্টগ্রামে সংস্থার তরফ থেকে যে সভা হয় সেখানে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার সাথে গেরুয়া পতাকা লাগিয়ে দেওয়া হয়। নিম্ন আদালতে চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীকে জাতীয় পতাকা অবমাননার জন্য আদালতে পাঠানো হলে তিনি প্রিজম ভ্যান থেকেই সকলকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও আন্দোলনের আবেদন রেখে ঘোষনা করেন যে তারা রাষ্ট্রের বিপক্ষে নয়।

তৃতীয় দৃশ্য - বাংলাদেশের অত্যন্ত প্রভাবশালী প্রথম সারির দৈনিক ক্ষুপ্রথম আলোরক্ষু সমস্ত শাখাতে ভাঙ্গচুর ও আক্রমণের ঘটনা ঘটছে। মূলত ছাত্র শিবিরের থেকে আন্দোলন গুলি সংগঠিত করা হচ্ছে, ধর্মীয় সুড়সুড়ি দেয়ার পাশাপাশি ক্ষুদিল্লির দালালক্ষু প্রথম আলোকে বয়কটের ডাক দিচ্ছে আন্দোলনকারীরা। শতভাগ্যের সাংবাদিকদের হুমকি।

দৃশ্য চার- বাংলাদেশের আরেক নামি দৈনিক ক্ষুদ্য ডেইলি স্টারক্ষু যারা হাসিনা বিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে ছাত্রদের পক্ষে সওয়াল করেছিল, তাদের নাম ডেইলির পরিবর্তে দিল্লি রেখে দপ্তরের সামনে আন্দোলন করছে ধর্মীয় কার্যক্রম করছে আন্দোলন কারীরা

উপরের এই চারটি ঘটনা ছাড়াও আমরা বিগত তিন মাসে বারবার দেখেছি বাংলাদেশের যে সমস্ত মানুষেরা এই আন্দোলনকারীদের পক্ষে শেখ হাসিনা সরকারকে হটিয়ে দেবার জন্য পথে নেমেছিল তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ। এই উগ্র ধর্মীয় শিবির সবসময় আন্দোলনের রাশ তাদের হাতে রাখতে চাই, যাতে ধর্মের ভিত্তিতে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ স্থির করে নিজেদের ভবিষ্যত ও তারা নিশ্চিত করতে পারে। তাদের বিরোধিতা করতে গিয়ে বা পক্ষে না দাঁড়ানোর জন্য আক্রমণের মুখে পড়তে হয় জনপ্রিয় চলচ্চিত্র অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী, মেহজাবিন চৌধুরী, বাঁধনের মত বিশিষ্টদের । আবার আওয়ামী লীগের সাথে যুক্ত থাকার জন্য দেশকে গৌরব এনে দেয়ার পরেও দেশের মাঠে শেষ টেস্ট খেলতে নামার গৌরব থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছে সাকিব উল হাসানকে।

আগস্ট মাসে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনার পতনের পর থেকে বাংলাদেশ জুড়ে যে অশান্তি ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তার লাগাম কোন পক্ষেরই হাতে না থাকার জন্য দেশজুড়ে ব্যাপক ভাবে অশান্তি লেগে আছে। ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনার সরকারের পতনকে দ্বিতীয় স্বাধীনতা দিবস বলে চিহ্নিত করা সমাজের সর্বস্তরের মানুষেরা বুঝতে পারেননি তাদের জন্য কি অপেক্ষা করছে। তিন মাস অতিক্রান্ত হলেও দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়নি, বাজারের অগ্নিমূল্য নিয়ন্ত্রিত হয়নি। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি না করে দৈনন্দিন কাজে ভারত বিরোধীদের ক্রিয়া কলাপের প্রতি নীরব সমর্থন দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সবচেয়ে বেশি সাহায্যকারী দেশটির প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে মদত দিচ্ছে দেশের জনমানসে। উগ্র ধর্মীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এক অংশ, প্রধান বিরোধী দল বিএনপিও বুঝতে পেরে বিরোধিতা করছে তাদের অনেকটাই।

হাসিনা সরকারের পতনের পর, ছাত্র আন্দোলনের মুখেরা ঠিক করে তারা আসলে ক্ষমতা পিছন থেকে চালনা করবে। সেই অনুযায়ী বৃদ্ধ অর্থনীতিবিদ ইউনূস কে মাথায় রেখে তদারকি সরকার গঠন হলেও, বিভিন্ন বিষয়ের উপদেষ্টা নিয়োগ হলেও দেশের শান্তি এখনো আসেনি। প্রায় তিন কোটির বেশি সংখ্যালঘু যে দেশে বাস করে সেখানে সংখ্যালঘুদের জাতীয় উৎসবে প্রচুর নিরাপত্তা সত্ত্বেও গোলমাল হয় এবং পূজার সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে কমে যায়। সংখ্যালঘু হিন্দুরা জোট বেঁধে জাগরণ মঞ্চ তৈরি করে সমস্ত সংখ্যালঘুদের একসাথে আসার কার্যক্রম বিভিন্ন জায়গায় করলে গ্রেপ্তার করা হয় দেশদ্রোহের অপরাধে একজন সংগঠককে। আসলে বিক্ষোভ কারীরা ধর্মীয় মেরুকরণ করতে চাইছে এবং এই দেশটিকে সম্পূর্ণভাবে ধর্মীয় দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে।

বিরোধী সংখ্যালঘু হিন্দুরা তখন সকল কে একত্রিত করে জোট বাঁধলে, তাদের দাগিয়ে দেয়া হচ্ছে ভারতের সমর্থনকারী দেশ বিরোধী হিসেবে। যেসব সংবাদপত্র এই উগ্র ধর্মীয় শাসনের বিরোধিতা করছে তাদের দিকে আন্দোলনকারীদের লেলিয়ে দিচ্ছে, ইন্ডিয়ার টাকায় চলা দেশবিরোধী শক্তি বলে। সাংবাদিক ও সম্পত্তির ওপর হামলা চালাচ্ছে মেরুকরণের পিছনের চালিকাশক্তিরা। ইতিমধ্যে যে বিদেশী রাষ্ট্রের হাত এই অভ্যুত্থানের পেছনে ছিল বলে অনুমান করা যায় সেখানে ক্ষমতার পরিবর্তনের সাথে সাথে দড়িতে সাপ দেখে ভয় পাচ্ছে, বর্তমান শাসকেরা। বিরোধী আওয়ামী লীগকে সম্পূর্ণভাবে বহিষ্কার করে তারা আগামী দিনের পথ নিষ্কণ্টক করতে চাইছে । আবার যেকোনো ধরনের জমায়েত দেখলেই তারা ভয় পাচ্ছে যে এই বুঝি তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে ক্ষমতার পরিবর্তন করার চেষ্টা করা হলো। শেখ হাসিনার পতনের তিন মাস পর এই সমস্ত ধর্মীয় মেরুকরণের রূপগুলি ও চেহারাগুলো স্পষ্ট হওয়ার জন্য এবং সংখ্যালঘুদের উপর বিভিন্নভাবে বাধা তৈরি হওয়ার জন্য, দেশের তিন কোটি সমাজের প্রতিনিধি হিন্দুরা এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সমাজ দেশের ধর্মীয় ও সাংবিধানিক চরিত্র পরিবর্তনের এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে একজোট হয়ে যখন আন্দোলন করছে তখন তাদের ভারত সরকারের দালাল বা ভারত সরকারের দ্বারা প্রত্যক্ষ মত প্রাপ্ত দেশ বিরোধী শক্তি হিসেবে দাগিয়ে দেওয়ার এই প্রচেষ্টা নিন্দা জনক। আরো নিন্দনীয় যখন এই সংখ্যালঘুদের আন্দোলনের প্রধান মুখকে, যিনি সাধু হিসেবে জীবন যাপন করেন, সংখ্যালঘু মানুষকে একত্রিত করেন তাদের নিরাপত্তার জন্য, তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত। তদারকি সরকার যদি এই ধর্মীয় মেরুকরণ কে শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে তাহলে দেশটির সামনে সমূহ বিপদ অপেক্ষা করে আছে। ধর্মীয় বিদ্বেষ তখন বাতাসে তীব্র হবে তখন শাসককে আরো সতর্কভাবে পা ফেলতে হবে না হলে আবার এক অশান্ত বাংলাদেশের দিকেই ভবিষ্যৎকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্মানবোধই গড়ে তুলতে পারে আদর্শ সমাজ

মতিউর রহমান

এই একবিংশ শতকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দৌলতে মানব সমাজ ও সভ্যতার অভূতপূর্ব অগ্রগতি ঘটেছে। সেই অগ্রগতি তথা সমৃদ্ধির সোপান বেয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি সুখ-স্বাচ্ছন্দে পরিপূর্ণ এক আধুনিকতর পৃথিবীর দিকে। বিজ্ঞানের আশীর্বাদধন্য আলো ঝলমলে এই আধুনিক পৃথিবীতে কেমন আছে মেয়েরা? কেমন আছে আমাদের মায়েরা , স্ত্রী , ভগ্নি , কন্যারা? তাদের জীবনে কতটুকু প্রবেশ করেছে সমৃদ্ধির আলো? কতটুকু কেটেছে আঁধার? থেমেছে কান্না? পেয়েছে প্রাপ্য অধিকার, মান-মর্যাদা? বন্দিনী নারী কতটুকু পেয়েছে স্বাধীনতা? পেয়েছে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা? প্রগতির ধ্বজা ওড়ানো পৃথিবীতে প্রশ্নগুলো উঠছে। ওঠায় স্বাভাবিক। সত্যি কথা বলতে কি, নারী সে সব কিছুই পায়নি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ও সভ্যতার পদতলে প্রতিনিয়ত পিষ্ট হচ্ছে নারী। ঘরে-বাইরে, পথে-ঘাটে, কর্মক্ষেত্রে, কি গ্রাম কি শহর - সর্বত্র নারী বঞ্চনা, অত্যাচার, নিপীড়নের শিকার। সভ্যতার এত বড়াই, জয়ঢাক, ঢক্কনিনাদের আড়ালে আজও কাঁদে নারী।

সৃষ্টির অর্ধেক অংশ পুরুষ, অর্ধেক নারী। উভয়ের সম্মিলনে পূর্ণতা পায় সৃষ্টি। বিধাতার সৃষ্টিতে নারী-পুরুষ একে অপরের পরিপূরক - অবিচ্ছেদ্য অংশ। পুরুষকে বাদ দিয়ে নারীর জীবন যেমন অসম্পূর্ণ, তেমনি নারীকে বাদ দিয়ে পুরুষের জীবনও আংশিক, অপূর্ণ। মানুষের বংশধারা গতিশীল রাখার ক্ষেত্রে উভয়েরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সন্তান ধারণ, প্রতিপালন ও তার জীবন গঠনে নারীর অবদান অপরিসীম। পরিবার, সন্তান-সংসার সামলেও জীবন ও সভ্যতার বৃহত্তর ক্ষেত্র যথা রাজনীতি, রাষ্ট্র পরিচালনা, অর্থনীতি প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে নারীও হাত লাগাতে পারে। বিশ্ব সভ্যতার বুনিয়াদ নির্মাণে নারীরও আছে অবদান। পুরুষের সঙ্গে সমান দক্ষতা ও যোগ্যতা নিয়ে সে কাজ করতে পারে। পৃথিবীর সব মহান সৃষ্টি ও কল্যাণকর কাজে নারীও রেখেছে অশেষ অবদান। সুতরাং পুরুষের মতো মর্যাদা ও অধিকার তার প্রাপ্য । কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ অবলা, দুর্বল, অদক্ষ, অকর্মণ্য বলে নারীকে দমিয়ে রাখে, তার উপর শারীরিক ও মানসিক পীড়ন চালায়। সমাজ ও ধর্মের দোহাই দিয়ে তাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখে দেয়। অশিক্ষা, কুসংস্কার, সামাজিক ও ধর্মীয় গোঁড়ামি নারীর অগ্রগতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। নারী বঞ্চিত হয় উচ্চশিক্ষা - সুশিক্ষা থেকে। আত্মমর্যাদাহীন হয়ে বেঁচে থাকতে হয় তাকে।

নারী স্নেহময়ী। তার অপার স্নেহ, মায়া-মমতা-ভালবাসায় লালিত হয় সন্তান। সে করুণার সিন্ধু। তার সেবা ও সহনশীলতা তুলনাহীন। সন্তান-সংসারের জন্য সে সব ত্যাগ করতে পারে। নিজেকে নিংড়ে দিয়ে তিল তিল করে সে সংসার গড়ে , সন্তান প্রতিপালন করে । সে পাকশালার প্রাণভোমরা, পতির পরম সুখ। যে নারী বিনা পৃথিবী বন্ধ্যা হয়ে যেত, প্রাণের প্রবাহ শুকিয়ে গিয়ে হয়ে যেত মরুভূমি সেই নারীকে আজ ঘরে-বাইরে বঞ্চিত, লুণ্ঠিত, নিপীড়িত, অত্যাচারিত হতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। যে নারীর সেবা ও সুধার পরশে মানব অস্তিত্ব টিকে আছে তার কেন আজ এই দীনদশা? এর জন্য কে দায়ী? নিঃসন্দেহে, দায়ী পুরুষতান্তিক সমাজ ব্যবস্থা। পুরুষের বেলাগাম লালসা, লোভ-লোলুপতা, আধিপত্য ও আগ্রাসনের বলি হচ্ছে নারী। পুরুষের চোখে নারী শুধুই ভোগ্যপণ্য। এই ভোগবাদী মানসিকতা, আধিপত্য, আগ্রাসনের মূলেই নিহিত আছে নারী নিগ্রহের বর্তমান স্বরূপ। পণের জন্য বধূহত্যা বর্তমানে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত কোন পার্থক্য নেই। পণ দিতে না পারায় প্রতিদিন অসংখ্য মেয়েকে প্রাণ দিতে হচ্ছে। পারিবারিক হিংসা, অত্যাচার ও পীড়নের শিকার হতে হচ্ছে অসংখ্য নারীকে। বধূর গায়ে অগ্নিসংযোগ, হত্যা করে ঝুলিয়ে দেওয়ার ঘটনা প্রতিদিন কোথাও না কোথাও ঘটেই চলেছে। টিভি ও সংবাদপত্রে চোখ রাখলে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ার কারণে নারীকে আজও কাঠগোড়ায় তোলা হয়, তাকে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। পরিবারে পুত্র সন্তানের কদর করা হয়, অন্যদিকে কন্যা সন্তানকে অবহেলা করা হয়। ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে জোর করে নাবালিকার বিয়ে দেওয়া হয়, না করতে চাইলে চলে অত্যাচার। ঘরে-বাইরে ,পথে-প্রান্তরে, কর্মক্ষেত্রে কোথাও নারী নিরাপদে নেই। সর্বত্র নারী বৈষম্য বঞ্চনা নিপীড়নের শিকার। শহুরে চাকুরিজীবী মেয়েরাও ভালো নেই। কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি, শ্লীলতাহানি, ধর্ষণের শিকার হচ্ছে তারা। বর্তমানে নারী-নিরাপত্তা বিপন্ন - সাংঘাতিকভাবে বিপন্ন। পথে-ঘাটে ইভটিজিং, শ্লীলতাহানি ব্যাপক হারে বেড়ে গেছে। বিকৃতমনা পুরুষের লালসার শিকার হচ্ছে নারী। নারী মাংসলোভী পিশাচেরা পরম-পাশবিকতায় লুণ্ঠন করছে তার নারীত্ব। কি দিন, কি রাত নারী-ধর্ষণ, ধর্ষণ করে খুনের ঘটনা আকছার ঘটছে। ইদানিং দেখা যাচ্ছে, ধর্ষণের পর খুন করে প্রমাণ লোপাটে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে দেহ। হায়দ্রাবাদ ও উন্নাওয়ে এই ধরনের ঘটনায় তোলপাড় হয় সারা দেশ। তাদের জীবন তো বটেই, পথে-ঘাটে নিশ্চিন্তে চলাফেরা করার স্বাধীনতা টুকুও আজ বিপন্ন। বর্তমানে নারী ধর্ষণের পরিমাণ ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। আট থেকে আশি যে কোন বয়সের মেয়েদের উপর বিকৃতমনা নরপিশাচের দল পাশবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আট মাসের শিশুর উপরও চলছে যৌন পীড়ন। শিশু পড়ুয়ারাও ছাড় পাচ্ছে না । প্রশ্ন জাগছে মনে , আমরা কোথায় চলেছি? সুস্থ চিন্তা - মানসিকতা বিসর্জন দিয়ে আমরা কি পশুত্বের পথে পা বাড়াচ্ছি? পরিসংখ্যান বলছে, আমাদের দেশে প্রতি মিনিটে ২২টি নারীর নারীত্ব কালিমালিপ্ত হচ্ছে। বিষয়টি বড় উদ্বেগের। আমাদের চারপাশে নিয়ত ঘটে যাওয়া ন্যক্কারজনক ঘটনাপ্রবাহ নারীকূলের কাছে যেমন আতঙ্ক, পুরুষের কাছে তেমন লজ্জার। সম্প্রতি কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ ও হত্যা নিয়ে তোলপাড় হয়েছে গোটা রাজ্য তথা সারা দেশ। প্রকৃত অপরাধীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে পথে নেমেছে নাগরিক সমাজ। এছাড়াও স্মরণকালের মধ্যে হাইদ্রাবাদ, হাথরাস, উন্নাও, কামদুনিতে মেয়েদের উপর সংঘটিত ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট করে দিয়েছে। এইসব ঘটনাগুলি সারা দেশের নাগরিক সমাজকে আলোড়িত করে। কিছু কিছু ঘটনায় বিদ্বজ্জন-বুদ্ধিজীবী, নাগরিক সমাজ গর্জে উঠছে, পথে নেমে অপরাধীদের কঠোর শাস্তির দাবি তুলছে। সে তো গুটি কয়েক ঘটনা। প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে নারী ধর্ষণ, নিগ্রহের ঘটনা। সেগুলি সব প্রচারের আলোয় আসে না। ঘটনা হচ্ছে, বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা, পুলিশ-প্রশাসনের অকর্মণ্যতা, উদাসীনতা, নিস্পৃহতার দরুণ যৌন নির্যাতনে অভিযুক্তরা উপযুক্ত শাস্তি পাচ্ছে না। ফলে যৌন-অপরাধের প্রবণতা ও পরিমাণ কমার বদলে প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। ২০১২ সালে সংঘটিত দিল্লির নির্ভয়া কান্ডের কথা আমরা জানি। সেখানে ন্যায় বিচারের দাবিতে গর্জে উঠেছিল সারাদেশ। বহু জটিলতা, টানাপোড়েনের পর ধর্ষকদের ফাঁসি হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, নারী-নির্যাতন, ধর্ষণ,খুনের ঘটনা প্রতিদিন ঘটছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজ প্রতিবাদে সোচ্চার হবে, তারপর সজাগ সক্রিয় হবে পুলিশ এমনটি হতে পারে না। তাহলে দেশের পুলিশ-প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা, সরকার কি করছে? নির্যাতিতা নারী বিচার পাবে না কেন?

বছরের একটি বিশেষ দিন অর্থাৎ নারী দিবস এলে নারীকে নিয়ে গদগদ ভক্তি ও ভালোবাসার প্লাবন নামে। তাদের নিয়ে কত না ভালো ভালো লেখা, সমবেদনা-সহানুভূতিতে ভরে ওঠে সংবাদ মাধ্যম, পত্রপত্রিকার পাতা। কত অনুষ্ঠান-আয়োজন! কত না ধূমধাম! না, এভাবে শুধু একটা দিন উদযাপনের মাধ্যমে নারীকে তার প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া যায় না। ফেমিনিজমের ঝাণ্ডা উড়িয়ে, গালভরা বক্তব্য দিয়ে নারীকে নিজেদের ভাগ্য জয় করবার অধিকার দেওয়া যাবে না। তত্ত্ব কথা আওড়ে বা কেবল আইন করে নারীদের অধিকার সুরক্ষিত করা যাবে না। আমরা যতদিন না আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন করতে পারবো, ততদিন নারীর অধিকার আর স্বাধীনতার স্লোগান ভ্রান্ত, হাস্যকর মনে হবে। মানসিকতার বদল দুতরফেই দরকার। পুরুষের তরফ থেকে ভাবনা এবং রুচিবোধের পরিবর্তন প্রয়োজন। নারী পুরুষের ভোগ্যপণ্য নয়, জীবনের অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য অংশ। নারী সম্মান ও সম্ভ্রমের বিষয়। অন্যদিকে নারী মানেই দুর্বল, নারী মানেই অসহায়-এই বোধ ও ধারণা থেকে নারীকে বেরিয়ে আসতে হবে। নারীকে বিশ্বাস করতে হবে - সে ভীরু নয়, নয় দুর্বল। নিজেকে বিশ্বাস করাতে হবে, সে চাইলেই পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পায়ে পা মিলিয়ে এগিয়ে চলতে পারে। মন থেকে মেয়েরা নিজেদের পুরুষের সমকক্ষ ভেবে এগিয়ে চলুক। রূপে নয়, গুণে বড় হতে হবে নারীকে। আত্মবিশ্বাসের ঝলকে, গুণের চমৎকারিত্বে সে মুগ্ধ করুক পৃথিবীকে। নারীকে শুধু ভালবাসলেই হবে না, তাকে মানুষ হিসাবে প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা দিতে হবে। নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্মানবোধই গড়ে তুলতে পারে আদর্শ সমাজ।

বেহাল আইসিডিএস সেন্টার মেরামতের দাবি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে পানাগড় বাজারের কমিউনিটি হল সংলগ্ন একটি আইসিডিএস সেন্টার। দেওয়ালের অধিকাংশ জায়গায় দেখা দিয়েছে ফাটল। তারই মধ্যে রোজ সকালে চলে শিশুদের জন্য খাবার বিতরণ। ওই আইসিডিএস সেন্টার মেরামতের দাবি জানিয়েছে বিজেপি।

সেন্টারের কর্মীরা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে ওই সেন্টারের দেওয়ালে ফাটল ধরেছে। এক প্রকার ঝুঁকি নিয়েই তাদের সেন্টার চালাতে হয়। বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ সভাপতি রমন শর্মা জানিয়েছেন, সেন্টারটির যা অবস্থা যে কোনও সময় সেটি ভেঙে পড়তে পারে। প্রায় ৫০ জন শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের খাবার দেওয়া হয় ওই সেন্টার থেকে। দ্রুত মেরামত না করলে যে কোনও সময় বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে বলে তাঁর দাবি।

যদিও এই বিষয়ে কাঁকসা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান উজ্জ্বল মল্লিক জানিয়েছেন, আইসিডিএস দপ্তর থেকে তাদের জানানোর পরেই তারা জল ছাদ মেরামত করে দিয়েছেন। বর্তমানে কী পরিস্থিতি হয়ে আছে সেই বিষয়ে তাদের কাছে কোনও অভিযোগ আসেনি। তবে এই বিষয়ে তারা ব্লকে ও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। যাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

পথশ্রী প্রকল্পে তিনটি রাস্তা নির্মাণের সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হতে চলেছে এবার। গত কয়েক বছর ধরে বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের পাইপ পৌঁছতে গিয়ে কাঁকসার মাধবমাঠ, সরকার পাড়া, মোল্লাপাড়া সহ আশপাশের এলাকার পিচের রাস্তা খেঁড়াখুঁড়ির ফলে বেহাল হয়ে পড়েছিল বেশ কয়েকটি রাস্তা। রাস্তা বেহাল হয়ে থাকার ফলে যান চলাচলে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। এর পরেই এলাকার মানুষ ওই সমস্ত রাস্তা মেরামতের দাবি জানায়। এলাকার মানুষের দাবি মেনে বুধবার কাঁকসার মাধবমাঠে রাস্তা তৈরির কাজের সূচনা করা হয়।

এদিন উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমনা সাহা, উপপ্রধান উজ্জ্বল মল্লিক, পঞ্চায়েত সদস্য লাল্টু চ্যাটার্জি, হিরন্ময় বন্দোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা। কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমনা সাহা জানিয়েছেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় জেলা পরিষদের আর্থিক সহযোগিতায় পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় তিনটি পিচের রাস্তা নির্মাণ করা হবে। যার দূরত্ব হল প্রায় ৩কিলোমিটার। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা বেহাল থাকার কারণে মানুষকে সমস্যার মধ্যে পড়তে হত। রাস্তা নির্মাণ হলে চলাচলের ক্ষেত্রে মানুষের অনেকটাই সুবিধা হবে এবার।

টোটোতে বাইকের ধাক্কায় মৃত বালক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: টোটোয় সজোরে ধাক্কা বাইকের, টোটো উলটে মৃত ৭ বছরের বালক। গুরুতর আহত শিশুর মা। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত বালকের নাম সৌমদীপ মাঝি (৭)। তার বাড়ি জাঙ্গিপাড়া থানা এলাকায়। তবে বিগত কয়েক মাস তারকেশ্বরের বৈদ্যপুর এলাকায় মামার সঙ্গে থাকছিল সৌমদীপ।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার দুপুরে তারকেশ্বর বাস স্ট্যান্ড থেকে টোটোয় চেপে সৌমদীপকে নিয়ে পিয়াসারা যাচ্ছিলেন তার মা প্রিয়াঙ্কা মাঝি এবং মাসি মণিমালা পণ্ডিত। পিয়াসারা এলাকায় ২৬ নং রোডে দ্রুত গতিতে আসা একটি বাইক সজোরে ধাক্কা মারে ওই টোটোটিতে। বাইকের ধাক্কায় উলটে যায় টোটো। টোটোর নীচে চাপা পড়ে যায় সৌমদীপ ও তার মা। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাদের উদ্ধার করে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেন। সৌমদীপকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মা প্রিয়াঙ্কা মাঝি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অভিযুক্ত বাইক চালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বাস-বাইকের সংঘর্ষে মৃত মহিলা, আহত দুই

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাসের সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক মহিলার। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন মৃতার বাবা ও ২ বছরের শিশু সন্তান। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার ওন্দা থানার রতনপুর মোড়ে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার নাম কৃষ্ণা রাউত। দুর্ঘটনার পরই এলাকার মানুষ রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অবরোধকারীদের হঠিয়ে দেয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁকুড়ার ওন্দা ব্লকের মহীটা গ্রামে বাপের বাড়ি থেকে কৃষ্ণা রাউত ও তাঁর ২ বছরের কন্যাসন্তানকে বাইকে চাপিয়ে কৃষ্ণা রাউতের বাবা শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যাচ্ছিলেন। বাইকটি রতনপুর মোড়ে বাঁকুড়া ঝাড়গ্রাম রাজ্য সড়কে ওঠার মুখে আচমকাই ঝাড়গ্রাম থেকে বাঁকুড়ার দিকে যাওয়া দ্রুতগামী একটি বেসরকারি বাস মুখোমুখি ধাক্কা মারে। ঘটনায় বাইকে থাকা তিনজনই ছিটকে পড়েন। ঘটনায় গুরুতর আহত কৃষ্ণাকে উদ্ধার করে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনায় আহত ২ জনকে স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘাতক বাসটিকে পুলিশ আটক করেছে।

সদ্যোজাত শিশুপুত্র উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত সেনড়া গ্রামের অদূরে গঙ্গারামডি মাঠ থেকে একটি সদ্যোজাত শিশুপুত্র উদ্ধারের ঘটনায় বুধবার সন্ধ্যায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল। এদিন সদ্যোজাত শিশুটিকে স্থানীয়রা মাঠের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখে তাকে উদ্ধার করে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে এসে ভর্তি করেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি রঘুনাথপুর থানার পুলিশ ও শিশু সুরক্ষা সমিতিকে জানানো হয়। সদ্যোজাত শিশুটি সুস্থ রয়েছে এমনটাই হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ইস্টার্ন রিজিওন,কলকাতা সমক্ষে

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৪) এবং কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-র সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) -এর বিষয়ে

এবং

ফিয়াকর্ টেলিম্যাটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, যার রেজিস্টার্ড অফিস রয়েছে ১১০/৩, এম.এস. পাল চৌধুরী লেন, পোস্ট- কদমতলা, হাওড়া, ব্যাঁটরা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭১১১০১- তে -এর বিষয়ে।

...আবেদনকারী

এতদ্দ্বারা জনসাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, কোম্পানি "**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**" থেকে "**কর্নাটক রাজ্য**" -তে তাদের রেজিস্টার্ড অফিস পরিবর্তনে সমর্থ হওয়ার জন্য **২১ শে নভেম্বর, ২০২৪** তারিখে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাবের শর্তে কোম্পানির মেমোরান্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশনের বদলে নিশ্চিতকরণ চেয়ে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারা অধীন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি দরখাস্ত করার মনস্থ করেছে।

কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে যদি কোনও ব্যক্তির স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে তিনি তা জানাতে পারেন **ইনভেস্টর কমপ্লেন্ট ফর্ম পেশ করে এমসিএ২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in) বা ডেলিভারির কারণ বা রেজিস্টার্ড ডাকে প্রেরণ** তাঁর (পুং/স্ত্রী) আপত্তি একটি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত যাতে থাকবে তাঁর (পুং/স্ত্রী) স্বার্থের ধরন এবং বিরোধিতার কারণ দেখিয়ে রিজিওনাল ডিরেক্টর, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস ২, এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ ঠিকানায় এই নোটিস মুদ্রিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৪(চৌদ্দ) দিনের মধ্যে পাঠাতে হবে, সঙ্গে একটি কপি দরখাস্তকারী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে **১১০/৩, এম.এস. পাল চৌধুরী লেন, পোস্ট- কদমতলা, হাওড়া, বানট্রা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭১১১০১** ঠিকানায়।

ফিয়াকর্ টেলিম্যাটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে এবং জন্যে
স্বা-
প্রত্যুষ ভদ্র
ডিরেক্টর

স্থান- কলকাতা
তারিখ- ২১ শে নভেম্বর, ২০২৪

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

Indian Bank

পরিশিষ্ট-৪ {রুল ৮(১)}
দখল নোটিস
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
নং ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস
৩য় এবং ৪র্থ তল কলকাতা
পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১
শাখা : বাঘাযতীন

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড [illegible]

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

[illegible]

তারিখ : ২১.১১.২০২৪, স্থান : কলকাতা | স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ফর্ম নং আইএনসি- ২৬

[কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-র রুল ৩০ অনুসারে]
কেন্দ্র সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ এর সমক্ষে

এবং

রিতু কালেকশন প্রাইভেট লিমিটেড (CIN- U51900WB2009PTC131634)

[illegible]

স্থান: কলকাতা | DIN : 02395254

ডানলা মেটালিক্স প্রাইভেট লিমিটেডের সম্পদ বিক্রির জন্য পাবলিক ঘোষণা (আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশন, ২০১৬ এর অধীনে সম্পদ বিক্রির জন্য)

(CIN : U27100WB2009PTC138888)

[illegible]

SBI — আরএএসএমইসিসিসি -কাম-এসএআরসি, বর্ধমান

৪র্থ তল, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট, বর্ধমান- ৭১৩১০১ (পঃবঃ)
ফোন - ০৩৪২-২৫৬৭১৪১, ই-মেল : sbi.10264@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট ৪[রুল-৮(১)]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএএসএমইসিসিসি -কাম-এসএআরসি, বর্ধমান শাখা-র অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২(২০০২ এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, নিম্নেবর্ণিত প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর সাপেক্ষে নির্দেশিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক তাদেরকে বকেয়া পরিশোধ করতে বলেন উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর।
ঋণগ্রহীতা ও জামিনদার টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন নিম্নেবর্ণিত প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর সাপেক্ষে নির্দেশিত তারিখে রুল ৯ এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর(পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা ও জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে অর্থরাশি ও তার উপর সুদ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

ক্র. নং.	অ্যাকাউন্ট/ ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী/অংশীদারগণ/ জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)
১.	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম- ১. শ্রী সিপন সরকার। পিতা- শ্রী গৌরাঙ্গ সরকার (ঋণগ্রহীতা) ২. শ্রী গোপাল সরকার পিতা- শ্রী গৌরাঙ্গ সরকার (ঋণগ্রহীতা) ৩. শ্রী মিঠুন সরকার পিতা- শ্রী গৌরাঙ্গ সরকার (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা: গ্রাম- ধোবা, পোস্ট- চর মানিকনগর, থানা- নাদনঘাট, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩৫১৯	সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম- শ্রী গোপাল সরকার, শ্রী সিপন সরকার ও শ্রী মিঠুন সরকার সকলেই প্রয়াত গৌরাঙ্গ সরকারের পুত্র, গ্রাম ধোবা, পোস্ট- চর মানিকনগর, থানা- নাদনঘাট, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩৫১৯ এর বাসিন্দা। ০.০৫ একর পরিমাপের জমি ও বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা ধোবা মৌজায় অবস্থিত, জে এল নং ১৮৯, এল.আর খতিয়ান নং ১৫৫৫,১৫৫৩ এবং ১৫৪৩ এল.আর. ও আরএস প্লট নং ২৯৯/৩৬৮, শ্রেণী বাস্তু, নসরতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে থানা- বর্ধমান, জেলা- পূর্ব বর্ধমান। চৌহদ্দি:- উত্তরে- গ্রাম পঞ্চায়েত রোড এবং গৌর হালদারের জমি সম্পত্তি, দক্ষিণে- মণিলাল রায় এবং অন্যান্যদের জমি সম্পত্তি, পূর্বে- মমতা বিশ্বাসের জমি সম্পত্তি, পশ্চিমে- গোপাল সরকার প্রমুখদের জমি সম্পত্তি দ্বারা।	১. ০৯.০৯.২০২৪ ২. ২২.১১.২০২৪ ৩. ৪৭,৯২,২০৭.০০ টাকা (সাতচল্লিশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার দুইশো সাত টাকা মাত্র) ০৯/০৯/২০২৪ অনুযায়ী সেইসঙ্গে অনাদায়ী সুদ তদুপরি আরও সুদ এবং তার উপর খরচ।

বিঃদ্রঃ- দখলের নোটিশটি ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে পাঠানো হয়েছে। যদি, ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এটি না পান, তাহলে এই নোটিশটিকে পরিষেবার একটি বিকল্প মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

তারিখ: ২২.১১.২০২৪
স্থান: বর্ধমান
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই আরএএসএমইসিসিসি-কাম-এসএআরসি, বর্ধমান

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ,

KVB Karur Vysya Bank — Smart way to bank

অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ-কলকাতা
১৫ বন্দেল রোড, দ্বিতীয় তল, বালিগঞ্জ কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৯ যোগাযোগ নং : ০৩৩-২২৯০০৭৫২
ইমেইল : head.arbkolkata@kvbmail.com

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি ২৩.১২.২০২৪ তারিখে ই-অকশন

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৯(১)-এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রি বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ ও জামিনদারগণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি যা জামিনযুক্ত ঋণদাতা কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ -এর কাছে বন্ধক দেওয়া/দায়বদ্ধ, যার গঠনমূলক দখল নিয়েছেন কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ-এর অনুমোদিত অফিসার, তা পুনরুদ্ধারের জন্য ২৩.১২.২০২৪ তারিখে বিক্রি করা হবে "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা কিছু আছে" এবং "যেখানে যা কিছুই থাক" ভিত্তিতে, যা কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ-এর কাছে বকেয়া, নিম্নে বর্ণিত বিশদ মতে।

শাখা: কলকাতা বড় বাজার

ক্র. নং. -১).১) মেসার্স আঁচল সিমেন্ট লিঃ (ঋণগ্রহীতা), এর ডিরেক্টর হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করেছেন **শ্রী সঞ্জয় কুমার আগরওয়াল, শ্রীমতী ববিতা বাগ্গা** [illegible]

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

[illegible]

তারিখ : ২৬.১১.২০২৪
স্থান: কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত আধিকারিক
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড

আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড

CIN: L70109WB1986PLC040864
রেজিঃ অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং. ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২
সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

পাবলিক নোটিস

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনডেমনিটি বন্ড ও হলফনামা সহ অনুরোধ গ্রহণ করেছেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইস্যুর জন্য। যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

ক্র. নং	নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডার -এর নাম	এল. এফ. নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	স্বাতন্ত্র্যসূচক নং	শেয়ার সংখ্যা
১.	সুভাষ কুমার	০০০৪২৫৫	৯১৮	১৭৭৭৫০১-১৭৮১০০০	৩,৫০০

যেহেতু কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যুর প্রক্রিয়ারত, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের ভিতর কোম্পানিতে বা এর রেজিস্ট্রার মেসার্স বীটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বীটাল হাউস, ৯৯, মদনগির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির, নিউ দিল্লি-১১০ ০৬২ -এর কাছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি)

স্থান: নিউ দিল্লি
তারিখ: ২৭ নভেম্বর, ২০২৪

সুমায়া কর্পোরেশন লিমিটেড

(পূর্বে রঙ্গোলি ট্রেডকম লিমিটেড নামে পরিচিত)
CIN : L51909WB2009PLC137310
Key2Elements

রেজিস্টার্ড অফিস: ৫৪২, গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড,মল্লিক ফাটাকের কাছে হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন, বালি জাগাছা, হাওড়া পশ্চিমবঙ্গ-৭১১১০১
কর্পোরেট অফিস: বি-২০ লোটাস কর্পোরেট পার্ক, জয় কোচের কাছে, ওয়েস্টার্ন এক্সপ্রেস হাইওয়ে, গোরেগাঁও, মুম্বাই : ৪০০০৬৩।
টেলিফোন নং ০২২-৪৯৭১২০৯৬ **ওয়েবসাইট :** www.suumayacorporation.com

নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে যে সুমায়া কর্পোরেশন লিমিটেডের ('কোম্পানি') সদস্যদের পনেরতম **(১৫তম) বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) শনিবার, ৩০ নভেম্বর, ২০২৪, আইএসটি দুপুর ২.০০ টায়** অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) বা আদার অডিও-ভিজ্যুয়াল মিনস (ওএভিএম) এর মাধ্যমে এজিএম ভেন্যুতে সদস্যদের উপস্থিতি ছাড়াই কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর প্রযোজ্য বিধানগুলির সাথে সম্মতিতে, সেখানে প্রণীত নিয়ম এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেসনস এন্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন ২০১৫ তৎসহ পঠিত জেনারেল সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ই মে, ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ- ৮ ই এপ্রিল, ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নং ১৭/২০২০ তারিখ- ১৩ এপ্রিল, ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নং ০২/২০২১ তারিখ-১৩ই জানুয়ারী, ২০২১, জেনারেল সার্কুলার নং ২১/২০২১ তারিখ-১৪ ডিসেম্বর, ২০২১, জেনারেল সার্কুলার নং ৩/২০২২ তারিখ- ০৫ মে, ২০২২ এবং জেনারেল সার্কুলার নং.১১/২০২২ তারিখ-ডিসেম্বর ২৮, ২০২২ এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক দ্বারা জারি করা অন্যান্য সমস্ত প্রাসঙ্গিক সার্কুলার (একত্রে 'এমসিএ সার্কুলার' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 তারিখ- ১২ মে, ২০২০, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/ 2021/11 তারিখ- ১৫ জানুয়ারী, ২০২১, SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2022/62 তারিখ- ১৩ মে, ২০২২ এবং SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 তারিখ- ৫ জানুয়ারী, ২০২৩ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('সেবি সার্কুলার') দ্বারা জারি করা অনুযায়ী, ব্যবসায় লেনদেনের জন্য, যেমনটি ৩০ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখের এজিএম নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে। এজিএমের জন্য বিবেচিত স্থানটি হবে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস অর্থাৎ, ৫৪২, গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড, মল্লিক ফটকের কাছে, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন, বালি জগাছা, হাওড়া পশ্চিমবঙ্গ-৭১১১০১।

এমসিএ এবং সেবি-এর সার্কুলার মেনে, এজিএম-এর নোটিশের কপি, ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের কোম্পানির বার্ষিক রিপোর্টের লিঙ্ক সহ শুধুমাত্র সেই সমস্ত সদস্যদের ইলেকট্রনিকভাবে পাঠানো হবে যাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত আছে কোম্পানি বা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(দের) বা রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ), ২২ নভেম্বর, ২০২৪ শুক্রবার অনুযায়ী। এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট https://suumayacorporation.com/annual-reports/ এ ও পাওয়া যাবে এছাড়া বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড -এর ওয়েবসাইট www.bseindia.com, বিগশেয়ার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড (বিগশেয়ার)এর ওয়েবসাইটে। কোম্পানি বিগশেয়ার প্রদত্ত 'রিমোট ই-ভোটিং' (এজিএম ব্যতীত অন্য ই-ভোটিং) সহ ইলেকট্রনিক উপায়ে এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ব্যবসায়ে সদস্যদের তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করছে। রিমোট ই-ভোটিং এর বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত হয়েছে।

এজিএম-এ ই-ভোটিং-এর সুবিধাও দেওয়া হবে এবং এজিএম-এ অংশগ্রহণকারী সদস্যরা, যারা রিমোট ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি, তারা সভায় ভোট দিতে পারবেন। ইলেকট্রনিক মোডে শেয়ার ধারণ করা সদস্যদের তাদের ইমেল ঠিকানা, স্থায়ী অ্যাকাউন্ট নম্বর (প্যান) এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর সাথে যেখানে তাদের নিজ নিজ ডিমেটেরিয়ালাইজড অ্যাকাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।

যেসব সদস্যের কাছ থেকে ফিজিক্যাল শেয়ার রয়েছে বা যাদের ই-মেইল আইডি নিবন্ধিত নয়, তারা এজিএম এবং ই-ভোটিং-এ উপস্থিতির জন্য ই-মেইল আইডি রেজিস্ট্রেশন, ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহের জন্য এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন।

শেয়ারহোল্ডার/বিনিয়োগকারীর ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন থাকলে, ডাউনলোড সেকশনের অধীনে https://ivote.bigshareonline.com-এ উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউএস) এবং আই-ভোট ই-ভোটিং মডিউল দেখতে পারেন অথবা আমাদের ivote@bigshareonline.com এ ইমেল করতে পারেন বা আমাদের কল করতে পারেন ১৮০০ ২২ ৫৪ ২২- এ। বিকল্পভাবে, সদস্যরাও যেকোনো প্রশ্ন/তথ্যের জন্য কোম্পানির কাছে scl.cs@suumaya.com-এ ই-মেইল করতে পারেন।

সুমায়া কর্পোরেশন লিমিটেডের
পরিচালন পর্ষদের আদেশ দ্বারা
(পূর্বে রঙ্গোলি ট্রেডকম লিমিটেড নামে পরিচিত)
স্বা/-
উশিক গালা
(DIN : 06995765)
চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর

তারিখ: ২৭.১১.২০২৪
স্থান: মুম্বাই

SOMA TEXTILES & INDUSTRIES LIMITED

CIN: L51909WB1940PLC010070
Registered Office: 2, Red Cross Place, Kolkata - 700 001,
Phone: 033-22487406/07
Share Dept.: Rakhial Road, Ahmedabad - 380 023,
Phone: 079-22743285-8
E-mail: investors@somatextiles.com ; **Website:** www.somatextiles.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT FOR ATTENTION OF THE MEMBERS OF THE COMPANY

NOTICE is hereby given to the Members that pursuant to and in compliance with the provisions of Section 110 read with Section 108 of the Companies Act, 2013 ("Act"), Rule 22 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and any other applicable provisions of the Act, relevant Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI), and other applicable laws and regulations, as amended from time to time (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force, the Company seeks the approval of the Members for the Special Businesses by way of Ordinary Resolutions, as set out in the postal ballot notice dated November 12, 2024 along with explanatory statement (the "Notice"), by way of electronic means (i.e. remote e-Voting) only for the matter mentioned below:

Item No.	Type of Resolution	Description
1.	Ordinary Resolution	Approval of Material Related Party Transaction with Patodia Overseas Exports LLP

Members are hereby informed that :

a) In compliance with the above mentioned provisions and MCA Circulars, the Company has completed dispatch of the aforesaid Notice on Wednesday, November 27, 2024, through electronic mode to all those Members of the Company whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories as on Friday, November 22, 2024 ("Cut-off Date").
b) The e-Voting period commences on Friday, November 29, 2024 at 9:00 a.m. (IST).
c) The e-Voting period ends on Saturday, December 28, 2024 at 5:00 p.m. (IST). The e-voting module shall be disabled for voting thereafter.
d) The e-Voting rights shall be reckoned on the paid-up value of the Sharesonly to those Members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depository Participant(s) as on the Cut-off date i.e., November 22, 2024. Any person who is not shareholder of the Company as on the Cut-off date shall treat the Postal Ballot Notice for information only.
e) Detailed instructions for remote e-Voting are provided in the notes of the Notice.
f) The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Pravin Kumar Drolia, Practicing Company Secretary (Membership No.: F2366, CP No. 1362) as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-Voting process and casting vote through e-voting system in a fair and transparent manner.
g) In accordance with the MCA Circulars, requirement of sending physical copies of the Notice, postal ballot forms and pre-paid business reply envelopes has been dispensed with and Members can vote only through remote e-Voting. The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited **("CDSL")** as the authorised agency for the purpose of providing e-Voting facility to all its Members.
h) Members who have not received Notice may write to ahmedabad@linkintime.co.in the same over email or download the same from the website of the Company i.e. www.somatextiles.com.com or from the website of CDSL i.e. www.evotingindia.com.
i) For all grievances connected with the facility for e-Voting, Members may address the same to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai-400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43. All grievances/queries related to this Postal Ballot may be addressed to RTA of the Company at ahmedabad@linkintime.co.in
(j)The results of Postal Ballot shall be declared on or before Monday, December 30, 2024 and along with the Scrutinizer's report, be communicated to the stock exchanges, and will also be displayed on the Company's website www.agigreenpac.com and on the website of CDSL.

By order of the Board of Directors
For **Soma Textiles & Industries Limited**
Sd/-
(Reena Prasad)
Company Secretary
Membership No.: ACS 53284

Place: Kolkata
Date: 27th November, 2024

দাম্পত্য কলহে স্ত্রীকে গুলি, খুনের চেষ্টায় অভিযুক্ত স্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: দাম্পত্য কলহের জেরে স্ত্রীকে গুলি করে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির ব্যান্ডেলের মানসপুরে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে। তাঁর কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্রও পাওয়া গিয়েছে। অন্য দিকে, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, অল্পের জন্য বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন ওই যুবতী। কারণ, স্বামীর ছোড়া গুলিটি তাঁর গলায় থাকা ইমেটশনের গয়নায় লেগে ঠিকরে গিয়েছে।

স্থানীয় এবং পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্যান্ডেলের মানসপুরে বাড়ি পেশায় অটোচালক কিষাণ মালি মঙ্গলবার রাতে স্ত্রী কালা মালিকে গুলি করে পালিয়ে যান। গুলির শব্দ শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে গিয়েছিলেন। খবর যায় থানায়। রাত ৮টা নাগাদ চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় আহত ওই যুবতীকে। তবে চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে জানান তিনি বিপন্মুক্ত।

হাসপাতালে বসে ওই যুবতী বলেন, 'এখানে ভাড়াবাড়িতে থাকি। স্বামী রোজই মদ খায়। তারপর বাড়ি এসে অশান্তি করে। রোজই বলত, মেরে দেবে। বাড়িতে ছিলাম। ছেলে ছিল পাশে। হঠাৎ ঘরে ঢুকে ঝগড়া শুরু করল। কথা বলতে বলতে বন্দুক বার করে গুলি ছুড়ল।' কালার সংযোজন, 'আমার গলায় 'সিটি গোল্ডের চেন' ছিল, তাতে গুলিটা লেগে বেরিয়ে যায়। ভাগ্যের জোরে বেঁচে গিয়েছি।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আক্রান্ত যুবতীর আগে একটি বিয়ে রয়েছে। প্রথম পক্ষের স্বামী থাকেন পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়গপুরে। তাঁদের একটি মেয়েও রয়েছে। তবে কিষাণের সঙ্গে বছর আটেক আগে ব্যান্ডেলে চলে এসেছিলেন কালা। আবার সংসার বাঁধেন। চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি বলেন, 'ইতিমধ্যে অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে। আগ্নেয়াস্ত্রটিও উদ্ধার করা গিয়েছে। কোথা থেকে সে অস্ত্র পেল, সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

জমির দখল নিয়ে দু'পক্ষের সংঘর্ষে গুরুতর জখম পাঁচ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ৩২ শতক জমি দখলকে ঘিরে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে গুরুতর জখম হলেন পাঁচজন। আহতদের মধ্যে একজন মহিলা রয়েছেন। জখম ওই পাঁচজনের চিকিৎসা চলছে রতুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে রতুয়া থানার কাহালা গ্রাম পঞ্চায়েতের কমলপুর এলাকায়। যদিও এই ঘটনায় পুলিশ চারজনকে আটক করেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গ্রামে টহল দিচ্ছে রতুয়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী বলেও জানিয়েছেন চাঁচলের এসডিপিও সোমনাথ সাহা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহতদের নাম রাজকুমার মহলদার (৫৬), তার স্ত্রী শম্পা মহালদার (৫০) এবং তাঁদের এক ভাই সুরেন মহালদার (৪৮)। অপরপক্ষে জখম হয়েছে উত্তম মহালদার (৫২) এবং তার এক ভাইপো সুমিত মহালদার (৩২)। তাঁদের চিকিৎসা চলছে রতুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কমলপুর এলাকার গ্রামীণ সড়কের ধারে ৩২ শতক জমি রয়েছে রাজকুমার মহলদারের বলে দাবি করা হয়। কিন্তু অভিযোগ, সেই জমিটি দখল করে নেন উত্তম মহালদার ও তাঁর দলবল। আর তারপর গত কয়েক মাস ধরেই চাপা বিবাদ চলে আসছিল দুই গোষ্ঠীর মধ্যে। এই জমি দখলকে ঘিরে মামলা গড়িয়েছে মালদা আদালতে। এদিন ওই জমিতে তারকাঁটা দিয়ে ঘিরছিল উত্তম মহালদার। সেই সময় কাজে বাধা দিতে গেলেই রাজকুমারের দলবলের সঙ্গে উত্তম মহলদারের লোকজনদের সংঘর্ষ বেধে যায়। লাঠি, লোহার রড, বাঁশ দিয়ে একে অপরের ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ।

আক্রান্ত রাজকুমার মহালদার পুলিশকে জানিয়েছেন, 'জমিটি তাঁর বাবা ঝাকসু মহালদারের নামে। কিন্তু ওই জমিটি গত কয়েক মাস ধরে দখল করে রেখেছে উত্তম মহলদারের দলবল। এনিয়ে মালদা আদালতে মামলা পর্যন্ত চলছে। ওই জমিটিতে তারকাঁটা দিয়ে ঘেরার চেষ্টা চালাচ্ছিল উত্তমের দলবল। প্রতিবাদ করাতেই ওরা আমাদের বাড়ি ভাঙচুর করার পাশাপাশি পরিবারের তিনজনকে ব্যাপক মারধোর করেছে।'

এদিকে অন্য পক্ষের আক্রান্ত উত্তম মহালদারের অভিযোগ, দীর্ঘদিন আগেই ঝাকসু মহালদারের কাছে তাঁরা এই জমিটি রেজিস্ট্রি করে নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে মৃত ঝাকসু মহালদারের ছেলেরা ওই জমির দাবি করেন। এরপর আমরা মালদা আদালতে মামলা করেছি। বিষয়টি বিচারাধীন রয়েছে। এদিন জমিতে সীমানা বেড়া দিচ্ছিলাম। সেই সময় রাজকুমার মহলদারের দলবল তাঁদের ওপর হামলা চালায়। তাতে দু'জন আহত হন।'

চাঁচলের এসডিপিও সোমনাথ সাহা জানিয়েছেন, জমির দখলদারী নিয়ে দু'পক্ষের গোলমাল হয়েছে। আপাতত চারজনকে আটক করেছে রতুয়া থানার পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

শবর এলাকায় কম্বল বিলি, মাদক সচেতনতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: বুধবার ঝাড়গ্রাম লাইফলাইন সোসাইটির উদ্যোগে জামবনি থানার যুগিবাঁধ এলাকায় শবর জনজাতির মানুষদের মধ্যে শীতের কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। কম্বল বিতরণের কর্মসূচিকে সামনে রেখে সোসাইটির মূল উদ্দেশ্য ছিল মাদক দ্রব্য বর্জন করতে জনজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

যুগিবাঁধ এলাকার শবর সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষ প্রতিদিনই নেশা করেন বলে অল্প বয়সেই তাঁদের মধ্যে বার্ধক্যের

প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন রোগ তাদের শরীরে বাসা বাঁধে। সোসাইটির সম্পাদিকা পেশায় শিক্ষিকা সুস্মিতা মণ্ডল জানান, করোনা কালে কয়েকবার ওই এলাকায় খাদ্যদ্রব্য মাস্ক বিতরণ করতে গিয়ে দেখেন তাঁদের মধ্যে মাদক বিষয়ে সচেতনতার অভাব রয়েছে। তাঁদের দুরবস্থা দেখে সেইসময় তামাক এবং চোলাই মদের ক্ষতিকারক দিকগুলো তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেন।

বুধবার কম্বল বিতরণের আগে মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকারক দিকগুলি ফের তাদের বোঝানো হয়। পরবর্তী প্রজন্ম তাঁদের এই মাদকগ্রস্ত জীবনযাপন দেখে যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেই বিষয়ে শবর সম্প্রদায়ের মানুষদের অবগত করা হয়। বেশ কয়েকজন মাদকদ্রব্য বর্জন করার অঙ্গীকারও করেন। এদিন শীতের কম্বল পেয়ে শবর পরিবারগুলি খুশি হয়েছে। শবর মেয়েদের লেখাপড়ার সামগ্রী দেওয়া হয়। সম্পাদিকা বলেন, ওই গ্রামের যেসব ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া করে তাদের বই খাতা যা লাগবে, সবই সোসাইটির পক্ষ থেকে দেওয়া হবে। সোসাইটির সম্পাদিকার সঙ্গে ছিলেন ঝাড়গ্রামের প্রবীণ নাগরিক সুরঙ্গ গিরি।

ঝাড়গ্রাম বাজারে অগ্নিমূল্য সবজি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেও কালোবাজারি রুখতে ঝাড়গ্রামের বাজারগুলিতে কোনও রকম নজরদারি নেই বলে অভিযোগ শহরবাসীর। বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, এর ফলে মুনাফা লুঠছে আড়তদার ও ফোড়ের দল। ফসলের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন না চাষিরা। ফোড়েদের উপদ্রবে আগুন লেগেছে সবজি বাজারে। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিকে চড়া দামে আলু, পেঁয়াজ, শাকসবজি কিনতে হচ্ছে। ঝাড়গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযোগ, আনাজ পত্রের দাম নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের কোনও রকম চেষ্টা বা নজরদারি নেই।

৬০ টাকার নীচে কোনও সবজি নেই বললেই চলে। শাকসবজির জোগান দিতে সংসারের অন্যান্য খরচ কাটছাট করতে হচ্ছে। শাকসবজির অগ্নিমূল্য হওয়ার কারণ হিসেবে আড়তদারদের দাবি, বেশিরভাগ সবজি বাইরে থেকে আমদানি করতে হচ্ছে। ঝড়, অতি বৃষ্টিতে ফষল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আমদানিও কম হচ্ছে। তার ওপর বাড়ছে পরিবহণ খরচ। ফলে দাম স্বাভাবিক ভাবেই বেশি হচ্ছে।

গ্রামের চাষিদের দাবি, বৃষ্টিতে ফষল নষ্ট অবশ্যই একটা কারণ। তবে তারা যে দামে বিক্রি করে তার থেকে বাজারে অনেকটাই বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। মাঝখানে ফড়েদের হাত বদল হতে হতে দামের অনেকটাই ফারাক হয়ে যায়। পণ্যের বাজারে দামের এই অস্বাভাবিক ফারাক কেন হচ্ছে তা দেখার কাজ টাস্ক ফোর্সের। স্থানীয়

দোকানদার, সাধারণ ক্রেতারা গত তিন মাসে একবারের জন্যও তাদের নজরদারি করতে দেখেননি বলে জানিয়েছেন। তাঁরা মনে করছেন, এই সুযোগে ফোড়ে, আড়তদাররা ভালো রকম কালোবাজারি চালিয়ে যাচ্ছে। টাস্ক ফোর্স নিয়মিত নজরদারি চালায়নি, সাধারণ ক্রেতাদের এই অভিযোগ মানতে চায়নি ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসন। জেলাশাসক সুনীল আগরওয়াল জানান, ট্যাস্ক ফোর্স নিয়মিত নজরদারি চালাচ্ছে।

দেদার ন্যাড়া পোড়ানোয় পরিবেশ দূষণ অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: প্রশাসনের বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করেই প্রশাসনের চোখে কার্যত বুড়ো আঙুল দিয়ে বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তে চলতি সপ্তাহে প্রায় প্রতিদিনই ধান কেটে নেওয়ার পর পড়ে থাকা খড়ে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে কিছু অসাধু কৃষকরা। যার ফলে দূষিত হচ্ছে পরিবেশ। নষ্ট হচ্ছে পরিবেশের বাস্তুতন্ত্র। যার ফলে আগামী দিনে চরম সমস্যায় পড়তে পারে সাধারণ মানুষ। সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরা দেখে মুখ লুকাচ্ছে অসাধুরা। ন্যাড়া পোড়ানোর ফলে কোতুলপুর এর আকাশ কালো ধোঁয়ায় ঢুকেছে। ব্লক প্রশাসন এবং কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে এলাকায় বারংবার মাইকিং করা হলেও থোরাই কেয়ার। প্রশাসনের এই বিধি নিষেধ তোয়াক্কা করেই চলছে এই কাজ নির্বাক প্রশাসন।

কোতুলপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি জানান, বারংবার সচেতন করা হচ্ছে এলাকার কৃষকদের তা সত্ত্বেও যে সমস্ত কৃষকরা এ কাজ করছে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জমকালো অনুষ্ঠানে শুরু নবদ্বীপ মিউনিসিপাল সকার কাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নবদ্বীপ বিবেকানন্দ স্টেডিয়ামে শুরু হল নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত দশম বর্ষ নবদ্বীপ সকার কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা। এদিন নবদ্বীপ বিবেকানন্দ স্টেডিয়ামে ফুটবল কিক করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন নবদ্বীপের পুরপ্রধান বিমানকৃষ্ণ সাহা। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক পুণ্ডরিকাক্ষ সাহা ছাড়াও সদর মহকুমা শাসক।

মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া ৩২ দলীয় এই ফুটবল প্রতিযোগিতা চলবে প্রায় এক মাস ব্যাপী। নবদ্বীপ ব্লক ছাড়াও বহিরাগত দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। মঙ্গলবারের উদ্বোধনী ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল নবদ্বীপ কর্ম মন্দির ক্লাব এবং অ্যাটলেটিকো দ্যা শ্যামনগর। এদিন ২-০ গোলের ব্যবধানে কর্ম মন্দির ক্লাব জয় লাভ করে। শীতের মরশুমে চৈতন্য ভূমি তীর্থনগরী এখন নবদ্বীপ মিউনিসিপাল সকার ঘিরে মজে রয়েছে।

এ বিষয়ে টুর্নামেন্ট কমিটির সভাপতি সুজিত সাহা বলেন, শুধু নবদ্বীপ নয় সকার কাপ আজ সমাদৃত সারা বাংলায়। কলকাতা প্রিমিয়ার ডিভিশনের ছাড়াও আই লিগের অনেক নামীদামি খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করবে এই টুর্নামেন্টে। সাধারণ মানুষের আশা এবং প্রত্যাশা এই সকার কাপকে ঘিরে। উৎসবের মরশুম শেষ হতেই সকার কাপ ঘিরে মানুষের উন্মাদনা একেবারে চোখে পড়ার মত। প্রতিদিন বিকেল হলেই নবদ্বীপের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তের সমস্ত ফুটবল প্রিয় দর্শক ছুটে আসে নবদ্বীপ বিবেকানন্দ স্টেডিয়ামে।

SBI — এসবিআই আরএসিপিসি উত্তরপাড়া (৬৪১০০)
রিজেন্ট স্টার মল, ৪র্থ ফ্লোর, ৯কে জি.টি রোড
উত্তরপাড়া, পিন-৭১২২৩২, ই-মেল: sbi.64199@sbi.co.in

সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩(২) -এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ঋণ সুবিধার মূল ও সুদ পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন এবং উক্ত ঋণ-কে নন-পারফর্মিং অ্যাসেটে (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে নোটিশগুলি জারি করা হয়েছিল কিন্তু সেগুলি প্রাপ্তিস্বীকার ছাড়া ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেইজন্য এইভাবে তাদের এই পাবলিক নোটিশ এর মাধ্যমে জানানো হচ্ছে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতাগণ ও জামিনদারগণ-এর নাম সহ ঠিকানা	স্বত্ব দলিল জমা দিয়ে বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিবরণ	বিজ্ঞপ্তির তারিখ এনপিএ-এর তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী প্রমোদ কুমার সিং** ফ্ল্যাট নং ১৭এ, ফ্লোর-১৭, টাওয়ার ১, নিউ কলকাতা প্রয়াগ ৪৪৯ এ/২, জি. টি. রোড, শ্রীরামপুর হুগলী ৭১২২০২ এছাড়াও এখানে: ফ্ল্যাট ৩ এ, ৩য় ফ্লোর ১৭০ শ্রী রামকৃষ্ণ পল্লী, আড়িয়াদহ উত্তর ২৪ পরগনা কলকাতা ৭০০০৫৭	**তফসিল 'সি', অংশ-১** (অনুগ্রহ করে সমস্ত হাইপোথেকেটেড সম্পত্তির উল্লেখ করুন যেমন স্টক, বুক ডেটস, প্রাপ্য, ভোগযোগ্য স্টোর এবং খুচরা এবং হাইপোথেকেটেড মুভেবল প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সহ বর্তমান সম্পদ। (তফসিল বি') নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে **অংশ -২** **"নিউ কলকাতা প্রয়াগ"** নামে বহুতল বিল্ডিং কমপ্লেক্সের টাওয়ার নং ১-এর ১৭ তম ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং ১৭ এ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং উক্ত বিল্ডিং এর ৬.৮৫৪১ একর জমিতে ও বিল্ডিংয়ের অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার সহ যা মৌজা মহেশের মধ্যে অবস্থিত, এলআর দাগ নং ১৩৩৫৩, ১৩৩৫৪, ১৩২৩৮, ১৩২৩৯, ১৩৩৫১ এবং ১৩৩৫২ খতিয়ান নং ১১৩৩১ এর অধীনে, জেএল নং ১৫, বর্তমানে পৌরসভা হোল্ডিং নং ৪৪৯/এ/২, জি.টি. রোড (মহেশ), শ্রীরামপুর পৌরসভার ১৯ ও ২০ নং ওয়ার্ডের অধীনে থানা-শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী ৭১২২০২ **সম্পত্তিটি নিম্নরূপ পরিবেষ্টিত:- উত্তরে-** বেঙ্গল লক্ষ্মী কটন মিল রোড দ্বারা, **দক্ষিণে-** জগন্নাথ ঘাট লেন এবং অন্যদের সম্পত্তি, **পূর্বে-** অন্যদের সম্পত্তি দ্বারা, **পশ্চিমে-** শিবতলা লেন এবং অন্যদের সম্পত্তি দ্বারা। **সম্পত্তিটি শ্রী প্রমোদ কুমার সিং-এর নামে আছে যার ২০২৩ সালের দলিল নং আই- ০৬০৫০৪৫৭৮, ভলিউম নং - ০৬০৫-২০২৩, পৃষ্ঠা ১১৫১৫১ থেকে ১১৫২৪১ পর্যন্ত, বুক-আই,- এডিএসআর-শ্রীরামপুর, পশ্চিমবঙ্গ -তে নিবন্ধিত।**	সেকশন ১৩(২) অধীনে বিজ্ঞপ্তির তারিখ ১৪/১১/২০২৪ এনপিএ-এর তারিখ ১৩/১১/২০২৪	হাউজ বিল্ডিং লোন : অ্যাকাউন্ট নং ৪২১৬৪০৮৪২৫৫ (এইচবিএল) ২৪,৩৩,১৫৪/- টাকা (চব্বিশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার একশত চুয়ান্ন টাকা মাত্র) ১৪.১১.২০২৪ অনুযায়ী সেইসঙ্গে চূড়ান্ত অর্থ প্রদানের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ হারে অতিরিক্ত সুদ।

বিজ্ঞপ্তির পরিবর্ত পরিষেবার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরের ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং তাদের জামিনদারগণ -কে (যখনই প্রযোজ্য) এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া টাকা পরিশোধের জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে, অপারগ হলে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩ ধারার (৪) উপধারা অধীনে পরবর্তী পদক্ষেপ গৃহীত হবে।

তারিখ: ২৮.১১.২০২৪
স্থান: উত্তরপাড়া, হুগলী

অনুমোদিত আধিকারিক
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক **Indian Bank** ইলাহাবাদ ALLAHABAD

কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা
বি-৮/৩৫ (সিএ), আইটিআই মোড়, ঘোষপাড়া, কল্যাণী
পোঃঅঃ- কল্যাণী, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১ ২৩৫
পশ্চিমবঙ্গ

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধি দেখুন]

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/এবং জামিনদার(গণ) -কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **বাস্তবিক দখল** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার) এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা ২০.১২.২০২৪ তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", " যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বকেয়া রাশি **২,৬৬,৯৮,৯৮০.৩৯ টাকা** (দুই কোটি ছেষট্টি লক্ষ আটানব্বই হাজার নয়শো আশি টাকা উনচল্লিশ পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ১,৯৩,৮৭,০৩০.৮৭ টাকা + ৭৩,১১,৯৪৯ টাকা) **২৬.১১.২০২৪** অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ সহ **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ব্রাঞ্চ, (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য **মেসার্স এস.ডি. এন্টারপ্রাইজ (অংশীদার- ১, শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস ও অংশীদার- ২, শ্রীমতী দীপালি বিশ্বাস) (ঋণগ্রহীতা)**, বাগমোড় রাণী রাসমনি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩১৪৫ -এর থেকে।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	ক) **১. শ্রীমতী দিপালী বিশ্বাস,** স্বামী- শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস **(এইচবিএল- ৫০১৭৬৬৬৬৮৩০ এবং এইচবিএল- ৫০২৯১৯২৪০০৬-এর ঋণগ্রহীতা তথা জামিনদার তথা বন্ধকদাতা)** বাগমোড় রানী রাসমনি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩ ১৪৫। **২. শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস,** পিতা- শম্ভুচরণ বিশ্বাস **(এইচবিএল- ৫০১৭৬৬৬৬৮৩০ এবং এইচবিএল - ৫০২৯১৯২৪০০৬ এর ঋণগ্রহীতা তথা গ্যারান্টার)** বাগমোড় রানী রাসমনি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩ ১৪৫। **৩. মেসার্স এস.ডি. এন্টারপ্রাইজ (পার্টনার -১, শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস এবং পার্টনার ২, শ্রীমতী দীপালি বিশ্বাস) (ঋণগ্রহীতা)** বাগমোড় রানী রাসমনি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩ ১৪৫। **৪. শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস,** পিতা- শম্ভুচরণ বিশ্বাস **(মেসার্স এস.ডি. এন্টারপ্রাইজের অংশীদার তথা গ্যারান্টার)** বাগমোড় রানী রাসমনি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩ ১৪৫। **৫. শ্রীমতী দিপালী বিশ্বাস,** স্বামী- শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস **(মেসার্স এস.ডি. এন্টারপ্রাইজের অংশীদার তথা গ্যারান্টার তথা জামিনদার)** বাগমোড় রানী রাসমনি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩ ১৪৫। **খ) কল্যাণী আই.ই. শাখা**	শ্রীমতী দিপালী বিশ্বাস স্বামী- সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস এর নামে থাকা জমি ও ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার বিক্রয় দলিল নং. ৮৩১ তারিখ- ৩১.০১.২০১৩ এবং বিক্রয় দলিল নং. ৮৩২ তারিখ ৩১.০১.২০১৩ হোল্ডিং নং ৭১/৫৯১৮০ বাগমোড় রানি রাসমনি ঘাট রোড, পোস্ট- কাঁচরাপাড়া, থানা- বিজপুর জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা ওয়ার্ড নং ২ হালিশহর পৌরসভার অধীনে। এলাকা- ৩.১২৫ কাঠা(মোট ৪৪২৫ বর্গফুট)। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তরে- ২০ ফুট চওড়া রানী রাসমনি ঘাট রোড, পূর্ব দিকে- ১০ ফুট প্রশস্ত রাস্তা, দক্ষিণে- মিউনিসিপ্যাল ড্রেন, পশ্চিমে- মিউনিসিপ্যাল ড্রেন দ্বারা ।	**২,৬৬,৯৮,৯৮০.৩৯ টাকা** (দুই কোটি ছেষট্টি লক্ষ আটানব্বই হাজার নয়শো আশি টাকা এবং উনচল্লিশ পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ১,৯৩,৮৭,০৩০.৮৭ টাকা + ৭৩,১১,৯৪৯ টাকা) **২৬.১১.২০২৪** অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ	**ক) ১,৩২,০০,০০০.০০ টাকা (*)** (এক কোটি বত্রিশ লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) ১৩,২০,০০০.০০ টাকা** (তেরো লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা মাত্র) **গ) ৫০,০০০.০০ টাকা** (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30101515060** **ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা** **চ) বাস্তবিক দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ২০.১২.২০২৪; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://www.ebkray.in

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://www.ebkray.in)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.ebkray@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস **এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের** জন্য অনুগ্রহ করে - **support.ebkray@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন- **https://www.ebkray.in** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** সঙ্গে যোগাযোগ করুন, **হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://www.ebkray.in ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ অংশীদার(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ২৬.১১.২০২৪ / স্থান : কল্যাণী আই.ই.

অনুমোদিত অফিসার / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল,১,মিডলন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ফোন: (০৩৩) ২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৮-৪৩০২, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: সংঘমিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়, ই-মেইল আইডি: sanghamitra.gupta@sbi.co.in, মোবাইল নম্বর: ৯৬৭৪৭৪১৯১৮

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) ও রুল ৯(১) এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/ বন্ধকদাতাগণ কে নোটিশ দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকীকৃত আছে, যার **বাস্তবিক দখল** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সিকিউরড ক্রেডিটর এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে "যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নিম্নবর্ণিত তারিখে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ৩০.১২.২০২৪
অকশনের সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টে পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং	ইউনিট /ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম	যে সম্পদ বিক্রি করা হচ্ছে তার বিবরণ	বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি @১০% গ) দর বৃদ্ধির পরিমান	অকশনের তারিখ এবং যোগাযোগের ব্যক্তি
১.	**ঋণগ্রহীতা- মেসার্স গ্লেজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাঃ লিঃ** **ঠিকানা:** ১৮বি, আশুতোষ মুখার্জি রোড, থানা- ভবানীপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা- ৭০০০২০। **গ্যারান্টার(গণ): ১) শ্রী হরিশ গানেরিওয়ালা, ২) শ্রীমতী অনিতা গানেরিওয়ালা। উভয়ের ঠিকানা:** ৩য় ফ্লোর, ৫৯১ ব্লক -ও, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৭০০০৫৩	কমার্শিয়াল স্পেস/শপ রুম ইউনিট নং ৩১৬ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ প্রায় ১৪৯ বর্গফুট(সুপার বিল্ট আপ এলাকা) এটি 'মার্লিন হোমল্যান্ড' নামে সাধারণত পরিচিত শপিং মলের ৩য় ফ্লোরে উত্তর-পূর্ব অংশে যা প্রিমিসেস নং ১৮বি আশুতোষ মুখার্জি রোড, থানা- ভবানীপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা- ৭০০০২০ এ অবস্থিত। শ্রী হরিশ গানেরিওয়ালা এবং শ্রীমতীর অনিতা গানেরিওয়ালার নামে লিজ দলিল নং- ১৫৪/২০০৮ । **সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলের অধীনে**	**৪,১৪,৭২,৯৭১.০০ টাকা (চার কোটি চৌদ্দ লক্ষ বাহাত্তর হাজার নয়শো একাত্তর টাকা মাত্র) ২৮.০৭.২০১৭** অনুযায়ী এছাড়াও আপনি আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ, ইত্যাদির সহ উপরোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিভিত্তিক হারে ভবিষ্যতের সুদ পরিশোধ করতেও দায়বদ্ধ।	ক) ৩০,০০,০০০.০০ টাকা খ) ৩,০০,০০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা **পরিদর্শনের তারিখ: ২৩.১২.২০২৪ পরিদর্শনের সময়: সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ০৩.০০টা**	**অকশনের তারিখ ৩০.১২.২০২৪ এবং যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭৪১৯১৮ ৯৬৭৪৮১১৫২০**
২.	**ঋণগ্রহীতা- ৩ গাইস নেটওয়ার্ক প্রাঃ লিঃ** **ঠিকানা:** গ্ল্যামার বিল্ডিং, ৩য় ফ্লোর, আন্দুল রোড, পোস্ট - - দুইল্ল্যা, থানা- সাঁকরাইল, হাওড়া- ৭১১৩০২ **জামিনদার: ১. গৌতম খাড়া,** পিতা- শ্রী নিত্যানন্দ খাড়া, ঠিকানা- জে.সি. চক্রবর্তী রোড, পাতকুয়াতলা, গ্রাম ও পোস্ট - দুইল্ল্যা, হাওড়া- ৭১১৩০২। **২. শ্রী শ্যামলেন্দু ভট্টাচার্য,** পিতা- শ্রী বাসুদেব ভট্টাচার্য, **ঠিকানা-** চরকডাঙ্গা, পোস্ট- - দুইল্ল্যা, থানা- সাঁকরাইল, হাওড়া- ৭১১৩০২। **৩. শ্রী গৌতম ঘোষ,** পিতা- রতিকান্ত ঘোষ, পাতকুয়াতলা, দুইল্ল্যা, পোস্ট- দুইল্ল্যা, হাওড়া- ৭১১৩০২ **৪. শ্রীমতী রায়না ভট্টাচার্য,** স্বামী- শ্যামলেন্দু ভট্টাচার্য, চরকধাঙ্গা, দুইল্ল্যা, থানা - সাঁকরাইল, হাওড়া- ৭১১৩০২। **৫. শ্রীমতী কৃষ্ণা মন্ডল (শ্রীমতী পম্পা ব্যানার্জির আইনি উত্তরাধিকারী),** স্বামী- জয়ন্ত মন্ডল, আন্দুল রাজবাড়ির পিছনে, আন্দুল, হাওড়া- ৭১১৩০২	**সম্পত্তি নং ১:** অফিস স্পেস নং ৩বি, ৩সি এবং ৩ডি এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ ৩২০০ বর্গফুট সুপার বিল্ড আপ এরিয়া প্রায় ৭ কাঠা ৯ ছটাক এবং ১৫ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি জমির উপর নির্মিত 'গ্ল্যামার বিল্ডিং' নামে বিল্ডিং এর ৩য় ফ্লোরে এবং এর নিচের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার সহ, আরএস দাগ নং -৭৭৫, আরএস খতিয়ান নং.৭১৮, এলআর দাগ নং ৭৯১, এলআর খতিয়ান নং.৪২১/১, জেএল-৩৫, মৌজা-দুইল্ল্যা, দুইল্ল্যা গ্রাম পঞ্চায়েত, আন্দুল রোড, এ অবস্থিত, থানা-সাঁকরাইল, জেলা-হাওড়া। (ডিড অফ কনভেয়েন্স নং ৩৭২০ সাল- ২০০৯ তারিখ- ১৫.০৯.২০০৯, বই নং ১, ভলিউম নং. ১১, পৃষ্ঠা ৫৫৪ থেকে ৫৮০ পর্যন্ত মেসার্স দ্য ৩ গাইস নেটওয়ার্ক প্রাঃ লিঃ এর নামে) **সম্পত্তি নং- ২:** 'তিরুপতি অ্যাপার্টমেন্ট' বিল্ডিংয়ের ২য় ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং ৬বি এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ ৮০০ বর্গফুট এবং নীচের ১১ কাঠা ৮ ছটাক এবং ২৮ বর্গফুট জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার সহ । মৌজা পোদ্রায় অবস্থিত, জেএল-৩৮, আরএস দাগ নং-৫৩৭ আরএস খতিয়ান নং. ৩৫৪ এবং ৩৫৫ এর অধীনে, এলআর দাগ নং-৬৮২, এলআর খতিয়ান নং ৩২০৬ থেকে ৩২১৩, থানা-সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া (ডিড অফ কনভেয়েন্স নং. ৫১৮৯ সাল- ২০০৮ তারিখ- ১৯.০৫.২০০৮, বই নং ১, ভলিউম নং. ১৯, পৃষ্ঠা১৫৩১ থেকে ১৫৭৩ পর্যন্ত, শ্যামলেন্দু ভাচার্যের নামে) **সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলের অধীনে**	**৫,২০,১৭,৬৬৭.০০ টাকা (পাঁচ কোটি কুড়ি লক্ষ সতেরো হাজার ছয়শো সাতষট্টি টাকা মাত্র) ০৯.০৮.২০১৮** অনুযায়ী এছাড়াও আপনি আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ, ইত্যাদির সহ উপরোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিভিত্তিক হারে ভবিষ্যতের সুদ পরিশোধ করতেও দায়বদ্ধ।	**সম্পত্তি নং -১** ক) ৬৫,১৬,০০০.০০ টাকা খ) ৬,৫১,৬০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা **সম্পত্তি নং -১** ক) ১৫,২৫,০০০.০০ টাকা খ) ১,৫২,৫০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা **পরিদর্শনের তারিখ: ২৩.১২.২০২৪ পরিদর্শনের সময়: সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ০৩.০০টা**	**অকশনের তারিখ ৩০.১২.২০২৪ এবং যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭৪১৯১৮ ৯৬৭৪৮১১৫২০**

ক) বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-অকশনের জন্য তৈরি করা https://ebkray .in এ দেওয়া নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন, একজন দরদাতা হিসেবে নিবন্ধনের জন্য অনুগ্রহ করে https //ebkray.in> eauction-psb> bidder-registration পাথ অনুসরণ করুন।
খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে https://ebkray.in -এ তার ইএমডির পরিমাণ ইবিক্রয়/পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের (ই-মেল আইডি- supportebkray@psballiance.com) দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে ।

ইচ্ছুক দরদাতাকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে উপরে উল্লিখিত সাইটে আপলোড করা বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ২৮.১১.২০২৪
স্থান: কলকাতা

কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

নির্দেশ অমান্য, ডাসা নদীর চরে গেস্ট হাউস, প্রশাসন নির্বিকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: নির্দেশ অমান্য, ডাসা নদীর চর দখল করে গেস্ট হাউস, প্রশাসন নির্বিকার। পশ্চিম মেদিনীপুরের মন্দারমনি দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসভা বেআইনি বিল্ডিং ভাঙার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তবে তার উলটো ছবি দেখা গেল উত্তর ২৪ পরগনা হাসনাবাদে।

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহাকুমার হাসনাবাদ ব্লকের মাখালগাছা গ্রাম পঞ্চায়েতের আবাদ কুলিয়াডাঙা এলাকায় ডাসা নদীর চর দখল ম্যানগ্রোভ কেটে দক্ষিণে হাওয়া নামে এক গেস্ট হাউস তৈরি করা হয়েছে। কী করে নদীর চর দখল করে দীর্ঘ একবছর ধরে কংক্রিটের গেস্ট হাউস হল আর প্রশাসন দেখতে পেল না তা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুর করেছে। এই নিয়ে গেস্ট হাউসের মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে তাঁকে ফোনে পাওয়া যায়নি।

গেস্ট হাউসের কর্মীর সঙ্গে কথা বললে তিনি জানান, এখান থেকে মানুষ যাওয়া আসা করে ছোট মাঝারি গাড়ি যায় পথচলতি মানুষের জন্য বসার জায়গা করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে নদী দখল করে চারা গাছ কেটে এটা করা যায় কি? এই নিয়ে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছে স্থানীয় গ্রামের মানুষ। তাঁরা বলছেন, প্রশাসন সব জানে চুপ করে আছে। রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে এই গেস্ট হাউস করেছেন।

ডাসা নদীর চরে একদিকে জমির ওপর ঝাঁ চকচকে একতালা কংক্রিটের বিলাসবহুল এই কংক্রিটের বিল্ডিং নিয়েই প্রতিবাদ করেছেন সমাজের বিশিষ্টজনেরা। বলেছেন, 'যে ভাবে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে নদীর নাব্যতা হারাচ্ছে তাতে আগামী দিনের ভয়ংকর বিপদের মুখে পড়তে হবে আমাদের এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের। আমরা চাই প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করুক।' যেখানে দক্ষিণ ২৪পরগনার গোসোবা পশ্চিম মেদিনীপুরের মন্দারমণি সহ একাধিক বেআইনি জমির ওপর হোটেল ভাঙার নির্দেশ রয়েছে ঠিক উলটো ছবি দেখা গেল উত্তর চব্বিশ পরগনার হাসনাবাদে।

হাসনাবাদ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আমিরুল ইসলাম বলেন, 'আমি ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরকে বিষয়টা জানাব, কাগজপত্র দেখব যদি বেআইনি কাজ হয়ে থাকে তা হলে প্রশাসন হস্তক্ষেপ করবে অন্যায় কাজ বরদাস্ত করা যাবে না।'

আরও বেশি পরিমাণ বিদ্যালয়ে সাঁওতালি ভাষায় অলচিকি হরফে পড়ানোর উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: আরও বেশি পরিমাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাঁওতালি ভাষায় অলচিকি হরফে পড়ানোর উদ্যোগ জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের। সেই মত তফশিলি উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হলো বুধবার। জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ অফিসে চত্বরে এই আলোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) সানি মিশ্র সহ আরো অনেকে। মূলত জেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ১২৪ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নিয়ে এই প্রশিক্ষণ শিবির টি অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্য, আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে প্রাথমিকে গিয়ে বিপাকে পড়ছে আদিবাসী খুদে পড়ুয়ারা। স্কুলগুলিতে অলচিকি লিপিতে পড়ানোর শিক্ষক নেই। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রেই সেই সমস্ত এলাকার খুদে পড়ুয়াদের স্কুলমুখো করতে বেশ বেগ পেতে হয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় চারটি প্রাথমিক এবং চারটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে যেখ ানে সাঁওতালি ভাষায় পঠন-পাঠন চলে। সেই সংখ্যাটি আরও বাড়াতে উদ্যোগ নিয়েছে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ। তাই যে সমস্ত

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মাতৃভাষা সাঁওতালি, তাঁরা যাতে এই ভাষাটিকে আরও ভালো ভাবে জানতে পারে এ বিষয়ে তাঁদের অবগত করতে এদিনের এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আগামী দিনে এই সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করার চিন্তাভাবনা রয়েছে বলেই জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংসদের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা জানান, 'মাতৃভাষা যাদের সাঁওতালি সেই সমস্ত শিক্ষকদের নিয়ে আজ একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। জেলায় দীর্ঘদিন ধরেই সাঁওতালি ভাষার যারা মানুষ রয়েছেন, তাঁদের দাবি ছিল সাঁওতালি ভাষার পঠনপাঠন চালু হোক বিদ্যালয় গুলিতে। বামফ্রন্ট সরকারের আমল থেকেই এই দাবি ছিল। ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জেলায় চারটি প্রাথমিক ও চারটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাঁওতালি ভাষায় পঠনপাঠন চালু করেছেন। সাঁওতালি কমিটির লোকেদের তরফে এ সংখ্যাটি বাড়ানোর দাবি রয়েছে। আমরা সেই প্রচেষ্টাই করছি।'

ভাঙছে চন্দননগরের ঐতিহ্যশালী ফ্রেঞ্চ মিউজিয়াম, দেখতে এসে বিপদের শিকারের আশঙ্কা বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: দিন দিন একটু একটু করে ভাঙছে চন্দননগরের ঐতিহ্যশালী ফ্রেঞ্চ মিউজিয়াম। গোটা চন্দননগর শহরের ইতিহাস যেখানে সুরক্ষিত রয়েছে সেই বাড়িরই ভগ্নপ্রায় অবস্থা। প্রতিদিন একটু একটু করে ভেঙে পড়ছে বাড়ির দেওয়াল থেকে সিলিং। বহু বিদেশি পর্যটক থেকে বিভিন্ন প্রান্তের মানুষজন দেখতে আসেন অতীতের সাক্ষী এই মিউজিয়াম। সেখানেই সিলিংয়ের চাঙড় খসে পড়ে নিত্যদিন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হচ্ছেন ভ্রমণার্থীরা।

একটা সময় ফরাসি উদ্ভাসিত এলাকা ছিল চন্দননগর। তৎকালীন ফরাসি গভর্নর মঁশিয়ে ডুপ্লেক্সের বাড়ি বর্তমানে চন্দননগর মিউজিয়াম। ফরাসি আমলের সমস্ত আসবাবপত্র থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের চন্দননগরের ভূমিকা বিপ্লবী কার্যকলাপ এই সবকিছুই সংরক্ষিত রয়েছে মিউজিয়ামের অন্দরে। মিউজিয়ামের বিল্ডিংটিও ফরাসি আমলে তৈরি। বহু বহু পর্যটক তারা দেখতে আসেন প্রাচীন এই ঐতিহ্যকে।

তবে মিউজিয়াম দেখতে এসে বিপদের শিকার হওয়ার আশঙ্কা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বিদেশী পর্যটকদের একটি দল তখন মিউজিয়ামের মধ্যে ঘুরে দেখছেন ফরাসী স্থাপত্য। ঠিক সেই সময় ফরাসী আমলের মিউজিয়ামের আসবাবের উপর হঠাৎই সিলিং-এর চাঙড় খসে পড়ে। কেউ আহত হননি তবে আহত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল।

এই বিষয়ে ফ্রেঞ্চ মিউজিয়ামের ডিরেক্টর বাসবি পাল বলেন, এটা খুবই দুশ্চিন্তা। মাঝখানেক আগে একবার সিলিং খসে পড়েছিল। তখ ন মিউজিয়ামের কর্মীরা অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছিল। বেশ কিছুদিন ধরেই মিউজিয়ামের দেওয়াল ছাদের অবস্থা খারাপ। মিউজিয়াম রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব রয়েছে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া। দ্রুত সংস্কার না করলে বড় দুর্ঘটনা হতে পারে। মাঝে একবার এই ঘটনার পর সাধারণের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছিল মিউজিয়ামের গেট। যারা গবেষণা করে পুরনো বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করে বা ফরাসিদের চন্দননগরের উপনিবেশ ছিল সে বিষয়ে জানতে চায় তাদের কাছে খুবই আগ্রহের এই মিউজিয়াম। সেদিকে নজর না দিলে আরও বড় বিপদ হতে পারে।

গোঘাটে ছাত্রদের স্বার্থে জমিতে আলু বীজ বসালেন শিক্ষকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সাত সকালেই খোলা স্কুলের গেট। হাজির শিক্ষকরাও। এত সকালে স্কুলে শিক্ষকদের উপস্থিতি দেখে খানিকটা হতচকিত হয়ে এলাকার মানুষ। পরের চিত্রটা আরও কিছুটা অন্যরকম। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীরা মাটি খুঁড়ছেন। সেখানে চাষের জন্য জমি প্রস্তুত করছেন। ঘটনাটি আরামবাগ মহকুমার গোঘাট হাইস্কুলের।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও হস্টেলের ছাত্রদের মিড ডে মিলের টাটকা সবজি খাওয়াতে বিদ্যালয়ের ভিতরে চাষের উদ্যোগ নিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। মূলত আলু ও বেশকিছু সবজি চাষের কাজ শুরু করেছেন শিক্ষকরাই। সারা বছরই আলুর অত্যধিক দাম। তাই শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীরা আলোচনা করে মিড ডে মিলের জন্য আলু চাষ করছেন স্কুলের ভিতরেই। এছাড়াও রয়েছে মরশুমি সবজি।

শিক্ষকদের এই উদ্যোগে সামিল হয়েছেন প্রধান শিক্ষকও। তিনি নিজেও আলু বীজ বসান। কোদাল হাতে মাটি চাপা দিতে দেখা যায় বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতিও। রাসায়নিক সার ব্যবহার না করে জৈব সার দিয়ে তৈরি করা হয়েছে বিদ্যালয়ের সামনের জমির মাটি। সেই মাটিতেই আলু বীজ বসালেন শিক্ষকরা। এছাড়া ফুলকপি, বাঁধাকপি, গাজর, টমেটো, শাক, লাউ প্রভৃতি সবজিও চাষ করা হয়। মূলত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও হস্টেলে থাকা ছাত্রছাত্রীদের ভেজাল বিহীন পুষ্টিকর খাদ্য দিতেই এই কর্মসূচির উদ্যোগ নেন তাঁরা।

গোঘাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তরুণকান্তি কোনার বলেন, 'নিজেদের উদ্যোগে করা এই সবজি চাষের ফলে বিদ্যালয় ও হস্টেলের ছেলেদের টাটকা সবজি খাওয়াতে পারব। এবছর কিচেন গার্ডেনের জন্য পাঁচ হাজার টাকা পেয়েছি। পরবর্তীতে টাকার অঙ্কটা আর একটু বেশি হলে আমরা আরও সুন্দর করে পরবর্তীতে এই চাষ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব। এছাড়াও বিদ্যালয়ের পাশের পুকুরে মাছ চাষও করা হয়। তবে সকলে মিলে এই চাষের কাজ করতে ভালোই লাগে।'

গোঘাট হাইস্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি নারায়ণচন্দ্র পাঁজা বলেন, 'এই বিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষক কৃষক পরিবারের। তাই সকলে মিলে হাতে হাত লাগিয়ে কাজ করতে কোনও অসুবিধা হয় না। প্রতিবছরই এই চাষ করে যাওয়ার চেষ্টা করব আমরা।' বিদ্যালয়ের অশিক্ষক কর্মী সুবোধ সাঁতরা বলেন, 'মোট সাত কাঠা জায়গাজুড়ে আলু চাষ করা হয়। এর পাশে অন্যান্য সবজিও থাকে। এর ফলে ছাত্র ছাত্রীদের মিড ডে মিলে খাঁটি সামগ্রী তুলে দিতে পারব।'

কলেজ ভিজিটে ন্যাকের টিম

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মঙ্গলকোটের গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজে বুধবার ন্যাকের তিন দলের একটি টিম ভিজিট করে। দীর্ঘ ৯ বছর পর ভিজিট করা হয় বলে জানা গিয়েছে।

মঙ্গলকোটের মাথরুন দিঘির পাড়ে রয়েছে সরকারি জেনারেল ডিগ্রি কলেজ। ২০১৫ সালে এখ ানে কলেজ তৈরি হয়েছিল। বর্তমানে এই কলেজের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৩২৬ জন। বুধবার ন্যাক এর টিম আসে কর্নাটক, কেরল ও উত্তরপ্রদেশ থেকে। কলেজের বিভিন্ন পরিকাঠামো তারা ঘুরে দেখেন। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার মান কতটা তাও দেখেন তাঁরা। কলেজের পরিবেশ দেখে তাঁরা মুগ্ধ হন।

কলেজের প্রিন্সিপাল ডঃ প্রদীপ্তকুমার বসু জানান, বিভিন্ন রাজ্য থেকে টিম আসে তাঁদের কলেজে ভিজিট করতে। তারা বিভিন্ন ক্লাসরুম ঘুরে দেখেন। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং কলেজের পরিবেশ দেখে ওঁরা মুগ্ধ হয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

শ্বশুর বাড়িতেই জামাই আত্মঘাতী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: মানসিক অবসাদে ফাঁস লাগিয়ে শশুর বাড়িতেই জামাই আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। মৃতের নাম লখিরাম মান্ডি। বয়স৫০ বছর। বাড়ি পশ্চিম বর্ধমান জেলার হীরাপুর থানা এলাকায় হলেও দীর্ঘদিন ধরেই তিনি পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর থানার লালপুর গ্রামের শ্বশুর বাড়িতেই বসবাস করতেন।

সূত্রের খবর, মঙ্গলবার রাতে পরিবারের আত্মীয়দের অজান্তে শ্বশুর বাড়িতেই ফাঁস লাগিয়ে নেন। ঘটনাটি পরিবারের আত্মীয়দের নজরে আসতেই তাঁকে উদ্ধার করে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে জানান। ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পর পুলিশের অনুমান, মানসিক অবসাদে আত্মহত্যা করেছেন ওই ব্যক্তি। তবে মৃত্যুর আসল কারণ জানতে বুধবার রঘুনাথপুর থানার পুলিশ রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে তাঁর দেহটি উদ্ধার করে পুরুলিয়ার গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য।

গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পাঁচ লক্ষ টাকা না দিলে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হবে নাবালিকার অশ্লীল ছবি। এমন হুমকি দিয়ে ফোন করা যুবকের বাড়িতে গিয়ে প্রতিবাদ জানাতে গেলে বেধড়ক মারধরের শিকার হয় নাবালিকার বাবা। আর এই ঘটনা মেনে নিতে না পেরে মাত্র ১৩ বছর বয়সেই নিজের জীবনের ইতি ঘটিয়ে দেয় নাবালিকা। গত শুক্রবার এমনই ঘটনা ঘটে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে। মেয়ে আত্মঘাতী হওয়ার পর তাঁর পরিবারের সদস্যরা দাবি করেন, ভিনরাজ্যে বসে ফোন করে হুমকি দিয়ে মোটা টাকা দাবি করেছেন এলাকার প্রতিবেশী যুবক। এমন ঘটনার জেরে ওই যুবক ও যুবকের বাবার বিরুদ্ধে জামালপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন নাবালিকার বাবা। দায়ের হওয়া সেই অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে তদন্তে নেমে পুলিশ ওই যুবকের বাবাকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পেশ করে ৭দিনের পুলিশি হেপাজতে নেয়। এর পরেই তার ছেলেকে মহারাষ্ট্রের সানগোলা থানার সোলাপুর থেকে গ্রেপ্তার করে মঙ্গলবার রাতে জামালপুর থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত যুবককে বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয় বুধবার। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে জামালপুর থানার পুলিশ।

কয়েক দফা দাবিতে বিক্ষোভ সিটুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: বিভিন্ন দাবিকে সামনে রেখে ইসিএলের সাতগ্রাম এরিয়া অফিসে বিক্ষোভ সিটুর।

বুধবার সকাল থেকে ইসিএলের সাতগ্রাম এরিয়ায় বিক্ষোভ দেখায় সিটুর পক্ষ থেকে। তারা জানায়, আগে কোলিয়ারির শ্রমিকদের কোনও অসুবিধা হলে জেসিসি কমিটির বা অন্য কমিটির মাধ্যমে আধিকারিকদের সঙ্গে বসে আলোচনা করে সমাধান করা হত। কিন্তু সেই আলোচনার পথ সম্পূর্ণ বন্ধ করা হয়েছে। এছাড়াও কোলিয়ারি বন্ধ করে ধঙ্গঞ্জ নামে ঠিকাদারের হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত করছে ইসিএল। যার কারণে স্থানীয় শ্রমিক কমে যাচ্ছে। এমনকি ম্যানেজমেন্টের ওপর দুর্নীতির অভিযোগ তুলছেন আন্দোলনকারীরা। জয়েনিং হোক বা প্রমোশন নিতে হলে টাকা দিতেই হবে এমনটাই অভিযোগ করা হয় সিটুর পক্ষ থেকে এদিন।

এদিনের কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন জিকে শ্রীবাস্তব, তাপস কবি, দেবীদাস ব্যানার্জি সহ আরও অনেকেই।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: বুধবার পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তিন ব্যক্তির। এই তিন ব্যক্তি ট্রাক চালক বলে জানা গিয়েছে। প্রথম ঘটনাটি ঘটে হাওড়া উলুবেড়িয়া থানা এলাকার বিরশিবপুরে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর।

জানা গিয়েছে, এদিন বিচ রিপোর্ট লিন রোডের কাছে একটি লরি দাঁড়িয়েছিল তার পেছনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আরেকটি ট্রাক ধাক্কা মারে। এলাকার লোকজন ছুটে এসে ট্রাক চালককে উদ্ধার করলে দেখা যায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে চালকের। এই পরিস্থিতিতে যখন সকলে মিলে রাস্তা থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রাকটিকে সরাচ্ছে তখন পিছন থেকে আরেকটি ৪০৭ গাড়ি ধাক্কা মারে ট্রাকটিকে। একে তো ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় ট্রাক চালকের। এরপর বুধবার ভোরে হাওড়ার বাগনান থানার কাছারি পাড়া এলাকায় এক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক লরি চালকের। নাম সুনীল গৌড়। বয়স ৩৭ বাড়ি উত্তরপ্রদেশের আম্বেদকরনগরে। জানা গিয়েছে, এদিন লোহার পাত বোঝাই ওই লরিটি দ্রুতগতিতে কলকাতার দিকে যাচ্ছিল। ভরে বাগনান কাছারি পাড়ার ফ্লাইওভারে নামার মুখে লরির পিছনে থাকা পাতগুলি আলগা হয়ে হুড়মুড়িয়ে সামনের দিকে চলে যায় এবং চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ও পোস্টে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় চালকের। পরে পুলিশ আছে মৃতদেহ এবং লরিটিকে সরিয়ে নিয়ে যায়।

দেড় কোটি ব্যয়ে নির্মিত পিচের রাস্তা দু' বছরেই বেহাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সদ্য তৈরি হওয়া পিচের রাস্তার কঙ্কালসার অবস্থা। যে রাস্তা যাতায়াতের একমাত্র ভরসা ছিল গ্রামবাসীদের। এখন সেই রাস্তায় বড় বড় গর্ত তৈরি হওয়ায় সমস্যা বাড়িয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। মাত্র দুই বছর আগে পিচের রাস্তা তৈরি করা নিয়ে যে ব্যাপক দুর্নীতি করা হয়েছে সে ব্যাপারেও প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা ব্লকের মহিষবাথানি গ্রাম পঞ্চায়েতের বালুয়াটোলা এলাকায়। সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের আসিনাবাঁধ থেকে বালুয়াটোলা পর্যন্ত প্রায় আড়াই কিলোমিটার পিচের রাস্তা তৈরি করা নিয়েই চরম দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা। ইতিমধ্যে তারা পুরো বিষয়টি সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত ও প্রশাসনকে জানিয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২১-২২ অর্থবর্ষে পুরাতন হালদার আসিনা বাঁধ এলাকা থেকে বালুয়াটোলা পর্যন্ত প্রায় আড়াই কিলোমিটার পিচের রাস্তা তৈরি হয়েছিল। সেই সময় মালদা জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে এই রাস্তা তৈরি ক্ষেত্রে বরাদ্দ করা হয় প্রায় দেড় কোটি টাকা। কিন্তু দু' বছরের মধ্যেই এখন

ওই এলাকার পিচের রাস্তার খানাখ ন্দে ভরে গিয়েছে।

বালুয়াটোলা গ্রামের বাসিন্দা মহম্মদ ইব্রাহিম, আকবর আলি, বদরুদ্দিন শেখদের বক্তব্য, 'চোখের সামনে পিচের রাস্তাটি তৈরি হতে দেখলাম। ভেবেছিলাম গ্রামের যাতায়াতের সমস্যা সমাধান হয়ে গিয়েছে। কিন্তু দু' বছর যেতে না যেতেই রাস্তার এমন বেহাল অবস্থা হয়ে পড়েছে। এই রাস্তা নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি করা হয়েছে। যার জন্য এখন পিচের চাদর উঠে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে।' মহিষবাথানি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কংগ্রেসের নবনীতা মণ্ডল জানিয়েছেন, এই রাস্তার কাজটি জেলা পরিষদ থেকে করা হয়েছিল। কাজেই এব্যাপারে কিছু বলতে পারব না।

তৃণমূল পরিচালিত মালদা জেলা পরিষদের মহিষবাথানি এলাকার নির্বাচিত সদস্য নাইকি হাঁসদা জানিয়েছেন, 'ওই এলাকার পিচের রাস্তার সমস্যার কথা শুনেছি। দ্রুত যাতে ওই এলাকার রাস্তা নতুন করে সংস্কার করা যায় , সে ব্যাপারেও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।'

জলঙ্গী পঞ্চায়েত সমিতি
পোস্ট- সাহেবরামপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২৩০৫
NIQ No.09/JAL/EO/OF/2024-25
পঞ্চায়েত সমিতির পুকুর লিজ বা ভাড়া দেওয়ার দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি
আগ্রহী ব্যক্তিগনকে আগামী ০২/১২/২০২৪ তারিখে বৈকাল ৩ ঘটিকার মধ্যে একটি ৪ সাদা কাগজে তাদের দরপত্র লিখে, ঘামের মধ্যে সীল করে, নিম্নে স্বাক্ষরিত আধিকারিকের করণে নির্দিষ্ট বাক্সে জমা করবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
দরপত্রের বিবরণ

ক্রমিক নং	দরপত্রের বিবরণ বিবরন	নূন্যতম দর
১.	সাহেবরামপুরে অবস্থিত ২ টি পুকুরের, ২০২৪-২৫ থেকে আগামী ২০২৬-২৭ এই তিন অর্থবর্ষের জন্য জন্য নূন্যতম দর	১.০৮.০০০.০০ টাকা মাত্র
২.	সাদিখাঁর দেয়াড় কালীতলা ব্রীজ সংলগ্ন ২ টি পুকুরের ২০২৪-২৫ থেকে আগামী ২০২৬-২৭ এই তিন অর্থবর্ষের জন্য নূন্যতম দর	১.০২.০০০.০০ টাকা মাত্র

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন
কার্য নির্বাহী আধিকারিক
জলঙ্গী পঞ্চায়েত সমিতি, জলঙ্গী, মুর্শিদাবাদ

Kalikapur-II Gram Panchayat
Vill.-Sahebpur, P.O.-Champahati, P.S.-Sonarpur, South 24 PGS, Pin-743330
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the experienced bidders for execution of different development works vide **NIT No.:- 5, Memo No.- 270/KP-II/2024-25, Date : 27.11.2024.** Total Scheme-3 Nos., Fund :- 5th SFC (Untied, 2nd installment 2023-2024). Date of Publish of Tender: **27.11.2024 from 06:30 PM.** Last Date of Submission: **05.12.2024 up to 12:00 Noon.** Date of Opening of Tender: **09.12.2024 at 12:30 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Kalikapur-II Gram Panchayat

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 108 (2nd Call), 136th (2nd Call & 181/2024-2025
Dated- 27-11-2024
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of supply & Civil works at Paschim Medinipur, Malda District and Head office. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **28-11-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **06-12-2024 & 13-12-2024 upto 3.00 pm**
Date: 27.11.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

NALHATI MUNICIPALITY
E-N.I.T.:- 06 OF 2024-25
Memo No:-5267/Nal/Muni/24-25 dated- 26.11.2024
"water supply Work." within Nalhati Municipality Tender **ID-2024_MAD_774032_1** BID Stating date: **26.11.2024** BID end date: **26.12.2024** and more details **www.nalhatimunicipality.org**
Sd/-
Chairperson
Nalhati Municipality

NALHATI MUNICIPALITY
E-N.I.T.:- 05 OF 2024-25
Memo No:-5266/Nal/Muni/24-25 dated- 26.11.2024
"water supply Work." within Nalhati Municipality Tender **ID-2024_MAD_773996_1** BID Stating date: **26.11.2024.** BID end date: **26.12.2024** and more details **www.nalhatimunicipality.org**
Sd/-
Chairperson
Nalhati Municipality

NALHATI MUNICIPALITY
E-N.I.Q.:- 01 OF 2024-25
Memo No:-5268/Nal/Muni/24-25 dated- 26.11.2024
"water supply Work." within Nalhati Municipality Tender **ID-2024_MAD_774052_1** BID Stating date: **26.11.2024.** BID end date: **26.12.2024** and more details **www.nalhatimunicipality.org**
Sd/-
Chairperson
Nalhati Municipality

Press Notice
Sealed Quotations are hereby invited for Ranjeem Lac & Vegetable seeds (Bottle Gourd, Beans & Tomato) under PSME schemes under PMKSY WDC 2.0 at Baghmundi Block Vide NIQ- **10/PSME/ PMKSY-WDC 2.0/01/2021-22 for Kalimati MWA, 11/PSME/PMKSY-WDC 2.0/01/2021-22 for Tunturi-Suisa MWA,12/PSME/ PMKSY-WDC 2.0/01/ 2021-22 for Serengdih MWA &13/ PSME/ PMKSY-WDC 2.0/01/2021-22 (Vegetable) for Tunturi-Suisa MWA in the district of Purulia.** For details of timing, eligibility criteria etc. pl. visit Office Notice Board or visit **www.wbtenders.gov.in.** Last date for submitting sealed quotation on **03.12.2024**
Sd/-
Assistant Director of Agriculture
Baghmundi Block
&
PIA, Kharkai & Subarnarekha Watershed

Office of
The Khairamari Gram Panchayat
Jalangi, Murshidabad
ENIT No. 03/KHGP/15Th CFC AND 5TH SFC/2024-25 SL NO 1 TO 10 Memo No: 318/KHGP Dated : 13/11/2024, Application Starting Date- 27/11/2024 AT 11 A.M, Last Date of Dropping - **04/12/2024 till 3.00 PM,** Date of Opening Technical Bid **-06/12/2024 AT 3 P.M** Probable Date of Opening Financial Bid- **09/12/2024 time 12.00 Hours.** For Details See- **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Khairamari Gram Panchayat
Jalangi, Murshidabad

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILORS OF RANAGAHT MUNICIPALITY
Ranaghat, Nadia
E-TENDER NOTICE
Memo. No. 2647/RM
Date- 27.11.2024
Tender Ref No: WBMAD/ULB/RM/NIT-5e/ 2024-25/2nd Call/SL1 to SL2
Tender ID: 2024_MAD_774754_1 to 2
Name of the work: Construction of Cement concrete road & other Development work in different wards (2 nos) under UDMA within Ranaghat Municipality. Last Date Of Submission of Bid: **06.12.2024.** Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website **https://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Ranaghat Municipality

Joynagar Mozilpur Municipal Office
P.O.-Jaynagar Mozilpur, Pin-743337, South 24Pgs., West Bengal
E-bids are invited by the Chairman, Jaynagar Majilpur Municipality for the following development work within Jaynagar Majilpur Municipality.

Sl. No.	Name of Work	NIT No.
1 to 13	Construction of masonry surface drain in Different Wards.	WBMAD/ULB/JOY-NAGAR-MOZILPUR/ 20/2024-25 SL1 TO 13

Tender ID: **2024_MAD_773991_1 to 13**
Bid submission starting date: **27/11/2024 at 09:00 AM**
Bid submission closing date: **06/12/2024 at 05:30 PM**
Date of opening technical proposal (on line): **09/12/2024 at 11:00 AM**
Details may be seen in the website: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Joynagar Mozilpur Municipality

BELDANGA MUNICIPALITY, Murshidabad
E-tendersare invited by the authority of Beldanga Municipality for –

Sl. No.	Name of Work	Ref. of Tender	Estimated Amt. (in Lakh)	Last date for submission
1.	Construction of side drain	WB/MAD/ULB/BEL/ NIeT-08/2024-25	6.41	06.12.2024 at 2.00PM
2.	Construction of side drain		6.12	
3.	Construction of Drain		3.22	
4.	Construction of Drain		2.11	
5.	Construction of side drain		3.26	
6.	Construction of side drain		6.13	
7.	Construction of side drain		6.95	
8.	Construction of side drain		6.21	
9.	Construction of Local Drain		8.24	
10.	Construction of High Drain	WB/MAD/ULB/BEL/ NIeT-09/2024-25	47.04	13.12.2024 at 2.00PM
11.	Construction of High Drain		44.16	
12.	Survey, Geo-technical Investigation, Design & Drawing along with Vetting	NIeQ No. 01/2024-25	N.A.	10.12.2024 at 2.30 PM

For details visit - **www.municipalitybeldanga.org, www.wbtenders.gov.in**

EKDIN, VOL 18, ISSUE 167, KOLKATA,
THURSDAY, 28 NOVEMBER 2024, PAGE 8
কলকাতা, ২৮ নভেম্বর ২০২৪

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সূচি চূড়ান্ত করতে বৈঠক ২৯ নভেম্বর

পাকিস্তানকে ৫৯১ কোটি দিয়ে সমাধানের ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগামী বছরের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি কী ভাবে হবে, তা এখনও চূড়ান্ত করতে পারেনি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) পাকিস্তানের দল না পাঠানোর সিদ্ধান্ত না নেওয়ায় পরিস্থিতি জটিল হয়েছে। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) আবার হাইব্রিড মডেলে প্রতিযোগিতা আয়োজনে নারাজ। পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও চিন্তায় আইসিসি কর্তারা। এই পরিস্থিতিতে প্রতিযোগিতার সূচি চূড়ান্ত করতে আগামী শুক্রবার ২৯ নভেম্বর বৈঠকে বসবেন আইসিসি বোর্ডের সদস্যরা।

আগামী বছর ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে পাকিস্তানে হওয়ার কথা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। ভার্চুয়াল বৈঠকে আলোচনা হবে কী ভাবে প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হবে। ২০০৮ সালে মুম্বইয়ে জঙ্গি হামলার পর থেকে ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট সম্পর্ক বন্ধ রয়েছে। কোনও বহু দলীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্যও পাকিস্তানে যায় না ভারতীয় ক্রিকেট দল। গত বছর এশিয়া কাপের সময়ও রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের পাকিস্তানে পাঠায়নি বিসিসিআই। ভারতের ম্যাচগুলি-সহ বেশ কিছু খেলা হয়েছিল শ্রীলঙ্কায়। সে ভাবেই কি হবে আগামী বছরের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি? ভারতের ম্যাচগুলি কি অন্য কোনও দেশে হবে? না কি পুরো প্রতিযোগিতাই সরিয়ে দেওয়া হবে পাকিস্তান থেকে? সব কিছু বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন আইসিসি কর্তারা। ভারত এবং পাকিস্তানকে বাদ দিয়ে প্রতিযোগিতা আয়োজনের সম্ভাবনা অবশ্য নেই। আইসিসির এক কর্তা বলেছেন, “২৯ নভেম্বরের বৈঠকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সূচি চূড়ান্ত করা হবে।”

বিসিসিআই চায় গত এশিয়া কাপের মতো আগামী চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিও হোক হাইব্রিড মডেলে। পছন্দ হিসাবে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির কথা বলেছেন বিসিসিআই কর্তারা। ভারতের এই প্রস্তাব মানতে নারাজ পিসিবি। আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে আইসিসির চেয়ারম্যান হবেন জয় শাহ। ২৯ নভেম্বরের বৈঠকে তিনি যোগ দেবেন বিসিসিআই সচিব হিসাবে। তাঁর সঙ্গে থাকবেন বিসিসিআইয়ের আরও এক কর্তা। আইসিসি সূত্রে খবর, হাইব্রিড মডেলে রাজি করানোর জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ পিসিবিকে প্রায় ৫৯১ কোটি টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হবে। পাকিস্তানের ক্রিকেট কর্তাদের রাজি করানোই এখন মূল চ্যালেঞ্জ আইসিসি কর্তাদের। কারণ, গত বছর এক দিনের বিশ্বকাপের সময় বাবর আজমদের ভারতে পাঠিয়েছিল পিসিবি।

১৯৯৬ সালের পর এই প্রথম আইসিসির কোনও প্রতিযোগিতার আয়োজক পাকিস্তান। করাচি, লাহোর এবং রাওয়ালপিন্ডির স্টেডিয়ামগুলির সংস্কারের কাজ শুরু করেছে পিসিবি। বিপুল বিনিয়োগ করেছে তারা। ২০২১ সালে পাকিস্তানকে প্রতিযোগিতা আয়োজনের দায়িত্ব দিয়েছিল আইসিসি। এই প্রতিযোগিতায় ভারত দল না পাঠালে, ভবিষ্যতে ভারতেও কোনও প্রতিযোগিতায় দল না পাঠানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছে পিসিবি। সব মিলিয়ে জটিল সমস্যার সমাধান করতে হবে আইসিসি কর্তাদের।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টেও খেলা হচ্ছে না শামির, থাকবেন বাংলা দলের সঙ্গেই

নিজস্ব প্রতিনিধি: মহম্মদ শামি এখনই অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছেন না। বাংলার হয়ে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির গ্রুপ পর্বে সব ম্যাচই খেলবেন তিনি। ফলে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতেই থাকছেন শামি। তাই কোনও ভাবেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে খেলতে যাওয়া হচ্ছে না তাঁর।

গত বছর এক দিনের বিশ্বকাপের ফাইনালের পর থেকে ভারতীয় দলের বাইরে শামি। গোড়ালির চোট নিয়ে ভুগছিলেন তিনি। অস্ত্রোপচার করানো হয়। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রিহ্যাবের পর সুস্থ হয়ে ওঠেন। বাংলার জার্সিতে ক্রিকেটে ফেরেন শামি। প্রথমে রঞ্জি খেলেন। মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে তাঁর বোলিং নজর কাড়ে। লাল বলের পর সাদা বলেও খেলা শুরু করেছেন শামি। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে তিনি ইতিমধ্যেই তিনটি ম্যাচ খেলেছেন। জানা গেল, বাংলার হয়ে আরও চারটি ম্যাচ খেলবেন। ফলে শামিকে এখনই অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানোর ভাবনা নেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের।

মুস্তাক আলি ট্রফিতে বাংলা এখনও পর্যন্ত অপরাজিত। প্রথম তিনটি ম্যাচই জিতেছে তারা। শামি প্রথম ম্যাচে পঞ্জাবের বিরুদ্ধে ৪ ওভারে ৪৬ রান দিয়ে একটি উইকেট নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় ম্যাচে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ২১ রান দিয়ে তিন উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। বুধবার তৃতীয় ম্যাচে শামি মিজোরামের বিরুদ্ধে ৪ ওভারে ৪৬ রান দিলেও কোনও উইকেট নিতে পারেননি। তাতে যদিও দলের জিততে কোনও অসুবিধা হয়নি।

বুধবারের ম্যাচে মিজোরাম প্রথমে ব্যাট করে ১৫৭ রান তোলে। মোহিত জ্যাংরা ৮০ রান করে অপরাজিত থাকেন। বাংলার বোলারেরা তাঁকে আউট করে পারেননি। একটি করে উইকেট নেন কনিষ্ক শেঠ, সায়ন ঘোষ এবং করণ লাল। ম্যাচ জিততে কোনও অসুবিধা হয়নি বাংলার দুই ওপেনার অভিষেক পোড়েল এবং করণ লাল মিলে ১৩১ রানের জুটি গড়েন। ৮১ রান করেন অভিষেক। ৬৭ রান করেন করণ। ২৭ বল বাকি থাকতে ম্যাচ জিতে নেয় বাংলা। তাদের বাকি চারটি ম্যাচ মধ্যপ্রদেশ (২৯ নভেম্বর), মেঘালয় (১ ডিসেম্বর), বিহার (৩ ডিসেম্বর) এবং রাজস্থানের (৫ ডিসেম্বর) বিরুদ্ধে।

মুস্তাক আলির নক আউট পর্ব শুরু হবে ৯ ডিসেম্বর থেকে। ফাইনাল ১৫ ডিসেম্বর। সেই পর্বে শামিকে বাংলা পাবে কি না তা এখনও নিশ্চিত নয়। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের তৃতীয় টেস্ট শুরু ১৪ ডিসেম্বর থেকে। শামিকে যদিও ভারতীয় তৃতীয় টেস্টের জন্য নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবে, তা হলে হয়তো নক আউট পর্বে বাংলা তাঁকে পাবে না।

৩০ নভেম্বর অশোকনগর স্টেডিয়ামে আয়োজিত হচ্ছে ম্যাচ ফর বেঙ্গল। মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে সাহায্যার্থে ভারতের সর্বকালের সেরা ফুটবলারদের নিয়ে হবে একটি প্রদর্শনী ম্যাচ। বুধবার স্পোর্টস জার্নালিস্টস ক্লাবে হয়ে গেলো তারই ট্রফি ও জার্সি উন্মোচন। লেজেন্ড রেড বনাম লেজেন্ড ব্লু ম্যাচে অংশ নিচ্ছেন ভারতের প্রাক্তন ফুটবলাররা। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অশোকনগরের বিধায়ক ও উত্তর২৪ পরগনা জেলার সভাধিপতি নারায়ন গোস্বামী। এসেছিলেন তিন প্রধানের কর্তা দেবাশিস দত্ত, রূপক সাহা মহম্মদ কামারুদ্দিন এবং আইএফএ সহ সভপতি সৌরভ পাল। এছাড়াও ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার আলভিটো ডিকুনহা। এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন সকলেই। দেবাশিস দত্ত জানিয়েছেন, এমন উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। এছাড়াও আগামী দিনে যা পরিকল্পনা শুনলাম তাও অত্যন্ত প্রশংসনীয়। মহম্মদ কমরাউদ্দিন জানিয়েছেন, এমন উদ্যোগকে কুর্নিশ।

অত্যন্ত উচ্ছসিত আলভিটো ডিকুনহা, তিনি জানান, অনেক দিন পর প্রাক্তন সতীর্থদের সঙ্গে দেখা হবে। আবার একসঙ্গে মাঠে নামবো। আমি খুব উচ্ছসিত।

ভারতকে চুনকাম করার নায়ক পরের টেস্টেই বাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের মাটিতে কখনো টেস্ট সিরিজ জয় দূরে থাক, গত ৩৫ বছরে কোনো টেস্ট ম্যাচেও জয় ছিল না নিউজিল্যান্ডের। সেই নিউজিল্যান্ড সম্প্রতি ভারত সফরে রোহিত-কোহলি-বুমরাদের ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাইয়ের লজ্জা দিয়েছে।

ভারতে কিউইদের ইতিহাস গড়া সিরিজে বড় অবদান রাখেন উইল ইয়াং। এই টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান ৩ ম্যাচে ৪৮.৮০ গড়ে করেন ২৪৪ রান। সিরিজের ফল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় ইয়ংয়ের হাতেই ওঠে সিরিজসেরার পুরস্কার। তবে এক মাসও পার হয়নি, এর মধ্যেই নিউজিল্যান্ডের একাদশ থেকে বাদ পড়েছেন ইয়াং।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আগামীকাল ভোরে শুরু হতে যাওয়া ক্রাইস্টচার্চ টেস্টে খেলা হচ্ছে না ইয়াংয়ের। ভারত সফরের আরেক নায়ক মিচেল স্যান্টনারেরও খেলার সম্ভাবনা কম। ওই সিরিজে নিউজিল্যান্ডের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি এজাজ প্যাটেলকে তো এই সিরিজেই স্কোয়াডেই রাখা হয়নি।

এজাজকে বাদ দেওয়ার বড় কারণ নিউজিল্যান্ডের পিচ পেসবান্ধব হওয়ায় স্কোয়াডে বেশি স্পিনারের দরকার নেই। একই কারণে ক্রাইস্টচার্চে দর্শক হয়ে থাকতে হতে পারে বাঁহাতি স্পিনার স্যান্টনারকে। তবে ইয়াংয়ের না থাকার কারণ কেইন উইলিয়ামসনের ফেরা।

গত সেপ্টেম্বরে শ্রীলঙ্কা সফরে টেস্ট সিরিজে কুঁচকিতে চোট পান উইলিয়ামসন। চোট নিয়ে ভারতে গেলেও খেলতে পারেননি কোনো ম্যাচ। এক যুগের বেশি সময় ধরে কিউই ব্যাটিং লাইনআপে আস্থা হয়ে থাকা উইলিয়ামসন এখন পুরোপুরি সুস্থ। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলবেন তাঁর পছন্দের পজিশন তিনে, ভারত সফরে যে পজিশনে খেলেছেন ইয়াং। তাই সিনিয়রকে জায়গাটা ছেড়ে দিতে হচ্ছে।

ক্রাইস্টাচার্চ টেস্টের একাদশে ইয়াংয়ের না থাকার বিষয়টি আজ সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক টম ল্যাথাম, ‘সে (ইয়াং) ভারতে অসাধারণ খেলেছে এবং আমাদের জন্য অনেক কিছু করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে সর্বশেষ সিরিজে যা করেছে, তা এখানে বিবেচনায় নেওয়া যাচ্ছে না।’

ল্যাথাম আরও বলেন, ‘কেইনের (উইলিয়ামসনের) মতো একজনের ফেরা স্বাভাবিকভাবেই দলকে অনুপ্রাণিত করে, বিশেষ করে তাঁর সামর্থ্যের ব্যাপারটা। তার (ইয়াংয়ের) দলের প্রতি নিবেদন অনেক। সিদ্ধান্ত নেওয়াটা কঠিন ছিল। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে আপনাকে যখন কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তখন বুঝবেন আপনার দল ভালো অবস্থানে আছে। ইয়াংয়ের জন্য খুব খারাপ লাগছে। তবে কেইন ফেরায় রোমাঞ্চিত।’

এই ম্যাচ দিয়ে নাথান স্মিথের টেস্ট অভিষেক হচ্ছে, সেটাও নিশ্চিত করেছেন ল্যাথাম। ২৬ বছর বয়সী পেসার স্মিথ নিউজিল্যান্ডের হয়ে এখন পর্যন্ত দুটি ওয়ানডে খেলেছেন। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৫৩ ম্যাচে নিয়েছেন ১৪৪ উইকেট।

নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজের নামকরণ করা হয়েছে দুই দেশের অকালপ্রয়াত দুই ব্যাটসম্যান মার্টিন ক্রো ও গ্রাহাম থর্পের নামে; ক্রো-থর্প ট্রফি। সেই ট্রফি বানানোও হয়েছে ক্রো ও থর্পের ব্যাটের অংশবিশেষ দিয়ে।

আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে পয়েন্ট তালিকার চারে আছে নিউজিল্যান্ড। ৩ ম্যাচের সিরিজে ইংল্যান্ডকে ধবলধোলাই করতে পারলে আগামী বছর টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে খেলার সম্ভাবনা থাকবে কিউইদের। এই সিরিজ দিয়েই টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরে যাবেন অভিজ্ঞ পেসার টিম সাউদি।

ক্রাইস্টচার্চ টেস্টে নিউজিল্যান্ডের সম্ভাব্য একাদশ
টম ল্যাথাম (অধিনায়ক), ডেভন কনওয়ে, কেইন উইলিয়ামসন, রাচিন রবীন্দ্র, ড্যারিল মিচেল, গ্লেন ফিলিপস, টম ব্লান্ডেল (উইকেটকিপার), নাথান স্মিথ, টিম সাউদি, ম্যাট হেনরি ও উইল ও’রুরক।

১২ ছক্কা ও ৭ চারে ২৮ বলে সেঞ্চুরির রেকর্ড ভারতীয় ব্যাটসম্যানের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভিত্তিমূল্য ছিল মাত্র ৩০ লাখ রুপি, তবে নিলামে কোনো দলই ভারতীয় উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান উর্বিল প্যাটেলের প্রতি আগ্রহ দেখায়নি। সেই আক্ষেপই যেন মাঠে ঝাড়লেন তিনি।

সৈয়দ মুশতাক ট্রফিতে করলেন ২৮ বলে সেঞ্চুরি, যা কি না ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে সবচেয়ে দ্রুততম। আর স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে দ্বিতীয় দ্রুততম। আজ মুশতাক আলী ট্রফিতে ত্রিপুরা-গুজরাট ম্যাচে এই রেকর্ড গড়েছেন উর্বিল।

ত্রিপুরার ১৫৬ রানের লক্ষ্যে মাত্র ১০.২ ওভারে পৌঁছে যায় গুজরাট। ২৮ বলে সেঞ্চুরি করা উর্বিল অপরাজিত থাকেন ৩৫ বলে ১১৩ রান নিয়ে। তাঁর ইনিংসে ছিল ১২টি ছক্কা, চার ছিল ৭টি। ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে এর আগে দ্রুততম সেঞ্চুরি ছিল ঋষভ পন্তের। তিনি ২০১৮ সালে এই মুশতাক আলী ট্রফিতেই ৩২ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন।

স্বীকৃতি টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে দ্রুততম সেঞ্চুরি সাহিল চৌহানের। ভারতীয় বংশোদ্ভূত চৌহান আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেন এস্তোনিয়ার হয়ে।

গত জুনে সাইপ্রাসের বিপক্ষে ২৭ বলে তিন অঙ্ক ছুঁয়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়েন এস্তোনিয়ার মিডলঅর্ডার ব্যাটসম্যান। তৃতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরি ক্রিস গেইলের, ২০১৩ সালে আইপিএল ৩০ বলে সেঞ্চুরি করেন তিনি। মজার ব্যাপার হলো, গত বছর ২৭ নভেম্বরও সেঞ্চুরি করেছিলেন উর্বিল। গুজরাটের হয়ে বিজয় হাজারে ট্রফিতে ৪১ বলে করেন সেঞ্চুরি। যেটি ছিল লিস্ট এ ক্রিকেটে ভারতীয় দ্বিতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরি। ৪০ বলে সেঞ্চুরি করে রেকর্ডটির মালিক ছিলেন ইউসুফ পাঠান। ঠিক এক বছর পর উর্বিল আবারও সেঞ্চুরি করলেন।

প্রত্যাবর্তন গুকেশের, তৃতীয় গেমে লিরেনকে হারিয়ে সমতা ফেরালেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে প্রত্যাবর্তন ডি গুকেশের। ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার তৃতীয় গেমে জিতে সমতা ফেরালেন। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডিং লিরেনের কাছে প্রথম গেমে হেরেছিলেন ভারতীয় চ্যালেঞ্জার। দ্বিতীয় গেম ড্র হয়। তৃতীয় গেমে জিতে ১৪ ম্যাচের সিরিজে ১.৫-১.৫ করলেন গুকেশ।সিঙ্গাপুরে হচ্ছে দাবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। প্রথম দু’টি গেমে তেমন সুবিধা করতে পারেননি গুকেশ। বুধবার তিনি প্রথম থেকেই আগ্রাসী ছিলেন। লিরেন অবশ্য সহজে হার মানেননি। দুই দাবাড়ুই প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলার চেষ্টা করে গিয়েছেন গোটা গেমে। বেশ উত্তেজক খেলা হয়েছে ফাইনালের তৃতীয় গেমে। গেমের এক পর্যায় এসে সময়ের চাপে পড়ে যান চিনের গ্র্যান্ডমাস্টার। শেষ পর্যন্ত সাদা ঘুঁটি নিয়ে খেলার সুবিধা কাজে লাগিয়ে জয় ছিনিয়ে নেন গুকেশ।

সিএবিতে অবৈধ মিটিং ডেকে শাস্তি আম্পায়ারদের !

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

কাকে কলুষিত করছেন সিএবির একশ্রেণির কর্তারা? কেনই বা জলঘোলা করছেন? অহেতুক বিতর্কে মেঠো রাজনীতির গন্ধ পাচ্ছেন অনেকেই। অনেকেই আবার প্রশ্ন তুলছে, কার বদনাম করতে তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নিল সিএবির টুর্নামেন্ট কমিটি! প্রসঙ্গত, গত মঙ্গলবার জে সি মুখার্জি ট্রফিতে রেঞ্জার্স মাঠে কুমোরটুলি ও টালিগঞ্জ অগ্রগামীর খেলা নিয়ে একশ্রেণির মিডিয়া প্রথমে জলঘোলা শুরু করে। দাবি করা হয়, ওই ম্যাচে কুমোরটুলি করে ১৭০ রান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে টালিগঞ্জ জয়ের কাছাকাছি পৌঁছেও যায়। কিন্তু ১৯ তম ওভারে দুটি কম বল খেলিয়ে অর্থাৎ চার বলে ওভার ঘোষণা করেন আম্পায়ার। এই ঘটনা মিডিয়ায় চাউর হতেই টালিগঞ্জও আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ জানায়, তাতে একতরফাভাবে প্রমাণ ছাড়াই এই অপরাধে দুই আম্পায়ার সহ অবজার্ভারকে ২ মাসের জন্য নির্বাসনের শাস্তিও দিয়ে দেয়। কিন্তু উল্লেখযোগ্য ব্যাপার, টালিগঞ্জ এর কোনও সুবিধেই পায়নি। ম্যাচের ফলাফল অপরিবর্তিত। রাগ কি শুধু ব্যক্তিদের ওপরই? এরপরই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, আম্পায়ারই মাঠে শেষ কথা বলেন। অথচ বেনজিরভাবে তাঁদেরকেই শাস্তির কোপে ফেলা হল কেন?

টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান নীতিশ (অণু) রঞ্জন দত্ত। যিনি তড়িঘড়ি আম্পায়ারদের বিরুদ্ধে এই শাস্তির নিদান দেন। কোন ভিত্তিতে দিলেন? স্কোরারের জবানবন্দিতে। কিন্তু প্রমাণ? স্কোরকার্ড বলছে পুরো ২০ ওভারই খেলা হয়েছে। প্রতিটা বলের বর্ণনাও রয়েছে। এমনকি সিএবির অ্যাপেও তাই। তাহলে ২ বল কম হল কোথায়? যদি তর্কের খাতিরে তাও হয় তাহলে আম্পায়ার্স রুল ১৭.৫.১ বলছে, আম্পায়ারের কাউন্টই চূড়ান্ত। অর্থাৎ আম্পায়ার বৈধ বলের সংখ্যা ভুল গণনা করলে, আম্পায়ারদের গণনাতেই ওভার নির্ধারিত হবে। সে নিয়ম কি জানেন না সিএবির টুর্নামেন্ট কমিটি! আসলে নিয়মই মানা হয়নি কোনওকিছুতে। নিয়ম মানা হলে এই বৈঠকটাই ছিল অবৈধ। কারণ, সিএবির নিয়ম বলছে, ম্যাচের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই অ্যাপিল করতে হয়। তা কখন অভিযোগ পেয়েছিলেন চেয়ারম্যান? সূত্র বলছে, অন্তত ২৭ ঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ার পর সাজিয়ে গুছিয়ে অভিযোগ পত্র জমা হয়।

স্কোরার মুখে অন্য কথা বললেও, অ্যাপের স্কোরবোর্ডে ২০ ওভারের প্রতিটা বলের পরিসংখ্যানই রয়েছে।

তাহলে? এরপর কেউ ৪৮ ঘণ্টা পর আবেদন করে, তাও সহৃদয়ভাবে দেখবেন তো নীতিশ রঞ্জন দত্তরা! নিয়মের তোয়াক্কা না করেই কেন তড়িঘড়ি শাস্তি! কার স্নেহভাজন হয়ে বসেছেন চেয়ারম্যানের হটসিটে! সিএবির অন্দরে অন্তর্তদন্তে উঠে আসছে স্নেহভাজনের বিস্ফোরক তথ্যও। কারণ, যে স্কোরার এই কথা স্বীকার করেছেন, তিনি তো আপনারই স্নেহভাজন! তাহলে অন্তর্ঘাত নয়তো! না হলে, অন্য কারোর মুখের কথায় আম্পায়ারের যুক্তি অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করে শাস্তি কেন! অথচ স্কোরার কোনও শাস্তিই পেল না। অথচ ম্যাচ তো হয়, পিটিসি (প্লেয়ার কন্ট্রোল টিম) অর্থাৎ স্কোরার, অবজার্ভার ও আম্পায়ারের সম্মিলিত সিদ্ধান্তেই। তবে কি স্কোরার রাজসাক্ষী হিসেবে ছাড় পেয়ে গেল! এও হয়? আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অবজার্ভার কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক দু’জনেই আম্পায়ার, অবজার্ভারদের স্বচ্ছতার জন্য লড়াই চালাচ্ছেন। আমূল বদলে দিয়েছেন আগের স্বজনপোষণ নীতি। একনিমেষে কেন ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হল! শুধু তাই নয়, সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় দায়িত্বে আসার পর আম্পায়ার, স্কোরার, অবজার্ভারদের পাশে সবসময় থেকেছেন। তাঁকেই সামনে রেখে কাচের ঘরে বসেই ঢিল ছোঁড়ার মানে কী! বদনামটা হল কার? অবৈধ মিটিং ডেকে ব্যক্তিগত কোন আক্রোশ মেটালেন নীতিশ দত্ত, দেবব্রত দাসরা?

ভুলবশত আন্তর্জাতিক ম্যাচে ৫ বলে ওভার নজির রয়েছে। ভুলবশত আউট দেওয়ার নজিরও আছে। এমনকি সচিন তেন্ডুলকর যদি স্টিভ বাকনারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেন আউট না হওয়ার, তার সংখ্যাও কম হত না। এমনকি সদ্য এত টেকনিক্যাল সুবিধে থাকা সত্ত্বেও বর্ডার গাভাসকর ট্রফিতে কেএল রাহুলের প্রথম ইনিংসে আউট হওয়া নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। ক’জন আম্পায়ার শাস্তি পেয়েছেন? ক’জন আম্পায়ারকে হিয়ারিংয়ে ডাকা হয়েছে? কারণ, মাঠে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তবু সিএবির টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান জাজের ওপর জাজগিরি দেখালেন! আর সাধু সাজতে গিয়ে নিজেদের মুখই পোড়ালেন।

লেভার ১০০, পিএসজি ২৬তম, ইন্টারের সৌভাগ্য ও ফাইভ স্টার আর্সেনাল

নিজস্ব প্রতিনিধি: অপেক্ষা ছিল আর একটি গোলের। অলিম্পিক স্টেডিয়ামে সেটি হতে সময় লাগল মাত্র ১০ মিনিট। পেনাল্টি থেকে গোল করেই চ্যাম্পিয়নস লিগে গোলদাতাদের সবচেয়ে অভিজাত ক্লাবে নাম লেখালেন রবার্ট লেভানডফস্কি। সেই তালিকায় আগেই ছিলেন এক পর্তুগিজ মহানায়ক, এক আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি, এবার যোগ হলেন পোলিশ কিংবদন্তি লেভানডফস্কি। কোন ক্লাব;তা এতক্ষণে বুঝে ফেলার কথা। চ্যাম্পিয়নস লিগে অন্তত ১০০ গোলদাতাদের ক্লাব। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ও লিওনেল মেসিদের সেই ক্লাবে গতকাল রাতে নবতম সংযোজন হলেন লেভা।

সংযোজিত হয়েই লেভা অবশ্য থেমে থাকেননি, এক ধাপ এগিয়েছেন। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে করেছেন আরও একটি গোল। স্যান্ডউইচের মাঝের অংশের খাবারের মতো লেভার দুটি গোলের মধ্যে ৬৬ মিনিটে গোল করেন দানি ওলমো। বার্সেলোনাও ফরাসি ক্লাব ব্রেস্তের বিপক্ষে তুলে নিয়েছে ৩-০ গোলের জয়। এ জয়ে ৫ ম্যাচে মোট ১২ পয়েন্ট নিয়ে ৩৬ দলের চ্যাম্পিয়নস লিগ টেবিলের দুইয়ে উঠে এল বার্সা। জয়ের পর মুভিস্টার প্লাসকে লেভা বলেছেন, ‘খুব খুব খুশি লাগছে। চ্যাম্পিয়নস লিগে ১০১ গোল দারুণ একটি সংখ্যা। আমরা সব ম্যাচ জিততে চাই। দলকে সাহায্য করতে যদি গোল করতে পারি, খুব ভালো। আমরা মৌসুমের শেষ পর্যন্ত সব ম্যাচ জিততে চাই।’ চ্যাম্পিয়নস লিগের ইতিহাসে ১৮৭ ম্যাচে সর্বোচ্চ ১৪১ গোল রোনালদোর। ১৬৩ ম্যাচে ১২৯ গোল নিয়ে দুইয়ে মেসি। ১২৫ ম্যাচে ১০১ গোল নিয়ে তিনে লেভানডফস্কি।

আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় ম্যাচের ৩৮ মিনিটে দক্ষিণ কোরিয়ান সেন্টারব্যাক কিম মিন-জায়ের গোলটাই শেষ পর্যন্ত কাল হয়ে দাঁড়ায় পিএসজির জন্য। এই গোল আর পরিশোধ করতে না পারায় ১-০ ব্যবধানের হারে ৩৬ দলের চ্যাম্পিয়নস লিগ টেবিলে ২৬তম স্থানে নেমে গেছে পিএসজি। অর্থাৎ, শেষ ষোলোয় ওঠার জন্য যে শেষ সীমারেখা, তার বাইরে ছিটকে পড়ল ফরাসি ক্লাবটি। শীর্ষ ৮ দল সরাসরি খেলবে শেষ ষোলোয়। বাকি ৮টি দল বেছে নেওয়া হবে টেবিলের ৯ম থেকে ২৪তম দলগুলোর মধ্যে প্লে,অফ খেলার মধ্য দিয়ে। তবে পিএসজি স্ট্রাইকার গনসালো রামোস এখনই আশা হারাচ্ছেন না। ম্যাচ শেষে বলেছেন, ‘আমরা সবাই হতাশ। তবে কিছু করার নেই। আমরা পরের ম্যাচে মনোযোগী এবং এখনো পরের রাউন্ডে যেতে পারি।

মেসির পথে হাঁটল না থিয়াগো, অন্য দেশের ক্লাবের হয়ে অভিষেক লিয়োর জ্যেষ্ঠ পুত্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিউওয়েল ওল্ড বয়েজরে হয়ে ফুটবল শুরু করেছিলেন লিয়োনেল মেসি। আর্জেন্টিনার রোসারিয়োর এই ক্লাবেই প্রথম নজর কেড়েছিলেন তিনি। মেসির পথে হাঁটল না তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র থিয়াগো। আমেরিকার ক্লাব ইন্টার মায়ামির হয়ে অভিষেক হল তার। অন্য দেশের ক্লাবের হয়ে খেললেও থিয়াগোর অভিষেক হল আর্জেন্টিনার মাটিতেই।

রোসারিয়োতে নিউওয়েল কাপে মেসির প্রথম ক্লাব নিউওয়েল ওল্ড বয়েজরে বিরুদ্ধেই খেলতে নেমেছিল থিয়াগো। যদিও সেই ম্যাচ ০-১ গোলে হেরে যায় ইন্টার মায়ামি। অনূর্ধ্ব-১৩ স্তরের এই প্রতিযোগিতা এখনও শেষ হয়নি। পরেও ম্যাচ রয়েছে থিয়াগোদের।

পুত্রের খেলা দেখতে গ্যালারিতে ছিলেন থিয়াগোর মা আন্তোনেলা রোকুজ্জো। ছিলেন মেসির পিতা জর্জ মেসি ও মা সেইলা কুকিটিনি। যদিও মেসিকে দেখা যায়নি মাঠে। পুরো ম্যাচ অবশ্য খেলতে পারেনি থিয়াগো। দ্বিতীয়ার্ধে তাকে তুলে নেন কোচ।

শুধু মেসির ছেলে নয়, এই ম্যাচে ইন্টার মায়ামির হয়ে অভিষেক হয়েছে লুই সুয়ারেসের ছেলে বেঞ্জামিনেরও। মেসি ও সুয়ারেস দীর্ঘ দিন বার্সেলোনার হয়ে একসঙ্গে খেলেছেন।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**